জেমস বন্ড 007

ক্যাসিনো রয়্যাল

ইয়ান ফ্লেমিং

CASSINO ROYALE
by Ian Fleming
(C) 1965 By Glidrose Productions Ltd.

প্রথম বাংলা সংস্করণ :
ফাল্গুন, ১৩৮৩ সাল
২৫ ফেব্রুয়ারী—১৯৭৭ ইং

প্রকাশিকা :
হেলেনা হাই
৭।১, নবেন্দ্র বসাক লেন,
ঢাকা—১

প্রকাশিকা কর্তৃক বাংলা স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রক :
আবদুর রউফ
দিগন্ত ছাপাখানা
২৬, কুমারটুলী লেন, ঢাকা—১

প্রচ্ছদ : সুখন দাস

মূল্য : আট টাকা মাত্র।

roni060007

।। ১ সিক্রেট এজেণ্ট ।।

সকাল তিনটে নাগাদ ধোঁয়া আর ঘামের গন্ধে ক্যাসিনোর জুয়ার আড্ডা অসহ্য হয়ে ওঠে। লোভ, আশংকা আর উত্তেজনা জুয়াড়ীর নিত্য সঙ্গী—বিশেষ করে যদি বেশি টাকার বাজি হয়। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা মোটেই আত্মার উন্নতির সহায়ক নয়। সমস্ত রাতের পরে ভোর তিনটেয় ব্যাপারটা শারীরিক দিক থেকেও পীড়াদায়ক।

জেমস বণ্ড ঠিক এই সময় বুঝতে পারল যে সে আর পারছে না। শরীর আর বইছে না, মনও অসাড়। সেটা হৃদয়ঙ্গম করামাত্র সে তখনকার মতো কাজে ইস্তফা দেওয়াই সমীচীন মনে করে। এরকম বহুবার হয়েছে। এর পরেও খেলতে থাকলে মাথা কাজ করে না এবং খেলায় ক্রমাগত ভুল হবার সম্ভাবনা।

রুলেত-এর টেবিল থেকে সে সন্তর্পণে উঠে পড়ল। ভিতরের ঘরে তখনো খেলা চলছে। বুক অবধি উঁচু টেবিলের চারপাশে পেতলের রেলিং। সেখানে গিয়ে একটু দাঁড়াল বণ্ড।

ল্য শিফ তখনো খেলছে। জিতে চলেছে সমানে। সামনে স্তূপীকৃত চাকতি—প্রত্যেকটা এক লাখের। বাঁ হাতের আড়ালে হলদে চাকতি জমে আছে, প্রত্যেকটা পাঁচ লাখ ফ্রাঙ্ক।

পাশ থেকে মুখটা দেখা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করল বণ্ড। লক্ষ্য করার মতো মুখ। উদগ্র কৌতূহলের ছাপ সেই মুখে। তারপর কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বণ্ড সেখান থেকে সরে এল। মন থেকে চিন্তার বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে।

ক্যাশের চারপাশে উঁচু বেড়া, একজন লোক দাঁড়ালে তার থুতনী অবধি পৌঁছয়। টুলে বসে আছে ক্যাশিয়ার। তার কাজ অনেকটা ব্যাঙ্কের কেরানীর মতো। তাকে রাখা আছে থাক-করা চাকতি আর নোট। সেগুলো বেড়ার ওপারে এমন নীচে রাখা যে, কারো পক্ষে বেড়া টপকে সেগুলো নিয়ে আবার বেড়া পার হয়ে পালানো কঠিন, তাছাড়া ক্যাশিয়ারের কাছে পিস্তল ও ডাণ্ডা থাকে এবং সাধারণত দুজন ক্যাশিয়ার একসঙ্গে বসে। কাজেই ক্যাসিনো থেকে টাকা নিয়ে পালাবার আশা দুরাশা।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে বণ্ড দশহাজার আর এক লাখ ফ্র্যাঙ্কের নোটের তাড়াগুলো ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে নিচ্ছিল। আর একটা ছবি তখন তার কল্পনায় ভাসছে—আগামীকাল সকালে ক্যাসিনো কমিটির মিটিং। এ মিটিং রোজই বসে।

'মসিয়ো ল্য শিফ জিতেছেন দু লাখ। যেমন ভাবে রোজ খেলেন সেই পদ্ধতিতেই খেলছেন। মিস ফেয়ারচাইল্ড এক ঘণ্টার মধ্যে দশ লাখ জিতেই আর অপেক্ষা না করে চলে যান। বেশ মাথা ঠাণ্ডা করে খেলছিলেন তিনি। ভাইকাউণ্ট দ্য 'ভিলোরাঁ রুলেতে জেতেন দশ লাখ। প্রথম আর শেষ ডজন খেলার সময় তিনি খুব বেশি ফেলেছিলেন। ভাগ্যবান লোক বলতে হবে। তারপর আসছেন ঐ ইংরেজ ভদ্রলোক- মিষ্টার বণ্ড। দুদিনে তিনি জিতেছেন তিরিশ লাখ। পাঁচ নম্বর টেবিলে লাল খেলছিলেন তিনি, প্রথমটার থেকে পরেরটা বেশি বাজি ধরে। শেফ দ্য পার্টি ডুকলোসের কাছে বিস্তারিত বিবরণ আছে। লোকটি লেগে থাকতে জানে এবং সবসময় চড়া বাজি ধরে। নার্ভ শক্ত আছে। অবশ্য কপালও ভাল লোকটির। সন্ধ্যের খেলায় শমা দ্য' ফেরে উঠেছে এত, বাকারাতে হয়েছে এত আর রুলেতে হয়েছে এত। বুলে বেশি লোকে যাচ্ছে না, কোনমতে খরচ উঠছে।'

এরপর পারস্পরিক ধন্যবাদ বিনিময় করে সভা ভঙ্গ। এই

জাতীয় একটা ছবি মনে মনে কল্পনা করছিল বণ্ড। সুইং-ডোর ঠেলে বাইরে এল সে। দরজার কাছে কেতাদুরস্ত পোশাক পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়াল। লোকটির মুখে বিরক্ত ভাব। তার আসল কাজ গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখলে পা দিয়ে ইলেকট্রিক সুইচ টিপে দরজা বন্ধ করে দেওয়া, যেটা কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির প্রবেশ আটকানোর জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।

মিটিং শেষ হলে ব্যাসিনো কমিটি খেতে যাবেন, যে যার বাড়ি অথবা কোন কাফেতে।

ক্যাশ লুট করার কোন বাসনা অবশ্য বণ্ডের ছিল না, সে কেবল বিষয়টা সম্বন্ধে সামান্য কৌতূহল বোধ করছিল। লুট করতে গেলে অন্ততপক্ষে গোটা দশেক জোয়ান লোক দরকার যারা প্রয়োজন হলে দু-চারটে লোক খুন করতেও ইতস্তত করবে না তবে সেই-রকম দশজন হত্যাকারী ফ্রান্সে বার করা মুশকিল যারা পরে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে না—হয়তো কোন দেশেই এরকম লোক যোগাড় করা সহজ হবে না।

ক্লোক-রুমে এক হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে ক্যাসিনোর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বণ্ড। না, ল্য শিফ কোনমতে ক্যাশ লুট করার চেষ্টা করবে না। সুতরাং এই সম্ভাবনাটা নিয়ে চিন্তা না করাই ভাল। তার চেয়ে বর্তমান পরিস্থিতিটা কেমন দেখা যাক। আপাতত জুতোর তলায় কাঁকর মচমচ করছে, মুখটা তেতো তেতো, বগলে ঘাম। চোখ দুটো জ্বালা করছে। নাক যেন বন্ধ হয়ে আছে। বাইরের রাতের তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিল বণ্ড। এতক্ষণে সব অনুভূতিগুলো ফিরে আসছে। বোধশক্তির সঙ্গে চিন্তা শক্তিও। এবার দেখতে হয় তার অনুপস্থিতিতে কেউ তার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নাড়া-চাড়া করছে কিনা।

চওড়া পথ পেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে ঢুকল গিয়ে হোটেলে। হোটেলের নাম হোটেল সপ্লেনডিড। কেয়ারটেকারের কাছ থেকে

চাবি ও টেলিগ্রাম নিল বণ্ড, তাকে মৃদু হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে—দোতলায় ৪৫ নম্বর ঘর।

টেলিগ্রাম এসেছে জামাইকা থেকে। লেখা আছে ঃ

কিংসটন, জামাইকা × × × × × × × × × × × × × × × × ×

বণ্ড স্প্লেনডিড রয়্যাল লেজো খারাপ মাল উৎপাদন সব হাভানা সিগারের ফ্যাকট্টিতে ১৯১৫

এক কোটি রিপিট এক কোটি ষ্টপ আশাকরি এই টাকায় চলবে শুভেচ্ছা।

বাসিলডন।

তার মানে এক কোটি ফ্র্যাঙ্ক পাঠান হয়েছে। বিকেলে বণ্ড প্যারিস মারফত লণ্ডনে হেড কোয়ার্টারের কাছে আরো টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল। তারই জবাবে এই টেলিগ্রাম। প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফ্রিমেণ্টসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ফ্রিমেণ্টস বণ্ডের বিভাগীয় প্রধান। তিনি 'এম'-এর শরণাপন্ন হয়েছেন। 'এম' অগত্যা রাজি হয়ে টেজারির সঙ্গে ব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়েছেন।

জামাইকাতে একসময় কাজ করেছে বণ্ড, কাজেই খানিকটা অভিজ্ঞতা ছিল। আপাতত তাকে যে ছদ্ম ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে তা হল মেসার্স ক্যাফারি নামক জামাইকার সর্বপ্রধান কোম্পানীর শাঁসালো মক্কেলের। এই কোম্পানীর আমদানী রপ্তানী করাই ব্যবসা। সুতরাং জামাইকা থেকে তার প্রতি যা নির্দেশ আসছে সেই অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হচ্ছে। নির্দেশ পাঠাচ্ছে ডেলী গ্লিনার নামক ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত সংবাদপত্র অফিসের ডেস্ক থেকে একজন।

লোকটি স্বল্পভাষী, নাম ফসেট। কেমেন দ্বীপপুঞ্জের কচ্ছপ-ধরা এক কোম্পানীর হিসেবপত্র দেখত এক সময়। যুদ্ধের স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছিল সে। শেষ অবধি মাস্টার নৌ-বিভাগের

গোয়েন্দা দপ্তরে কেরানীর কাজ জোটে। তারপর যুদ্ধ থেমে গেল। বিষণ্ণচিত্তে কেমেনে ফেরার উদ্যোগ করছে, তখন সে সিক্রেট সার্ভিসের নজরে পড়ে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে সিক্রেট সার্ভিসের যে বিভাগ কাজ করেছিল তারা ফসেটকে ফোটোগ্রাফি শেখায় এবং একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে তাকে ডেলী গ্লিনার কাগজে চাকরি দেয়।

বিভিন্ন এজেন্সী থেকে খবরের কাগজের আফিসে যে সব ফোটোগ্রাফ আসত সেগুলো বাছাই করা ছিল তার কাজ। তারই ফাঁকে ফাঁকে টেলিফোনে এক অপরিচিত লোকের কাছ থেকে আদেশ আসত। যে সব কাজ করতে তাকে হুকুম দেওয়া হত সেগুলো কাজ হিসেবে তেমন কঠিন না হলেও খুব নিখুঁত এবং চটপট সমাধা করার কথা। সমস্ত ব্যাপারটা গোপনীয় রাখতে হত। এই কাজের জন্য সে মাসে কুড়ি পাউণ্ড উপরি পেত। টাকাটা তার এক কল্পিত আত্মীয় ইংলণ্ড থেকে তার নামে পাঠাচ্ছেন এইভাবে ব্যাঙ্কে জমা পড়ত।

সেই অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে যে সব খবর আসত সেগুলি যথাযথভাবে বণ্ডকে জানানো ছিল ফসেটের এখনকার কাজ। সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি জানান যে ফসেটের পাঠানো কোন খবর জামাইকার ডাকবিভাগ কখনো সন্দেহ করবে না। সুতরাং ফসেট দেখল সে এখন ম্যারিটাইম প্রেস অ্যাণ্ড ফোটো এজেন্সীর সংবাদদাতা হয়ে গেছে, এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে বিশেষ সুযোগ সুবিধাও দেওয়া যচ্ছে তাকে। অবশ্য এর জন্যে সে মাসে বাড়তি আরো দশ পাউণ্ড পাচ্ছে।

বলাই বাহুল্য ফসেট এতে যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত বোধ করল। হয়ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একদিন পুরস্কৃত হবে—বলা কি যায়! একটা গাড়ি কেনার প্রথম কিস্তির টাকাটা দিয়ে ফেলল সে। বহুদিন ধরে সবুজ রঙের আই-শেড কেনার ইচ্ছে ছিল। এখন সেটা চোখে এঁটে সে অফিসের ডেস্কে বসে থাকত—সমীহ করে তাকাত সকলে।

বণ্ড এইসব ব্যাপারগুলো বেশ মানসচক্ষে দেখতে পেল। কাছে কখনো সোজাসুজি আদেশ আসে না—এই রকম ঘুরপথে আসে। মন্দ কি। লোক একটু বেশি লাগে। 'এম'-এর সঙ্গে যোগাযোগে সময়ও লাগে। অবশ্য এত কাণ্ডেরও কোন-মানে নেই, সম্ভবত এই শহরেই সিক্রেট সার্ভিসের আর একজন লোক আছে যে সোজাসুজি রিপোর্ট করছে। তবু এই পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে একটা ধারণা হয় যে সে যেন রিজেন্ট পার্কের হেড কোয়ার্টারের ঠাণ্ডা মাথা লোকগুলো, যারা সমস্ত কলকাঠি নাড়ছে—তাদের থেকে অনেক দূরে। আসলে যে তাদের সঙ্গে দূরত্ব মাত্র ১৫০ মাইল সেটা মনে থাকে না। যেমন কিংসটনে বসে বেচারা ফসেট যে একবারে সব টাকাটা দিয়ে গাড়িটা কিনে ফেলবে তার উপায় নেই। লণ্ডন থেকে নির্ঘাৎ কেউ না কেউ এই নিয়ে প্রশ্ন তুলবে—তখন জবাবদিহি করতে হবে টাকাটা সে পেল কোথায়।

বণ্ড দুবার পড়ল টেলিগ্রামটা। ডেস্কে রাখা টেলিগ্রাম ফর্ম থেকে ও একটা পাতা ছিঁড়ে নিল, কারণ অপর পক্ষকে কার্বন কপি দিয়ে কি লাভ? উত্তরটা গোটা গোটা অক্ষরে লিখল:

খবরের জন্য ধন্যবাদ যথেষ্ট হবে—বণ্ড

কেয়ারটেকারের হাতে উত্তরটা দিয়ে বণ্ড দা সিলভা লেখা টেলিগ্রামটা পকেটে পুরল। হয়ত ওরা ইতিমধ্যেই পোস্ট অফিস থেকে এর কপি যোগাড় করে পড়ে ফেলেছে। কেয়ারটেকারকে হয়ত ঘুষ দিয়ে হাত করেছে, বণ্ড আসার আগে ও টিমে খামটা খুলেছে কিনা তাই বা কে জানে। কিম্বা হয়ত বণ্ড যখন পড়ছিল তখন উল্টে দিক থেকে পড়ে নিয়েছে।

গুডনাইট জানিয়ে চাবিটা নিয়ে বণ্ড সিঁড়ির দিকে চলল। লিফ্‌টম্যান দড়িয়ে ছিল। তাকে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে লিফ্‌ট নিচ্ছে না। লিফটের সংকেত বড় মারাত্মক জিনিস। দোতলায় অবশ্য এখন কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হয় না, তবু

সাবধানের মার নেই। তাই সে সিঁড়ি দিয়ে ওঠাই যুক্তিসঙ্গত মনে করল।

পা টিপে টিপে উঠতে লাগল সে। জামাইকা মারফত 'এম'-এর কাছে যে খবর পাঠিয়েছিল সেটার কথা ভাবছিল। একটু বেশি আত্মবিশ্বাস দেখানো হয়ে গেছে বোধহয়, অতটা না করলেও হত। জুয়া খেলার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে অল্প মূলধনের উপর ভরসা করে খেলতে নামা কাজের কথা নয়। তবে 'এম' হয়ত এর চেয়ে বেশি টাকা দিতে রাজীও হবেন না। যাকগে যাক। সিঁড়ি পেরিয়ে সে বারান্দা অতিক্রম করে নিঃশব্দে নিজের ঘরের সামনে পৌঁছল।

সুইচটা কোথায় ভাল করেই জানা ছিল তার। এক ঝটকায় সে আলো জেলে দরজা খুলে দাঁড়াল, হাতে উদ্যত রিভলভার, ঘর খালি, নিরাপদ—বাথরুমের দরজাটা অবশ্য আধ-খোলা, কিন্তু বণ্ড সেদিকে লক্ষ্য করল না। ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে লক করে দিল, খাটের আর আয়নার উপরের আলো জ্বালাল, রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলল জানালার পাশের সেটিতে। খেতে বাইরে যাবার আগে লেখার টেবিলের ড্রয়ারে নিজের এক এক গাছি চুল আটকে রেখেছিল, এবার সন্তর্পণে দেখতে লাগল সেটা যথাস্থানে আছে কিনা? ঠিকই আছে।

কাপড়ের আলমারীর কাঁচের হাতলের উপর পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছিল! তাতেও কারো হাতের ছাপ পড়েনি। বাথরুমের সিষ্টার্নের ঢাকা খুলে দেখে নিল পানী যতটা ছিল তাই আছে কিনা—বল ককের গায়ে একটা ছোট্ট আঁচড় দিয়ে রেখেছিল সে।

এই সব—খুঁটিনাটি ব্যাপার তার পক্ষে মোটেই বোকামি কিম্বা বাড়াবাড়ি নয়—এগুলো সাবধানতা অবলম্বনের জন্য অবশ্য পালনীয়। এই সব তুচ্ছ ব্যাপারের উপর নজর আছে বলেই সে আজও বেঁচে আছে। সিক্রেট এজেন্টের যা কাজ তাতে প্রতিপদে বিপদের

আশঙ্কা। সুতরাং এই সব সাবধানতার অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলো নিত্যকার কাজের অঙ্গ—যেমন গভীর পানীর ডুবুরী বা টেষ্ট পাইলট জীবন বিপন্ন করে জীবিকা নির্বাহ করে, যে কোন সিক্রেট এজেন্টও তাই।

যাক, তাহলে ক্যাসিনোতে থাকা অবস্থায় কেউ তার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করেনি। এবার বণ্ড জামাকাপড় ছেড়ে ঠাণ্ডা পানীতে গোসল করে নিল। তারপর টাকার তাড়া নিয়ে বসল হিসেব করতে। সিগারেট ধরাল একটা, সারা দিনে এই নিয়ে সত্তরটা হল। নোট বই বার করে কয়েকটা সংখ্যা টুকে নিল সে। গত দুদিনের খেলায় সবসুদ্ধ জিতেছে তিরিশ লাখ। লণ্ডনে ওকে দেওয়া হয় এক কোটি, আরও এক কোটি চেয়েছিল ও। ওটা আসছে জানা গেছে। এখন তার মূলধন দাঁড়াল দু কোটি তিরিশ লাখ ফ্র্যাঙ্ক অর্থাৎ তেইশ হাজার পাউণ্ড।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল বণ্ড, জানালার বাইরে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। তারপর বালিসের নিচে টাকার তাড়াটা চালান করে দিয়ে, দাঁত মেজে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সের বিছানার চাদরগুলো বড় খসখসে। মিনিট দশেক শুয়ে শুয়ে সে সারা দিনের ঘটনাবলীর কথা চিন্তা করতে লাগল। তারপর পাশ ফিরে ঘুমের চেষ্টা করল।

ঘুম আসার আগে অবশ্য সে বালিশের নিচে হাত দিয়ে '৩৮ কোল্ট পুলিশ পজিটিভ রিভলভারটি ধরে থাকতে ভোলেনি। তারপর একসময় চঞ্চল, উৎসুক চোখ দুটি বুজে এল। ঘুমন্ত বণ্ডের মুখে নেমে এল কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতার মুখোস।

॥ ২ এম-এর জন্য ॥

এই ঘটনার ঠিক দু সপ্তাহ আগে সিক্রেট সার্ভিসের ষ্টেশন এস এস থেকে এম-এর কাছে নিম্নলিখিত বার্তা গেল। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই বিভাগের প্রধান তিনি।

এম সমীপে।

এস এর অধ্যক্ষের নিকট হইতে।

বিষয়ঃ মসিয়ো ল্য শিফকে বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা। (ল্য শিফ ওরফে দা নামবার, হের নামবার, হের জিফার ইত্যাদি)। ল্য শিফ ফ্রান্সে শত্রুপক্ষের প্রধান এজেণ্ট এবং আলসেস-এর শিল্প অঞ্চলের কমিউনিষ্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন গুলির গুপ্ত অর্থদাতা। এই ইউনিয়ন যে আমাদের সঙ্গে শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য যুদ্ধের ক্ষেত্রে গুপ্তচরের কাজ করতে পারে সে বিষয়ে আমরা অবগত।

এর সঙ্গে ল্য শিফের জীবনকাহিনী ও স্মার্শ গুপ্তচর-সংস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হল।

কিছুদিন থেকেই আমরা অনুমান করছি ল্য শিফ অত্যন্ত বিপদজনক খেলায় হাত দিয়েছে। প্রায় সমস্ত দিক দিয়েই তাকে সোভিয়েত রাশিয়ার সুযোগ্য এজেণ্ট বলা চলে কিন্তু তার কতকগুলি শারীরিক ও নীতিগত দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতার সুযোগ আমারা মাঝে মাঝেই নিতে পেরেছি। তার একজন হুউরেশীয় বান্ধবী (১৮৬০ নম্বর) আমাদেরই লোক—ষ্টেশন এফ থেকে তাকে নির্দেশ পাঠান হয় এবং তার মারফত ল্য শিফের অনেক ব্যক্তিগত ঘটনা আমাদের গোচরে এসেছে।

নানা কারণে আমাদের এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছে যে ল্য শিফ এখন অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছে। ১৮৬০ নম্বর এর কয়েকটি লক্ষণ আবিস্কার করে, যেমন খুব সঙ্গোপনে কিছু গহনা বিক্রয়, অ্যানটিবেসের একটি বাড়ি বিক্রয় এবং অকস্মাৎ বাড়তি খরচ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠা খুবই আশ্চর্য। কারণ ল্য শিফ বরাবরই বেহিসেবী খরচ করতে ভালবাসে। এই কেসটিতে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন দোয়াজিয়েম বুরো। এঁদের সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে এক বিচিত্র তথ্য উদঘটিত হয়েছে।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ল্য শিফ অনেকগুলি গণিকালয়ের মালিক হয়—কর্ডন জন নামে পরিচিত এই বেশ্যালয়ের অনেকগুলি শাখা নর্মাণ্ডি ও ব্রিটানীতে আছে। পাঁচ কোটি ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে এই গণিকালয়গুলি কেনে সে—লেনিনগ্রাড থেকে ফ্রান্সের যে ট্রেড ইউনিয়নের কথা আগেই বলা হয়েছে, তাদের সাহায্যের জন্য যে টাকাটা দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা এই কাজে খরচ করে অবশ্য ল্য শিফ খুব বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি।

যদি টাকা খেলিয়ে ইউনিয়নের সম্পদ বৃদ্ধি তার বাসনা হত তাহলে এই ব্যবসায় টাকা লগ্নী করা ভালই বলা যেত, কিন্তু ল্য শিফের মনোগত ইচ্ছা ছিল পরের অর্থ লগ্নী করে নিজে লাভ করা। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন অন্য যে কোন লাভজনক ব্যবসার বদলে এই বিশেষ ব্যবসা বেছে নেওয়ার কারণ ল্যর অসংখ্য নারী-সান্নিধ্য লাভের সুযোগ। কিন্তু এর ফল ভুগতে বেশি দেরী হল না।

তিন মাসও গেল না—১৩ই এপ্রিল ফ্রান্সে একটি আইন পাস হল।

এম ফরাসীতে লেখা এই বাক্যটি পর্যন্ত পৌঁছে বললেন হুঁঃ। তার পর ইনটারকমের সুইচ টিপলেন।

'হেড অফ এস?'

'হ্যাঁ স্যার'

'কথাটার মানে কি?' বানান করে বললেন উনি।

'দালালি'

'তাহলে ইংরিজীতে লিখলে ক্ষতিটা কি হয়েছিল? যদি ভাষা জ্ঞান ফলানোই উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তার জায়গা এটা নয়, খেয়াল রেখো।'

'সরি সার।

সুইচটা বন্ধ করে এম আবার পড়তে লাগলেন।

এই আইন জারী হওয়ার ফলে রাতারাতি সমস্ত গণিকালয় বন্ধ হয়ে গেল এবং অশ্লীল বই বিক্রিও নিষিদ্ধ হল। ফলে ল্য শিফ পড়ল মহা আর্থিক দুরবস্থায়। ইউনিয়নের টাকা—সুতরাং সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল যাতে কোনভাবে আইন বাঁচিয়ে এইসব প্রতিষ্ঠান গুলিতে ব্যবসা চালানো যায়। এমনকি গোপনে অশ্লীল ছবি দেখা বার চেষ্টাও সে করল, কিন্তু তাতে খরচে পোষাল না। তখন সে সব কিছু বিক্রি করে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাও হল না। ইতি মধ্যে পুলিশ তার কাজকর্মের সন্ধান পেয়ে পিছনে লাগল এবং কুড়িটিরও বেশি গণিকালয় বন্ধ করে দিল।

অবশ্য পুলিশ তাকে কেবল বেশ্যালয় মালিক হিসাবে জানত। আমরা যখন তার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করলাম তখন দোয়াজিয়েম বুরো পুলিশ বিভাগে তার নামে অন্য যে ফাইলটি রাখা হচ্ছিল সেটির সন্ধান করে বার করে।

সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটার তাৎপর্য উপলব্ধি করে আমরা ও আমাদের ফরাসী বন্ধুরা তৎপর হয়ে উঠি। গত কয়েক মাসে পুলিশের অবিরাম হানা দেওয়ার ফলে কর্ডন জুনের সব কটি শাখা বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে ল্য শিফের লগ্নী করা মূলধনের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যদি খোঁজ নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে ইউনিয়নের যে টাকা ল্য শিফের কাছে গচ্ছিত ছিল তাতে পাঁচ কোটি ফ্র্যাঙ্ক ঘাটতি পড়েছে।

এ বিষয়ে লেনিনগ্রাডের এখনো টনক নড়েনি। তবু মনে হয় স্পর্শ খানিকটা আন্দাজ করেছে। সেটা ল্য শিফের পক্ষে নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যের বিষয়। গত সপ্তাহে ষ্টেশন পি থেকে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে সোভিয়েটদের এই প্রতিহিংসাপরায়ণ সংস্থার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ওয়ারস থেকে পূর্ব বার্লিন হয়ে ট্রসবার্গ যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। দোয়াজিয়েম বুরো থেকে অবশ্য এই খবর সমর্থন করা হয়নি। ট্রাসবর্গের কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে নীরব। সেখানে ল্য শিফের হেড কোয়ার্টারে আমাদের আরো একজন ডাবল এজেন্ট কাজ করছে, তার কাছ থেকেও কোন খবর পাওয়া যায়নি।

ল্য শিফ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে তার পিছনে লেগেছে অথবা তাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে, তাহলে তার আত্মহত্যা অথবা পলায়ন ছাড়া গতি থাকবে না। কিন্তু তার বর্তমান কার্যকলাপ থেকে মনে হয় টাকা উদ্ধারের জন্য মরীয়া হয়ে গেলেও সে জানতে পারেনি যে তার প্রাণের আশংকা। তার এখনকার কার্যকলাপ থেকে আমরা আমাদের পালটা চাল হিসাবে আমাদের কর্মপদ্ধতি স্থির করেছি, সেটা রিপোর্টের শেষে যুক্ত হল যদিও পদ্ধতিটি একটু বিপদজনক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আমরা বিশ্বাস করি এ পথ অবলম্বন করলে কার্যসিদ্ধি হবে।

বিপদে পড়লে অন্য গুণ্ডারা যা করে থাকে, ল্য শিফও সেই পন্থাই বেছে নিয়েছে। সে হৃত টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য জুয়া খেলবে ঠিক করেছে। অন্য যে কোন বেআইনী উপায়, যেমন চোরাই মাদক বা দুষ্প্রাপ্য ওষুধ, পাটিজান, অরিওমাইসিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতির কারবার করলে টাকা এত তাড়াতাড়ি উঠবে না। এমনকি ও যে পরিমাণে বাজি ধরতে ইচ্ছুক তা কোন ঘোড়দৌড়ের মাঠেও সম্ভব না এবং হলেও জিতে গেলে প্রাণহানির সম্ভাবনাই বেশি।

যাই হোক, আমরা খবর পেয়েছি যে ইউনিয়নের তহবিল থেকে শেষ দু কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ফ্র্যাঙ্কও সে তুলে নিয়েছে। ডিয়েপ এর

ঠিক উত্তরে রয়্যাল লেজোতে সে একটা ছোট ভিলা নিয়েছে। ঠিক পনেরো দিন পরে সেখানে যাবে, সাতদিনের জন্য।

সুতরাং অনুমান করা যায় রয়্যাল-এর ক্যাসিনোতে এবার জুয়া-খেলাটা ভালই জমবে। সম্ভবত ইউরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ বাজিতে খেলা হবে এখানে। নানারকম কৌশল করে ইউরোপ ও আমেরিকার বিত্তবান জুয়াড়ীদের এখানে আকর্ষণ করা হচ্ছে, তারা অনেকেই এই গ্রীষ্মে রয়্যালে আসছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ভিক্টোরীয় যুগের বিখ্যাত জুয়ার আড্ডা রয়্যাল, আপাতত যেখানে হাওয়া বদলের জন্য ছাড়া বিশেষ জন-সমাগত হত না, মনে হচ্ছে আবার তার পুর্ব গৌরব ফিরে পেতে চলেছে।

সে যাই হোক না কেন, এই রয়্যালেই এই গ্রীষ্মে, ১৫ই জুনে অথবা তার পর থেকে ল্য শিফ বাকারা খেলে পাঁচ কোটি ফ্র্যাঙ্ক লাভের আশা রাখে। তার মূলধন আড়াই কোটি ফ্র্যাঙ্ক। এটা করতে পারলে তার প্রাণটাও বাঁচে।

আমাদের প্রস্তাবিল কর্মপদ্ধতি:

এই শক্তিশালী সোভিয়েট এজেন্টের অপমান ও ক্ষতি করা শুধু আমাদের দেশের স্বার্থ নয়, উত্তর আতলান্টিক চুক্তিভুক্ত প্রত্যেকটি দেশেরই স্বার্থ। কমিউনিষ্ট ষ্টেট ইউনিয়ন যাদের ব্যয়ভার এর দ্বারাই নির্বাহিত হয় এর ফলে সমস্ত টাকা হারিয়ে সম্মান হানি হবে। এরা গুপ্তচর হিসেবেও কম শক্তি ধরে না। এদের সদস্য সংখ্যা ৫০,০০০ এবং যুদ্ধ বাধলে ফরা ফ্রাঙ্কের উত্তরের একটা বিরাট অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। যাতে এদের একতা ও শক্তি খর্ব হয় সেটা আমাদের প্রত্যেকের দেখা কর্তব্য। ল্য শিফকে যদি জুয়ার টেবিলে হারানো যায় একমাত্র তাহলেই এটা করা সম্ভব। (বিশেষ দ্রষ্টব্য: তাকে হত্যা করে লাভ নেই, কারণ লেনিনগ্রাড তাকে শহীদ বানিয়ে তুলবে এবং টাকার ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যাবে।)

সুতরাং আমাদের প্রস্তাব এই যে সার্ভিসে সবচেয়ে পাকা

জুয়াড়ী যে আছে তাকে যথেষ্ট টাকা দিয়ে এই লোকটিকে হারাবার জন্য নিযুক্ত করা হোক।

ঝুঁকি যথেষ্ট আছে এবং সিক্রেট সার্ভিসের অনেক অর্থব্যয়ও হবে, কিন্তু অতীতে আমরা অনেক কম লাভের আশা যেখানে সেখানেও অনেক বেশি টাকা খরচ করতে দ্বিধা করিনি।

যদি এই কাজে কাউকে না পাঠানোই সিদ্ধান্ত করা হয় তাহলে আমরা আমাদের সংগ্রহ করা সমস্ত তথ্য ও প্রস্তাব হয় দোয়া জিয়েম বুরো অথবা আমেরিকার সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হব। অনুমান করা কঠিন নয় যে তারা এই কাজে সাগ্রহে সম্মত হবে।

স্বাক্ষর ঃ এস

অ্যাপেণ্ডিক্স এ

নাম ঃ ল্য শিফ

ছদ্মনাম ঃ সংখ্যা বা সাইফার এই কথাগুলির বিভিন্ন অর্থবাচক নাম যেমন 'হের জিভার'

পূর্ব ইতিহাস ঃ অজানা।

প্রথম দেখা যায় ১৯৭৫ এর জুন মাসে মার্কিন অধিকৃত জার্মানীর একটি উদ্বাস্তু শিবিরে। স্মৃতিভ্রংশ ও উঠনালীর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত (দুইটিই ভান)। চিকিৎসার ফলে গলার স্বর ফিরে পায় কিন্তু পূর্ব ইতিহাস কিছুতেই স্মরণে আনতে পারে না। কেবল ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে যখন তাকে আলসেস-লোরেন ও ষ্ট্রাসবার্গে পাঠান হয় তখনকার কথা মনে আছে। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির পাসপোর্ট ছিল তার, নম্বর ৩০৪-৬৯৬। তখন থেকে সে ল্য শিফ নাম গ্রহণ করে। কারণ 'আমি পাসপোর্টে একটি সংখ্যা ছাড়া আর কি।' অন্য কোন নাম নেই।

বয়স ঃ প্রায় ৪৫

বর্ণনা ঃ উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। ওজন ১৮ ষ্টোন। অত্যন্ত ফর্সা,

রক্তহীন চেহারা। দাড়ি গোঁফ কামানো। চুল লালচে ব্রাউন। কটা চোখ। মুখের হাঁ ছোট, অনেকটা মেয়েলী। দামী বাঁধানো দাঁত। কান ছোট, লতি বড়, মনে হয় ইহুদীদের রক্ত আছে। হাত ছোট, সযত্ন রক্ষিত, লোম আছে। পা ছোট। জাতিগতভাবে ভূমধ্য-সাগরীয়, প্রাশিয়ান ও পোলরক্তের সংমিশ্রণ। পোশাক পরিচ্ছদে শৌখীন। গায় রঙের ডাব্‌ল ব্রেস্টেড স্যুট পরে। ক্যাপোরাল সিগারেট সর্বদা খায়, নিকোটিন নাশক হোল্‌ডার ব্যবহার করে। মাঝে মাঝেই বেনজেড্রিন শোকে। গলার আওয়াজ নীচু ও মোলায়েম। ইংরাজী ও ফরাসী সমানভাবে বলে। ভাল জার্মান জানে। মার্সাই-এর টান আছে কথায়। হাসে কম। জোরে কখনই হাসে না।

অভ্যাস ঃ দামী দামী বদভ্যাস আছে। স্ত্রীসংসর্গে কখনো অরুচি নেই। গাড়ি ভাল চালায়, দ্রুতগামী গাড়ি। ছোটখাট অস্ত্র চালনায় পারদর্শী—আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছুরি পর্যন্ত। হ্যাট ব্যাণ্ডে, বাঁ দিকের জুতোর সোলে এবং সিগারেট কেসে সর্বদা তিনটি এভারশার্প ব্লেড থাকে। হিসাব ও অঙ্কের জ্ঞান আছে। জুয়া ভাল খেলে। সঙ্গে দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষী থাকে—একজন ফরাসী, একজন জার্মান। (তাদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

উপসংহার ঃ মারাত্মক ও শক্তিশালী সোভিয়েট এজেন্ট। লেনিনগ্রাড সেকশন তিন একে প্যারিস থেকে পরিচালনা করে।

স্বাক্ষর-ঃ আর্কাইভিষ্ট

অ্যাপেণ্ডিক্স বি

বিষয় ঃ স্মার্শ

সংবাদ উৎস ঃ নিজেদের গোপন সংগ্রহ দপ্তর, কিছু তথ্য পাওয়া গেছে দোয়াজিয়েম বুরো ও ওয়াশিংটনের সি, আই, এ থেকে।

দুটি রুশ কথার সমবায়ে স্মার্শ নামের উৎপত্তি। কথা দুটির অর্থ গুপ্তচরদের হত্যা কর।

বেরিয়ার হাতে এই সংস্থার সর্বময় কর্তৃত্বের ভার।

হেডকোয়ার্টার : লেনিনগ্রাড। (মস্কোতেও কেন্দ্র আছে)

সোভিয়েট সিক্রেট সার্ভিসের বিভিন্ন শাখা ও সিক্রেট পুলিশের সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের বিনষ্ট করা এদের কাজ। সোভিয়েট রাশিয়ার সবচেয়ে কুখ্যাত সংস্থা এটি। এর নামে সকলে আতঙ্কে অস্থির হয়। কথিত আছে যে এরা কখনো কোন কাজে বিফল হয় না।

১৯৪০ সালের ২১শে অগষ্ট মেক্সিকোতে ট্রটস্কির হত্যা কাণ্ড এদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। বহু রুশ ব্যক্তিগত ও সংস্থাগত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর স্মার্শ এই কাজে সাফল্য লাভ করে খ্যাতি অর্জন করে।

এর পরে হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করে তখন স্মার্শের নাম আবার শোনা যায়। তখন স্মার্শ দ্রুত প্রসার লাভ করছে। ১৯৪১ সালে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণের সময় বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরদের বিনাশ করার প্রয়োজন হয়—তাই স্মার্শের কর্মক্ষেত্রও বাড়তে থাকে।

যুদ্ধের পর এই সংস্থা থেকে অনেকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে বার করে দেওয়া হয়। এখন মাত্র কয়েক শো ব্যক্তি এতে আছে। প্রত্যেকেই অত্যন্ত কর্মক্ষম। এরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত :

এক নম্বর শাখা : দেশে ও বিদেশে সোভিয়েট গুপ্ত সংবাদ গ্রহণে নিযুক্ত।

দু নম্বর শাখা : হাতে কলমে কাজ, তার মধ্যে হত্যাও আছে।

তিন নম্বর শাখা : পরিচালনা ও অর্থসম্বন্ধীয়।

চার নম্বর শাখা : আইন সংক্রান্ত কাজ, ব্যক্তি নিয়োগ প্রভৃতি।

পাঁচ নম্বর শাখা : বিচার ও শাস্তিদান।

এ পর্যন্ত আমাদের হাতে মাত্র একজন স্মার্শ সদস্য ধরা পড়েছে। তার নাম গয়েটশেভ ওরফে গ্যারাড জোনস। ১৯৪৮ সালে ৭ই অগষ্ট সে হাইড পার্কে যুগোস্লাভ রাষ্ট্রদূতাবাসের মেডিক্যাল

অফিসারকে গুলি করে মারে। তদন্ত চলার সময়ে লোকটি পটাসিয়াম সায়ানাইড দিয়ে তৈরি একটি কোটের বোতাম খেয়ে আত্মহত্যা করে। তার কাছ থেকে কোন সংবাদই আদায় করা যায়নি, কেবল সে যে স্মার্শের সদস্য কেবল এইটুকু ছাড়া। স্মার্শ সম্বন্ধে সে অত্যন্ত অহংকারী ছিল।

নিম্নলিখিত কয়েকজন ব্রিটিশ ডাবল এজেণ্ট স্মার্শের হাতে নিহত হয়েছেন: ডনোভান, হার্থ্রপ-ভেন, এলিজাবেথ ডুমণ্ট, ভেণ্টনর, জেস, সাভারিন। (এদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য) সিদ্ধান্ত: এই শক্তিশালী দল সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা এবং তাদের বিনাশের জন্য আমাদের চেষ্টার যেন ত্রুটি না থাকে।

॥ ৩ জিরো জিরো সেভন ॥

এস বিভাগের প্রধান (যে বিভাগ সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে কাজ করে) নিজেই ফাইলটি নিয়ে উপরের তলায় চললেন। রিজেণ্ট পার্কের সামনে সিক্রেট সার্ভিসের গম্ভীর চেহারার অফিস বাড়ি। উপরের সবুজ দরজা ঠেলে, বারান্দা পার হয়ে তিনি শেষের ঘরটার দিকে চললেন। তাঁর এত উৎসাহের কারণ ল্য শিফকে বিনাশের পরিকল্পনাটি তাঁর একান্ত নিজস্ব।

"M" এর চিফ অফ ষ্টাফের কাছ অবধি গটমটিয়ে এগিয়ে গেলেন হেড অফ এস। চিফ অফ ষ্টাফের বয়স কম। সে ১৯৪৪ সালের একটি নাশকতামূলক কাজে আহত হবার পর থেকে এই কাজে নিযুক্ত আছে। দুটি অভিজ্ঞতাই বেশ করুণ হওয়া সত্ত্বেও চিফ অফ ষ্টাফের মেজাজে ফুর্তির কোন অভাব দেখা যায় না।

'বিল, শোনো, শোনো। "M" কে একটা জিনিস রাজি করাতে চাই। এখন যাওয়া যায় ?'

'যাওয়া যায় ? কি বল পেনি ?' চিফ অফ ষ্টাফ জিগ্যেস করলেন মিস ম্যানিপেনি, "M"-এর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে। দুজনে একই ঘরে বসেন।

মিস ম্যানিপেনিকে দেখে যে কেউ আকৃষ্ট হবে, কিন্তু তাঁর শীতল চোখ দুটি দেখে পিছিয়ে যাবে।

'তা যায়। ফরেন অফিসে আজ জিতে এসেছেন। গত আধ-ঘণ্টায় কেউ আসে নি। সুতরাং—' হেড অফ এস এর দিকে চেয়ে

ম্যানিপেনি মুচকি হাসলেন। লোকটিকে পছন্দ করতেন তিনি। তাছাড়া তাঁর বিভাগটার কথাও ভাবতে হয়।

'তাহলে এই নাও।' কালো ফোল্ডারটা বিলের হাতে গছিয়ে দিলেন হেড অফ এস। ফোল্ডারের উপরে লাল তারা আঁটা। তার অর্থ এটি একান্তই গোপনীয়। 'বেশ উৎসাহী মুখ করে দেবে এটা। আমি এখানে আছি ওঁকে বোলো, যদি কিছু খবর যানতে চান। আর যতক্ষণ উনি পড়ছেন তোমরা দুজন আশা করি ওঁকে গিয়ে বিরক্ত করবে না।'

'ঠিক আছে স্যার।' চিফ অফ ষ্টাফ একটা সুইচ টিপে ইণ্টারকমের দিকে ঝুঁকে বসল।

'কি ব্যাপার?' আবেগহীন গলা।

'আপনার জন্য হেড অফ এস একটা জরুরী ফাইল এনেছেন স্যার।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'নিয়ে এস।'

'চিফ অফ ষ্টাফ সুইচটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন।

'থ্যাঙ্কস্ বিল। আমি পাশের ঘরেই আছি,' বললেন হেড অফ এস।

চিফ অফ ষ্টাফ দুটো দরজা পেরিয়ে "M"-এর ঘরে ঢুকলেন। পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে এলেন। নীল আলো জ্বলে উঠল। অর্থাৎ "M"-কে এখন যেন কেউ বিরক্ত না করে।

কিছুক্ষন পরে হেড অফ এস উল্লসিত হয়ে তাঁর পরের কর্মচারীকে বললেন, 'ঐ শেষের প্যারাগ্রাফটার জন্যে আর একটু হলেই সব কেঁচে গিয়েছিল আর কি। "M" তো রেগেই অস্থির। বললেন এ তো ব্ল্যাকমেল। যাই হোক, মত দিয়েছেন। বললেন পাগলের মতো পরিকল্পনা, তবু যদি ট্রেজারী রাজি থাকে তাহলে এগোনা

যায়। ওঁর মনে হয় ওদের রাজি না হবার কোন কারণ নেই। উনি ওদের বললেন যে এতদিন পর্যন্ত যে সব পলাতক রাশিয়ান কর্নেলেদের পিছনে অনর্থক টাকা ঢালা হচ্ছে তার চেয়ে এটা অনেক ভাল প্ল্যান। রাশিয়ানগুলো এখানে কিছুদিন আমাদের আশ্রয়ে থেকে তারপর ডাবল এজেণ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া "M" ল্য শিফকে ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছেন। ওঁর হাতে নাকি উপযুক্ত লোকও আছে এই কাজের জন্য।'

'কে লোক?'

'ডাবল জিরোদের কেউ, খুব সম্ভব ডাবল 007 ল্য শিফের দেহ-রক্ষীদের কাছে অস্ত্র থাকে, সুতরাং আমাদের লোকটিকে তেমনই হতে হবে, এ নাকি খুব ওস্তাদ। তাছাড়া তাসের জুয়াতেও এর জুড়ি নেই। যুদ্ধের আগে মন্টি কার্লোতে দুমাস ধরে জুয়া খেলে গেছে আর রুমানিয়ান দলদের অদৃশ্য কালি আর কালো চশমার কারবার শেষ অবধি ফাস করেছে। 007 আর দোয়াজিয়েম বুরো মিলে। শেষ অবধি দশ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক লাভ। আজকালকার দিনে মন্দ কি।

"M"-এর সঙ্গে বণ্ডের কথাবার্তা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি।

বণ্ডকে উনি হেড অফ এস-এর রিপোর্টটা পড়তে দিয়েছিলেন। বণ্ড সেটা পড়ে দশ মিনিট জানালা দিয়ে পার্কের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর "M"-এর ঘরে ঢুকল।

'তাহলে?' জিগ্যেস করলেন "M"।

'অনেক ধন্যবাদ স্যার, কাজটা আমাকে দেওয়ার জন্য। কাজটা আমার পছন্দ, তবে জিতব কিনা এখনি বলা যাচ্ছে না। খুব চড়া বাজির খেলা তো—আরম্ভই হবে পাঁচ লক্ষ দিয়ে মনে হয়।'

"M"-এর কঠিন চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল সে। এর কোনটাই "M"-এর অজানা নয়। বাকারা খেলায় হার-জিতের

সম্ভাবনা কিরকম, তাঁর নিজের লোকেদের এবং অপরপক্ষে যারা আছে প্রত্যেকের সম্বন্ধেই সব কিছু জানা তাঁর কাজ। বণ্ড ভাবল এত কথা না বললেও হত।

'হারতে তো ওরাও পারে।' "M" বললেন 'তোমার টাকার অভাব হবে না। আড়াই কোটি, ওর যা আছে, তাই। প্রথমে এক কোটি নিয়ে যাবে, তারপর আরো এক পাঠানো হবে, তুমি ওখানে গিয়ে অবস্থাটা পর্যালোচনা করার পর। আর পঞ্চাশ লক্ষ তুমি নিজেই উপার্জন করতে পারবে।' একটু হাসলেন "M"। 'আসল খেলা আরম্ভ হবার কয়েকদিন আগেই যাও। যাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিউ।—এর সঙ্গে কথা বলে নিও। আর কি লাগে-টাগে ওকে বোলো। টাকা পে-মাষ্টার দিয়ে দেবে। আমি দোয়াজিয়েম বুরোকে বলেছি তোমার কাছাকাছি থাকতে। ওদের এলাকা, যতই বল। বেশি হৈ চৈ না করলেই আমাদের পক্ষে ভাল। ওদের বলব ম্যাথিসকে পাঠাতে। মন্টিকার্লোতে সেবার ক্যাসিনোর ব্যাপারটায় তোমার সঙ্গে ওর ভালই বনিবনা হয়েছিল। অবশ্য ওয়াশিংটনকেও বলতে হচ্ছে—নাটোরও স্বার্থ আছে। ফনটেনব্লোতে সি আই-এর দু একজন ভাল লোক আছে। আচ্ছা আর কিছু?'

বণ্ড মাথা নাড়ল। 'ম্যাথিস থাকলে ভাল হয় স্যার।'

'দেখা যাক। জেতবার চেষ্টা কোরো। তা না হলে আমাদের মাথা হেঁট হবে আর সাবধান। মনে হচ্ছে ছেলেখেলা, কিন্তু মোটেই তা নয়। ল্যা শিফ খেলে ভাল। আচ্ছা তাহলে গুড লাক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার'। বণ্ড দরজার দিকে এগোল।

'শোনো'।

ঘুরে দাঁড়াল বণ্ড।

'আমি তোমার সঙ্গে আরো লোক দিতে চাই। দুটো মাথায় একটা মাথার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে। তাছাড়া তোমার খবর

পাঠাবার জন্য কাউকে দরকার, ভেবে দেখছি আমি। ওরা রয়্যালে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। চিন্তা কোরো না। ভাল লোকই দেব।'

একা কাজ করাই অবশ্য বণ্ডের বেশি মনঃপুত, কিন্তু "M"-এর সঙ্গে তো আর তর্ক করা যায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে ভাবল এখন লোকটা বোকা কিন্তু অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষী না হলেই হয়। আশা করা যায় সে বিশ্বস্তও হবে।

॥ ৪ শত্রু আড়ি পাতছে ॥

দু সপ্তাহ পরে হোটেল সপ্লেনডিডে নিজের ঘরে যখন ঘুম ভাঙ্গল জেমস বণ্ডের তখন এইসব কথা তার মনে পড়ে গেল।

দুদিন আগে সে রয়্যাল লেজোতে এসে পেঁাচেছে। তখন লাঞ্চের সময়। তার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। যখন রেজিষ্টারে সই করল জেমস বণ্ড, পোর্ট মারিয়া, জামাইকা তখনও কেউ তাকিয়ে দেখেনি।

ছদ্ম ভূমিকা গ্রহণের ব্যাপারে "M" খুব একটা কিছু বলেননি। কেবল বললেন 'যখন খেলার টেবিলে ল্য শিফের সঙ্গে টেক্কা দেবার চেষ্টা করবে তখন আরো কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না। তবু সাধারণ লোকের কাছে পরিচয় দেবার জন্য একটা বিশ্বাসযোগ্য ভূমিকা ঠিক করে রেখো।'

জামাইকা সম্বন্ধে মোটামুটি ভালই জ্ঞান ছিল বণ্ডের। তাই সে একজন বিত্তমান জামাইকাবাসী বাগানমালিকের পুত্র হিসাবে নিজের পরিচয় দিল। বাবা তামাক ও চিনির ব্যবসায় যা টাকা করেছেন ছেলে সেটাই ষ্টক মার্কেট আর জুয়ায় ওড়াবে মনস্থ করেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করলে কিংসটনের শ্যাফারির চার্লস দা সিলভাকে তার অ্যাটর্নী বলে দিলেই হবে। বাকিটা দা সিলভা বুঝবে।

দুদিনই বিকেলটা এবং রাত বণ্ড ক্যাসিনোতে কাটিয়েছে।

এইভাবে তিরিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক জেতা ছাড়াও বণ্ড একবার তার তাসের হাতটা ঝালিয়ে নিল, স্নায়ুও শক্ত করার পরীক্ষা হল।

ক্যাসিনোর অবস্থানটা ভাল করে মনে মধ্যে গেঁথে নিল সে। সবচেয়ে বড় কথা এ ক'দিন সে লা শিফকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং খুবই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছে যে লোকটার আন্দাজ যেমন নির্ভুল, তেমনি কপাল ভাল।

সকালের খাবারটি বণ্ডের বেশ মনোমতো হওয়া চাই। ঠাণ্ডা পানীর শাওয়ারে গোসল সেরে জানালার সামনে লেখার টেবিলটিতে বসল সে। বাইরে ঝলমলে দিন। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বণ্ড আধ পাইন্ট ঠাণ্ডা অরেঞ্জ জুস শেষ করল, তারসঙ্গে তিনটে ডিম, বেকন আর চিনি ছাড়া কড়া কফি। তারপর দিনের প্রথম সিগারেটটি তরিবত করে ধরালো—বলকান আর টার্কিশ তামাকের মিশ্রণে তার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি। প্রস্তুতকারক গ্রোফেনর ষ্ট্রিটের মরল্যাণ্ড নামক কোম্পানী। কূলে ছোট ছোট ঢেউ আছড়াচ্ছে। ডিয়েপ থেকে আসা জেলেদের নৌকো সার বেঁধে চলেছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে—জুনের গরমে পানী আর আকাশে চোখ ধাঁধাঁনো আলো, আর তাদের ঠিক পিছনে উঠছে এক ঝাঁক সিন্ধুছিল।

টেলিফোনের শব্দে চমক ভাঙ্গল। কেয়ারটেকার জানাচ্ছে যে বণ্ড প্যারিস থেকে যে রেডিও সেটটা আনতে দিয়েছিল সেটা নিয়ে একজন এসেছেন।

'ওকে পাঠিয়ে দিন।'

দোয়াজিয়েম বুরো অর্থাৎ ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগ দ্বারা নিয়োজিত লোকটির জন্য এই ছদ্ম ভূমিকাই ঠিক করা হয়েছিল। এই লোকটি বণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবে। বণ্ড উৎসুকভাবে দরজার দিকে তাকাল। ম্যাথিস এলেই ভাল।

একটি বড়সড় চৌকো প্যাকেটের চামড়ার হাতল ধরে এক সম্ভ্রান্ত চেহারার ব্যবসায়ী প্রবেশ করলেন। তিনিই ম্যাথিস। বণ্ড উল্লসিত হয়ে অভ্যর্থনা জানাতে গেলে ম্যাথিস ভুরু কুচকে হাতটা তুলে বাধা দিত। তারপর সাবধানে বন্ধ করে দিল দরজা।

'মসিয়ো, আমি এইমাত্র প্যারিস থেকে পৌঁছলাম। এই যে আপনার রেডিও, আপনি যেমন চেয়েছিলেন—পাঁচ ভালভের। ইংলণ্ডে বোধহয় একেই আপনারা সুপারহেট বলেন। এখান থেকে আপনি ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটা রাজধানী ধরতে পারবেন। আশেপাশে চল্লিশ মাইলের মধ্যে কোন পাহাড় নেই।'

'তবে তো ভালই', মুখে বলল বণ্ড। কিন্তু এই রকম রহস্যজনক কথাবার্তায় সে সপ্রশ্নভাবে ভুরুটা কপালে তুলল।

ম্যাথিস সেদিকে নজর দিল না। সে ততক্ষণে মোড়া খুলে রেডিও সেটটা' বার করেছে। ম্যাণ্টলপিসের নীচে ইলেকট্রিক চুল্লী, অবশ্য তখন নেভানো—সেখানেই রেডিওটা রাখল সে।

'সাড়ে এগারোটা। তাহলে রোম থেকে মিডিয়ম ওয়েভে চানসম বন্ধাবদের প্রোগ্রামটা পাওয়া যেতে পারে। ওরা ইউরোপ নানা জায়গায় শো দিচ্ছে। দেখাই যাক পরীক্ষা করে।'

চোখ মটকালো সে। বণ্ড লক্ষ্য করল যে ম্যাথিস ভলিউমটা পুরো করে খুলে দিল। লং ওয়েভের লাল ব্যাণ্ডের আলো জ্বলে উঠল। রেডিওতে অবশ্য কোন শব্দ নেই।

রিডিওটার পিছনে কি খুটখাট করতে লাগল ম্যাথিস। হঠাৎ স্টাটিক নয়েজের ঘড়ঘড় শব্দে ঘর ভরে গেল। ম্যাথিস প্রসন্ন দৃষ্টিতে রেডিওটার দিকে তাকাল খানিকক্ষণ তারপর সুইচ বন্ধ করে দিয়ে কাঁচুমাচু গলায় বললে,

'মাপ করবেন মসিয়ো। ভাল করে টিউন করা ছিল না।' ডায়ালটা ঠিক করে দেবার পর সঙ্গীত ভেসে এল। ম্যাথিস তখন উঠে এসে বণ্ডর পিঠে এক থাপ্পড় মেরে এমন জোরে তার হাত ঝাঁকাল যে বণ্ডের মনে হল আঙুলগুলো গুঁড়ো হয়ে গেল বুঝি।

দাঁত বার করে বণ্ড বলল, 'এসবের মানেটা কি?'

ম্যাথিসেরও ফুর্তির কিছু অভাব দেখা গেল না। 'বন্ধু' তুমি ধরা পড়ে গেছ। ঐ যে ওখান থেকে' ছাদের দিকে ইঙ্গিত করল সে'

'ওখান থেকে এই মুহূর্তে মসিয়ো মুনজ্ এবং তাঁর স্ত্রী বলে যিনি পরিচিত, অসুস্থ হয়ে যিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছেন না—দুজনেরই কানে তালা ধরে গল। আশাকরি বেশ লেগেওছে।'

বণ্ড আশ্চর্য হল দেখে ম্যাথিসের খুশি আর ধরে না।

বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়ে ম্যাথিস একটা কর্পোরালের প্যাকেট নখ দিয়ে ছিঁড়ল। বণ্ড ওর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল।

তার কথা শুনে বণ্ডের কিরকম প্রতিক্রিয়া হয় দেখথিল ম্যাথিস। এবার সে গম্ভীর হয়ে গেল।

'কি করে ওরা জানতে পারল জানি না। নিশ্চয় তুমি আসার কয়েক দিন আগে থেকেই ওরা তোমার খোঁজ রেখেছিল। শত্রু-পক্ষের সমস্ত দলবল এখানে উপস্থিত। তোমার ঠিক উপরে আছে মুনজ দম্পতি। লোকটা জার্মান। স্ত্রী মধ্য ইউরোপ অঞ্চলের সম্ভবত চেক। এই হোটেলের বড়িটা সেকেলে ধরনের। সব বৈদ্যুতিক চুল্লীর পিছনেই চিমনি আছে, যেগুলো এখন আর ব্যবহার হয় না।' চুল্লীর কয়েক ইঞ্চি উপর দেখাল সে, 'এই যে এখানে খুব শক্তি শালী একটা রেডিও পিক-আপ রয়েছে। চিমনির মধ্যে দিয়ে তারটা গেছে ওদের ঘরে মিনজদের বৈদ্যুতিক টুল্লী পর্যন্ত। সেখানে একটা অ্যামপ্লিভায়ার আছে। ওদের ঘরে একটা রেকর্ডার আছে, আর দুটো ইয়ার ফোন—মুনজরা পালাকরে সেটা কানে লাগিয়ে বসে থাকে। সেজন্যেই মাদাম মুনজ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, আর ওঁর সব খাবার ঘরে যায়। আর মসিয়ো মুনজও তাই বাইরের রোদ আর জুয়ার মজা ছেড়ে দিবারাত্র স্ত্রীর পাশে বসে আছেন।

'এগুলো কিছু কিছু আমরা জানতাম। আমরা ফরাসীরা খুব চালাক. জানোই তো বাকিটা আমরা জানলাম তোমার ঘরে ঢুকে। তুমি আসবার ঘণ্টাখানেক আগে আমরা এসে তোমার চুল্লীর প্যানেলটা খুলে ফেলেছিলাম।'

বণ্ড সন্দিগ্ধভাবে প্যানেলটার কাছে গেল। সত্যি তো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁচড়ের দাগ রয়েছে।

'এবারে আর একটু অভিনয় করা যাক।' ম্যাথিস রেডিওটা বন্ধ করে দিল। বাজনা মাঝপথে থেমে গেল। উপরের শ্রোতা দুজনও বঞ্চিত হলেন।

'আপনার পছন্দ হচ্ছে, মসিয়ো? কি পরিষ্কার রিসেপশন, দেখলেন তো? ওরা বাজায় ভালো, কি বলেন? দলটা ভাল।' এই বলে হাতটা নাড়িয়ে সে চোখ নাচাল।

'হুঁ। ভালই বলতে হবে। সবটা শুনতে চাই।' বণ্ড মুচকি হাসল। এই কথা শুনে মুনজরা কিরকম চটে গেল সেই ভেবে মজা লাগল তার। 'যন্ত্রটাও ভাল। ঠিক এইরকম জিনিসই আমি জামাইকা নিয়ে যেতে চাইছিলাম।'

ম্যাথিস মুখ বেঁকিয়ে আবার রেডিওর সুইচ অন করল। রোম থেকে বাজনা ভেসে এল।

'হুঁঃ তোমার জামাইকার কথা আর বোলো না।' ম্যাথিস আবার বিছানার উপর বসে পড়ল।

'যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর ভেবে কি হবে'—বণ্ড বলল।' 'আমি জানতাম ওরা ধরে ফেলবে, তবে এত তাড়াতাড়ি পারবে তা ভাবিনি।' মাথা চুলকোল সে। কি করে ফাঁস হল ব্যাপারটা? রাশিয়ানরা কি ওদের সংকেত ধরে ফেলেছে? তাহলে তো তল্পীতল্পা গুটিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেই হয়। সবই ধরা পড়ে গেল এখন।

তার মনের কথা বুঝতে পেরেইযেন ম্যাথিস বলল, 'না সঙ্কেত বোধহয় ধরতে পারেনি। আমরা অবশ্য লণ্ডনকে বলতেই ওরা সঙ্কেত বদলে ফেলেছে। শুনে যা অবস্থা হল ওদের,' ম্যাথিস একটু হাসল। বন্ধুভাবাপন্ন হলেও দুদেশের সিক্রেট সার্ভিসের মধ্যে একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো থাকবেই। 'আচ্ছা, এখন কাজের কথায় আসা যাক। গানের

দল কোন ফাঁকে ওদের বাজনা থামিয়ে দেবে, আর আমাদের কাজের কথা বলাই বন্ধ হবে না।'

সিগারেটের ধোঁয়া খানিকটা গলধঃকরণ করে সে বলে চলল, 'প্রথম কথা, তোমার সঙ্গে যাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে, তাকে দেখে তুমি খুশি হবে। মেয়েটি খুব সুন্দরী।' এই কথা শুনে বণ্ডের মুখ থমথমে হল। সেই দেখে উৎসাহিত হয়ে ম্যাথিস বলে চলল, 'রীতিমত সুন্দরী বলা চলে। কালো চোখ, কালো চুল, আর ইয়ে, মানে সামনে দিছন দস্তুরমতো। আর রেডিওর কাজে খুব দক্ষ। তাতে অন্যদিক দিয়ে খুব সুবিধে না হলেও আমার পক্ষে চমৎকার। কারণ এই গরমের সময়টা ও সেলসের কাজে আমাকে সাহায্য করে।' মুচকে হাসল সে, 'আমরা দুজনেই হোটেলে আছি। সুতরাং হঠাৎ যদি রেডিও খারাপ-টারাপ হয়ে যায় তাহলে ওকে ডাকলেই পাওয়া যাবে। সব নতুন যন্ত্রই প্রথমটা ধাতস্থ হতে সময় নেয়, বিশেষ করে ফরাসী যন্ত্রগুলো তো রাত্রিবেলা বেশি রকম বিগড়ে যায়।' আবার চোখ মটকালো সে।

বণ্ডের গা জ্বলে গেল। বিরক্ত হয়ে সে বলল, একটা মেয়েকে পাঠাবার কি দরকার ছিল ওদের। এটা কি পিকনিক পেয়েছে?'

'ধীরে বন্ধু ধীরে। অত উতলা হলে কি চলে? তোমার মতোই কাজ পাগলা সেও। আর বরফের মতো নিস্তেজ। ফরাসী যা বলে কে বলবে এদেশের লোক নয় আর কাজকর্মে খুব পটু। ওর ভূমিকাটার কথা ভাব। তুমি একজন লক্ষপতি লোক—' সম্ভ্রম সহকারে গলা খাঁকারি দিল ম্যাথিস। 'জামাইকার লোক, বুঝলে না রক্ত গরম, সুতরাং তুমি যদি বান্ধবীহীন হয়ে একা একা কাটাও সেটাই বা কেমন দেখায়?'

বণ্ড তবু খুব একটা খুশী হতে পারল না। 'যাক আর কি খবর আছে বল?'

'বেশি কিছু না লা শিফ ভিলাতে অধিষ্ঠান হয়েছে। উপকূলের

রাস্তা দিয়ে গেলে এখান থেকে মাইল দশেক। সঙ্গে রক্ষী দুটো আছে। শক্ত-সমর্থ চেহারা। তাদের মধ্যে একজন একটা বাড়িতে গিয়েছিল সেখানে তিনটি রহস্যজনক লোক দুদিন আগে এসে ঢুকেছে। মানুষ না বলে তাদের বোধহয় জন্তু বলাই ঠিক হবে। ওরা সব একই দল। অবশ্য কাগজপত্র সব ঠিকই আছে। রাষ্ট্রহীন চেক বলে মনে হয় যদিও আমাদের খবর যে ওদের মধ্যে একজন বুলগেরিয়ান ভাষা বলে। এরকম লোক এদিকে বেশি দেখা যায় না। টাকা আর যুগোস্লাভদের বিরুদ্ধেই এদের লাগান হয় সাধারণতঃ। বোকা লোকগুলো, তবে খুব প্রভুভক্ত। রাশিয়ানরা ওদের দিয়ে সহজ সহজ খুন-জখমের কাজগুলো করায়, অনেক সময় একটু গোলমেলে কেসেও ওদের শিখণ্ডী হিসেবে খাড়া করা হয়।

'শুনে আনন্দিত হলাম। যেমন আমার কেস আর কি। আচ্ছা —আরকি ?'

'আর কিছু নেই। তুমি লাঞ্চের আগে হার্মিটেজের বারে এসো। আমি মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। ওকে রাতে খেতে নেমন্তন্ন কোরো। তারপর তোমার সঙ্গে ও ক্যাসিনোতে গেলে সেটা অস্বাভাবিক কিছু হবে না। আমিও থাকব, তবে একটু আড়ালে। আমার দু-চার জন লোক থাকবে ওখানে, ভাল লোক। আর ভাল কথা, লিটার বলে একটা আমেরিকানও আছে হোটেলে। ফেলিক্স লিটার বলে। সি-আই-এর লোক ফনটেনব্লো থেকে এসেছে। লণ্ডন থেকে আমাকে বলা হয়েছিল তোমাকে এই খবরটা দিতে। দেখে-শুনে মনে হয় কাজে দেবে।'

রেডিও থেকে হঠাৎ ইতালিয়ান ভাষায় কথার তুবড়ি ছুটতে লাগল। ম্যাথিস বন্ধ করে দিল সেটটা। তারপর রেডিওটা সম্বন্ধে এবং কিভাবে দামটা দেওয়া হবে এই বিষয়ে দুজনে কিছু কথাবার্তা হল। চোখ মটকে বিদায় জানিয়ে ম্যাথিস চলে গেল।

জানলার ধারে বসে বণ্ড সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখতে লাগল। ম্যাথিসের কাছে যা যা শোনা গেল কোনটাই বিশেষ আশাপ্রদ নয়। সে ধরা পড়ে গেছে। সমস্ত সময় অপর পক্ষ তাকে চোখে চোখে রেখেছে। হয়ত ল্য শিফের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগেই তাকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা হতে পারে; রাশিয়ানরা খুন করতে দ্বিধা করে না। তারপর বোঝার উপর শাকের আঁটি ঐ মেয়েটা। মেয়েরা সময় কাটাবার পক্ষে ভাল; কিন্তু কাজে সময় মান অভিমান আর প্রণয়ের ঠেলা সামলাতে কাজের দফা শেষ। সামলে চলতে হয় ওদের।

যতসব। বললে বণ্ড, তারপর মনে পড়ে গেল উপর তলায় মুনজদের কথা তাই একটু চেঁচিয়ে যতসব ঝামেলা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

॥ ৫ হেডকোয়ার্টার থেকে আসা মেয়েটি ॥

হোটেল থেকে বণ্ড যখন বেরোল তখন ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজছে। বাতাসে পাইন আর মিমোসার মিষ্টি গন্ধ। ওদিকে ক্যাসিনোর সাজানো বাগান আর সুরকি বেছানো রাস্তাগুলো জ্যামিতিক নক্সার আকারে সাজানো—সব মিলিয়ে যেন ব্যালে নাচের আসরের ঢিমে তালের প্রস্তুতি চলেছে। কে বলবে যে এখানে শীঘ্রই এক নাটকীয় ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে!

চমৎকার রোদ উঠেছে। মনে হয় এই ছোট্ট শহরটির সুদিন আসছে। রয়্যাল লেজোর জীবনে অনেক উত্থান-পতন গেছে। অনেক দিন পরে আবার প্রাণপণে নতুন যুগে ফিরে আসার চেষ্টা করছে রয়্যাল।

সোম নদীর ধারের এই ছোট্ট শহরটির ভাগ্য অনেকটা ক্রুভিলের সঙ্গে তুলনীয়। দক্ষিণ পিকার্ডির সমতলে অবস্থিত রয়্যাল—পিছনেই ব্রিটানীর পাহাড় লা হাভ অবধি চলে গেছে।

রয়্যাল প্রথমে জেলেদের গ্রাম ছিল। তখনো লেজো কথাটি (অর্থ—পানি) যুক্ত হয়নি। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে হঠাৎ স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে রয়্যাল খুব নাম করে ওঠে—প্রায় রাতরাতি বলা যায়। ক্রুভিলেও এইরকমই হয়েছিল। পরে দোভিলের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ক্রুভিলের পতন হয়, তেমনি রয়্যালেরও চমকপ্রদ উত্থানের পরেই পতন, এবং এই পতনের মূলে ছিল ল্যুটুকের উন্নতি।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যখন সমুদ্রতীরের এই ছোট্ট শহরটির অবস্থা বেশ শোচনীয় তখন হঠাৎ রয়্যাল গ্রামের পিছনের

পাহাড়ে ঝর্নার পানীতে দ্রবীভূত সালফার পাওয়া গেল। যতটা পরিমাণে সালফার পাওয়া গেল তা লিভারের পক্ষে ভাল। ফ্রান্সে প্রায় সকলেই লিভার ঘটিত অসুখে ভুগে থাকে। তাছাড়া তখন বেড়ানো ছাড়াও অন্য কারণে স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়াটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সুতরাং কেবলমাত্র রয়্যাল এখন রয়্যাল লেজো নাম গ্রহণ করে বিখ্যাত হয়ে উঠল। হোটেলে, রেষ্টুরেণ্ট বারের কাউণ্টারে শোভা পেতে লাগল টর্পেডো আকারের বোতলে রয়্যালের স্বাস্থ্যকর পানী।

কিন্তু ভিকি, পেরিয়ার প্রভৃতি কোম্পানীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রয়্যালের পানী বেশিদিন বাজারে থাকতে পেল না। অনেক-গুলো মামলা হল, ফলে বহু লোক ক্ষতিগ্রস্থ হল এবং শহরের কাছাকাছি জায়গা ছাড়া এই পানী বিক্রি আইন করে বন্ধ হয়ে গেল। রয়্যাল আবার আর্থিক দুর্দশায় পড়ল। গরমের সময় যে সব ফরাসী আর ইংরাজ পর্যাটকরা আসত তারাই একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়াল। এছাড়া শীতে ছিল মাছ ধরার ব্যবসা। আর অন্য সময় লা টুকের ক্যাসিনো থেকে উদ্‌বৃত্ত কিছু ভিড় এখানকার ক্যাসিনোতে হাজির হত। এইভাবে চলছিল।

কিন্তু রয়্যালের ক্যাসিনোর স্থাপত্য ভিক্টোরীয় যুগের, অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। ১৯৫০ সালে হঠাৎ প্যারিসের এক সিণ্ডিকেটের রয়্যালের ক্যাসিনোটির উপর নজর পড়ে।

যুদ্ধের পর ব্রাইটন আর নীসের বারত খুলে গেছে। অতীত গৌরবের স্মৃতিজড়িত জায়গাই বা কেন অর্থকরী করে তোলা যাবে না।

আগেকার মতো সাদা আর সোনালি রং করা হল বাড়িটিকে। ঘরের আসবাবের রং ফিকে, তাতে মদের মতো লাল কার্পেট আর পর্দা। বিরাট বিরাট ঝাড়লণ্ঠন ঝোলানো হল। বাগানে কাঁচি

পড়ল। আবার ফোয়ারাগুলো খুলে দেওয়া হল। হার্মিটেজ আর সপ্লেনডিড হোটেল দুইটির সাজসজ্জা করা হল।

ছোট শহরটিও যতদূর সম্ভব সেজে-গুজে অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে তৈরি হয়ে বসল। বড়রাস্তাটিতে প্যারিসের ধনরত্ন ব্যবসায়ীরা ঝলমলে সওদা সাজিয়ে বসলেন। তাঁদের ঐ সময়টার জন্য বিনা ভাড়ায় দোকান দেওয়া হল।

মহম্মদ আলি সিণ্ডিকেটকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসা হল ক্যাসিনোতে। তারা জুয়া আরম্ভ করল। রয়্যালের সমুদ্র স্নান সমিতি মনে করলেন যাক তাহলে ল্য টুকে থেকে কিছু খদ্দের এখানে ভাঙিয়ে আনা যাবে। ওরা তো এখান থেকেই অনেককিছু পেয়েছে।

এই হল তার কাজের পটভূমিকা। বণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে এই ইতিহাস স্মরণ করছিল। এই সব জাঁকজমকের মধ্যে একটা গুপ্ত চক্রান্তে লিপ্ত আছে সে—ভাবতেই কেমন বেমানান লাগছিল। এবং অন্যদের পক্ষে অপমানজনকও বটে।

যাক গে, এসব অস্বস্তিকর চিন্তা মন থেকে দূর হোক। বণ্ড হোটেলের পিছনে গ্যারাজের দিকে চলল। হার্মিটেজে যাওয়ার আগে একটু ল্য শিফের ভিলাটা দেখে এলে মন্দ হয় না। উপকূলের রাস্তা দিয়ে চট করে চলে যাবে, তারপর জাতীয় সড়ক পর্যন্ত ভেতরের রাস্তা দিয়ে ফেরা যাবে।

গাড়িটটি ছিল বণ্ডের একমাত্র বিলাস। সাড়ে চার লিটার বেন্টলে। শেষ মডেল। ১৯৩৩ সালে প্রায় নতুন অবস্থায় কেনা, যুদ্ধের সময় গাড়িটা রাখা ছিল। প্রত্যেক বছর ভাল করে সার্ভিস করা হচ্ছে। লণ্ডনে বণ্ডের ফ্লাটের কাছেই এক মেকানিক আছে, সে আগে বেন্টলে মেরামত করত, সেই লোকটি পরম স্নেহে গাড়িটির পরিচর্যা করে। গাড়িটা চালিয়ে বণ্ড বড় সুখ পেত। জোরে চালাত, গাড়িটা ঘণ্টায় নব্বই মাইল অনায়াসে তুলতে পারে—এমনকি একশো কুড়ি অবধি তোলা যায়।

গাড়িটা বার করে আনল বণ্ড। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছে ঢাকা বড় রাস্তা দিয়ে তার দু-ইঞ্চি একজস্ট পাইপের ভট-ভট শব্দ, ক্রমে বালিয়াড়ি পেরিয়ে দক্ষিণের দিকে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে সে ঢুকল হার্মিটেজ হোটেলের বার.এ। চওড়া জানলার কাছে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসল।

ফরাসী কায়দায় অত্যন্ত বিলাসবহুলভাবে সাজানো ঘর। মেহগনি, চামড়া আর চকচকে পেতলের ছড়াছড়ি। পর্দা ও কার্পেট নীল রঙের। ওয়েটাররা পরেছে ডোরাকাটা ওয়েষ্টকোট আর সবুজ অ্যাপ্রন। একটা পানীয় অর্ডার দিয়ে বণ্ড উপস্থিত লোকজনদের লক্ষ্য করতে লাগল। অতিরিক্ত সেজেছে সকলে। মনে হয় অধিকাংশই এসেছে প্যারিস থেকে। চনমনে কথাবার্তা, সব মিলিয়ে বেশ প্রাণোচ্ছল, অনেকটা নাটকীয় আবহাওয়া।

পুরুষরা কোয়ার্টার বোতল শ্যামপেন একটার পর একটা খেয়েই চলেছে, মেয়েরা খাচ্ছে মার্টিনি।

পাশের টেবিলে ছটফটে গোছের একটি মেয়ে তার সঙ্গীকে বলছে, 'আমার ড্রাই ভাল লাগে।' তার সঙ্গীর চোখ অতিরিক্ত মদ্যপানে ছলছলে, টুইডের সুট পরে অত্যধিক ছিমছাম দেখাবার চেষ্টা করছে সে। হাতে খুব দামী শিকারের ছড়ি, মনে হয় হার্মেস থেকে কেনা।

'যা বলেছ ডেজি, তবে কিনা এক টুকরো নেবু—'

ততক্ষণে বণ্ড বাইরে দেখতে পেয়েছে ম্যাথিসকে। দীর্ঘদেহ ম্যাথিস সঙ্গে ধুসর পোষাকে কালো চুল একটি মেয়ে। যদিও তারা পরস্পর হাত ধরে আছে তবু তাদের দেখে খুব অন্তরঙ্গ বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েটির মুখ পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে, অল্প বিদ্রূপের আভাস সেই মুখে। ওরা ভেতরে এল। বণ্ড ওদের দেখতে পেলেও অভিনয় বজায় রাখবার জন্য জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

'আরে মসিয়ো বণ্ড না?' ম্যাথিসের গলা উচ্ছসিত, আশ্চর্য ৮

বণ্ড যেন ভয়ানক অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। আপনি একা নাকি? কারো অপেক্ষা করছেন? আসুন, আলাপ করিয়ে দিই—মাদমোয়াসেল লিণ্ড। আমার সহকর্মী। এই যে এঁর সঙ্গে আজ সকালে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ইনি জামাইকা থেকে এসেছেন।

বণ্ড ভদ্রতা করে বলল, 'আমার কি সৌভাগ্য। আমি একাই আছি। আপনারা আসুন।' চেয়ার টেনে ধরল সে। ওরা বসল। ম্যাথিসের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সে দুজনের জন্য ড্রিংক অর্ডার দিল।

আবহাওয়া নিয়ে হালকা কথাবার্তা বলতে লাগল বণ্ড আর ম্যাথিস। রয়্যাল লেজোর অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধেও আলোচনা হল। মেয়েটি চুপচাপ বসে রইল। বণ্ডের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে, সেটা বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে ধরাল সে। লম্বা টান নিয়ে নাক মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। অত্যন্ত সহজ, সাবলীল হাবভাব।

মেয়েটির উপস্থিতি বেশ ভালভাবেই অনুভব করছিল বণ্ড। মাঝে মাঝেই সে কথাবার্তায় তাকে টানবার চেষ্টা করছিল, যদিও আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল এক একবার তাকিয়ে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি করা।

মেয়েটির কালো চুল ছোট করে ছাঁটা, ঠিক চোয়ালের নিচে মুখটা বেষ্টন করে ঘাড়ের উপর পড়েছে। প্রতিবার মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারি চুলের গোছা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটি বার বার চুল ঠিক করার কোন চেষ্টাই করছিল না। গভীর নীল চোখে সোজা তাকাচ্ছিল সে, বণ্ডের মনে হল একটু যেন কৌতুক আছে সে চাউনিতে, দেখে কি জানি কেন তার রাগ হল, মনে হল ঐ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি এক ধাক্কায় চুরমার করে দেয়। ফর্সা রং, সামান্য রোদে পোড়া বাদামী ভাব। মুখে প্রসাধনের কোন চিহ্ন নেই কেবল ঠোঁটে লিপস্টিক। চওড়া, পুষ্ট ঠোঁট। নখে রঙ

সেই ছোট করে কাটা নখ। হাত দুটি খালি। সব মিলিয়ে, ঐ নগ্ন হাত, ছোট করে ছাঁটা নখে একটা প্রশান্তির ভাব ছিল। গলায় অতি সাধারণ সোনার চেন, ডান হাতের চতুর্থ আঙুলের চওড়া পোখরাজের আংটি। ধুসর রঙের পোশাক, খুব বেঁটেও না, খুব লম্বাও না, চৌকো গলা ব্লাউসটা বেশ এঁটে বসেছে, ফলে বুকের গঠন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কোমর সরু হলেও রোগা বলা চলে না। সরু প্লিটের স্কার্ট, হাতে বোনা ইঞ্চি তিনেক চওড়া বেল্ট। পাশের চেয়ারে রাখা একটি হাতে বোনা কালো শাল আর চওড়া ষ্ট্র হ্যাট, হাতে কালো মখমলের ফিতে বাঁধা। চৌকো ডগা, কালো চামড়ার জুতো।

মেয়েটির রূপে বণ্ড উত্তেজনা বোধ করছিল, আবার তার শান্ত ভাব দেখে কৌতূহলও হচ্ছিল কম না। এর সঙ্গে কাজ করতে হবে ভেবে উৎসাহিত হল সে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অজানা অস্বস্তি তার মনকে আচ্ছন্ন করছিল। কিছু না ভেবেই সে কাধে হাত দিল, যাতে অমঙ্গল না স্পর্শ করে।

ম্যাথিস বণ্ডের আনমনা ভাব লক্ষ্য করছিল। একটু পরে সে উঠে পড়ল।

'কিছু মনে কোরো না' মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল সে, আমি একটু ডুবারনেসকে ফোন করে আজ রাত্রের ডিনারের ব্যবস্থাটা করে ফেলি। তোমাকে সন্ধ্যেবেলা নিজে নিজে কাটাতে হচ্ছে, ঠিক আছে?'

মেয়েটি মাথা হেলালো।

ম্যাথিস ফোন করতে চলে গেল, তাদের সুযোগ দেওয়াই তার উদ্দেশ্য এটা বুঝতে পেরে বণ্ড বলল, 'আজ সন্ধেয় আপনি যদি একা তাহলে আমার সঙ্গে ডিনার খেতে আপত্তি হবে কি?'

এতক্ষণে হাসল মেয়েটি, অর্থপূর্ণ হাসি। তারা যে একজোট

হয়ে কাজ করতে চলেছে তার একটু আভাস পাওয়া গেল। 'না, আপত্তি কেন। তার পরে আপনি কি আমাকে ক্যাসিনোতে নিয়ে যাবেন? মসিয়ো ম্যাথিস বলছিলেন আপনি ওখানে খুব যান। হয়ত আমি গেলে লাক খুলে যাবে—'

ম্যাথিস উঠে যাবার পর মেয়েটির ব্যবহারে বেশ পরিবর্তন দেখা গেল। একসঙ্গে কাজ করতে গেলে যেভাবে আলোচনা করতে হয় সেইভাবেই পরস্পর মিলিত হবার জন্য স্থান কাল ঠিক করল তারা। তাহলে মনে হয়, এর সঙ্গে কাজের অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যবস্থা নিয়েও বেশ সহজে কথা বলা যাবে। বোঝা যাচ্ছে মেয়েটিও এইভাবে কাজ করতে বেশ ইচ্ছুক। বণ্ডের ভয় ছিল এর কাছাকাছি পৌঁছতে হয়ত অনেক বাধা অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু এখন দেখল কোন ভণিতা না করে সোজা কাজের কথায় চলে আসা গেল। মেয়ে হিসেবে এর প্রতি তার দুরকম মনোভাব। যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ অন্য কোন চিন্তা নয়, কিন্তু তার পরে এর নিকটতর সান্নিধ্যে সে অবশ্যই আসতে চাইবে।

ম্যাথিস ফিরে এল। বণ্ড বিলটা চাইল। হোটেলে ফিরতে হবে, কারণ কয়েকজন বন্ধু লাঞ্চ খেতে আসছেন—এই অজুহাত দেখাল সে। মেয়েটির সঙ্গে করমর্দন করার সময় মনে হল দুজনের মধ্যে বেশ একটা পারস্পরিক বোঝাবুঝির সূচনা হয়েছে। আধ ঘণ্টা আগেও মনে হয়নি এটা সম্ভব বলে।

বণ্ডের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

ম্যাথিস চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে নিচু গলায় বললে, 'ও আমার বিশেষ বন্ধু। তোমাদের আলাপ করিয়ে দিয়ে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে এরই মধ্যে বরফ গলতে আরম্ভ করেছে।' একটু হাসল সে। 'বণ্ড সহজে গলে না। এ পর্যন্ত কেউ পারেনি। মনে হচ্ছে ওর পক্ষে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে—তোমার

পক্ষেও।'

মেয়েটি এই কথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলল, 'চমৎকার চেহারা। ওকে দেখে আমার হোগি কারমাইকেলের কথা মনে পড়ে যাচেছ—কিন্তু এর মধ্যে একটা নির্মম—'

কথাটা শেষ হল না। ওদের থেকে কয়েক হাতের মধ্যে বিরাট প্লেট গ্লাসের জানলা ঝনঝন করে গুঁড়ো হয়ে গেল। খুব কাছেই এমন জোরে একটা বিস্ফোরণ হল যে তার ধাক্কায় ওরা চেয়ারের সঙ্গে ঠুকে গেল। এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ। তারপর বাইরে ফুটপাথের কি সব ভেঙে পড়ার শব্দ। বারের তাক থেকে বোতল উল্টে গেল, চীৎকার, আর্তনাদ, ছুটোছুটি।

'তুমি এখানেই থাকো' বলেই ম্যাথিস এক ঝটকায় চেয়ারটা সরিয়ে দিয়ে ভাঙ্গা জানলার ফাঁক দিয়ে লাফ মারল বাইরে।

॥ ৬ হ্যাট পরা লোক দুটো ॥

বার থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল বণ্ড, ইচ্ছে করেই যাচ্ছিল সে। রাস্তার দু-পাশে গাছ, কয়েক শো গজ দূরে হোটেল। বেশ খিদে খিদে পাচ্ছিল।

রোদ ঝলমলে দিন। সূর্য অনেকটা উপরে উঠেছে, তাপ বেড়েছে। ফুটপাথ আর রাস্তার মধ্যে ঘাসজমি—তাতে কুড়ি ফুট দূরে দূরে গাছগুলো মনোরম ছায়া বিস্তার করেছে।

বাইরে লোকজন বেশি দেখা যাচ্ছে না। তারই মধ্যে গাছতলায় দুটো লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কেমন বিসদৃশ লাগছিল তাদের।

হোটেল স্প্লেনডিডের প্রবেশ পথ থেকে প্রায় একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে লোক দুটো। বণ্ডের সঙ্গে যখন তাদের দূরত্ব প্রায় এক-শো গজ তখন বণ্ড নজর করল তাদের।

বেঁটে চেহারা। গাঢ় রঙের গরম সুট পরা। দেখে অস্বস্তি হয়। একনজর দেখলে মনে হবে এরা থিয়েটর যাবার জন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। চওড়া ষ্ট্র হ্যাট পরেছে দুজনেই, তাতে মুখের অনেকটাই ঢাকা পড়েছে। তাছাড়া গাছের ছায়াও তাদের মুখ আড়াল করেছে। টুপীতে কালো ফিতে—গম্ভীর পোশাকের মধ্যে ঐটুকুই যা হালকা ছাপ, সম্ভবত রয়্যালের ছুটির আবহাওয়ার প্রতি সম্মানবশত পরা। আরো আশ্চর্য ব্যাপার দুজনেরই কাঁধে দুটি রঙিন চৌকা ক্যামেরা কেস ঝুলছে। একটি উজ্জ্বল লাল, অন্যটি উজ্জ্বল নীল।

এইসব নজর করতে করতে বণ্ড তাদের প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। সে ভাবছিল নানারকম অস্ত্রের কথা, কোন্‌টার

পাল্লা কতদূর, কোন্‌টা থেকে আত্মরক্ষার কি উপায়—এমন সময় এক মারাত্মক কাণ্ড ঘটে গেল।

লাল কেস ঝোলানো লোকটা নীলের দিকে তাকিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করল। চক্ষের নিমেষে নীল লোকটা ক্যামেরাটা নমিয়ে ফেলল, তারপর কি করল সেটা বণ্ড ভাল করে দেখতে পেল না কারণ ততক্ষণে সে একটা গাছের পিছনে এসে গেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড আলোর ঝিলিক, সঙ্গে সঙ্গে বিকট বোমা ফাটার শব্দ, কানে তালা ধরে যায়। গাছের আড়াল থাকা সত্ত্বেও বণ্ড বাতাসের এক ঝটকায় একেবারে চিৎপাত। তার গালে আর পেটে এমন জোরে বাতাসের হলকা লাগল যেন মনে হল সে কাগজের তৈরি। চিৎ হয়ে পড়ে রইল সে, কানে আসতে লাগল প্রতিধ্বনির গুম গুম শব্দ, যেন পয়ানোর তলার দিকের চাবিগুলোতে কেউ হাতুড়ি পিটোচ্ছে।

অর্ধসচেতনভাবে কোনমতে একটা হাঁটুতে ভরদিয়ে ওঠার চেষ্টা করল সে। তার চারপাশে তখন বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে সুরকি, গাছের ডাল, রক্তমাখা জামাকাপড়ের ফালি আর মনুষ্যদেহের ছিন্নভিন্ন অংশ। তারপর পাতা আর ডালপালার বৃষ্টি। চারদিকে থেকে কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ। আকাশে কালো মেঘের কুণ্ডলী ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠে আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। বণ্ড বেহুঁশের মতো তাকিয়ে ছিল সেই দিকে। বারুদের বিকট গন্ধ, পোড়া কাঠ আর পোড়া মাংসের বিশ্রী গন্ধ বাতাসে। রাস্তায় প্রায় পঞ্চাশ গজ জুড়ে সমস্ত গাছ পুড়ে গেছে, একটিতেও পাতা নেই। দুটো একেবারে উপড়ে রাস্তার উপরে পড়েছে। মাঝখানের গর্ত থেকে ধোয়া বেরোচ্ছে। হ্যাট পরা লোক দুটোর কোন চিহ্নই নেই। তবে লাল রঙের কিছু টুকরো রাস্তায়, গাছের গুঁড়িতে আরউঁচু ডালে লেগে আছে।

বমি করতে আরম্ভ করল বণ্ড।

উঠে কোনমতে গাছটা ধরে দাঁড়িয়েছে সে এমন সময় ম্যাথিস তার কাছে পৌঁছল। এই গাছটার জন্যই বণ্ডের প্রাণ বেঁচে গেল।

আহত না হলেও কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল সে। ম্যাথিস তাকে ধরে ধরে হোটেল সপ্লেনডিডের দিকে নিয়ে চলল। সেখান থেকে মহা কলরব করতে করতে সবাই বেরিয়ে আসছে। ভীড় ঠেলে ওরা বণ্ডের ঘরের দিকে চলে গেল। ততক্ষণে পুলিশের গাড়ি আর অ্যামবুলেন্সের ঢং ঢং শব্দ—এগিয়ে আসছে।

বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকেই ম্যাথিস প্রথমে রেডিওটা চালিয়ে দিল। বণ্ড রক্তমাখা জামাকাপড় ছাড়তে লাগল, ম্যাথিস তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল।

লোক দুটোর চেহারা বর্ণনা করার সময় ম্যাথিস টেলিফোনটা এক ঝটকায় হুক থেকে খুলে নিল।

'আর পুলিশকে বোলো যে জামাইকা থেকে আগত যে ইংরেজ ভদ্রলোকটি ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে ওরা যেন মাথা না ঘামায়, তাঁর কিছু হয়নি। পুলিশ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। আধ-ঘণ্টা বাদে আমি ওদের সব বুঝিয়ে বলছি। ওরা প্যারিসকে বলবে ব্যাপারটা হয়েছিল দুজন বুলগেরিয়ান কমিউনিষ্টের মধ্যে। প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা। একজন অন্যকে বোমা মেরে খতম করেছে। তৃতীয় বুলগেরিয়ানটি সম্বন্ধে আপতত কিছু না বললেও চলবে। সে আশেপাশে কোথাও ঘুর-ঘুর করছে। কিন্তু তাকে ধরতে হবে। লোকটা নিশ্চয় প্যারিস পালাবার চেষ্টা করবে। সমস্ত রাস্তায় যেন লোক থাকে। বুঝেছ?'

ম্যাথিস এবার বণ্ডের দিকে ফিরে পুরো ঘটনাটা শুনল।

'খুব জোর বেঁচে গেছ যাহোক। তোমাকে লক্ষ্য করেই বোমটা ছোঁড়া হয়েছিল। ছুঁড়েই গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে এই রকম ঠিক ছিল বোধহয়। একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। যাই হোক আসল ঘটনা বার করে ফেলতে আমাদের দেরি হবে না।'

একটু থামল ম্যাথিস। 'কিন্তু তোমাকে ওরা এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে এটাই যেন কেমন লাগছে।' ম্যাথিসের মুখ দেখে মনে হল এই ঘটনায় সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছে। 'কিন্তু বুলগেরিয়ান দুটো পাল্টাল কি করে? আর ঐ লাল বাক্স আর নীল বাক্সেরই বা অর্থ কি? লাল বাক্সের টুকরো একটা দেখতে হবে।

নখ কামড়াল ম্যাথিস। উত্তেজনায় চোখ চকচক করছিল তার। ব্যাপারটা বেশ জমে আসছে। বণ্ডের ধামাধরা হয়ে থাকার চেয়ে অনেক বেশি কাজ সামনে। সেও ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়ছে। এই ভাল। বণ্ড আর ল্য শিফ্রের ব্যক্তিগত যুদ্ধ না হয়ে সেও যে এর মধ্যেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত তাতেই ম্যাথিস বেশ চনমনে বোধ করল।

'এবার একটু ড্রিংক, তারপর খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম কর। হুকুম করল সে। 'আমি যাই, পুলিশ সমস্ত ব্যাপারটা ভণ্ডুল করার আগেই আমাকে নাক গলাতে হবে।'

রেডিওটা বন্ধ করে হাত নেড়ে বিদায় নিল সে। দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হলো। তারপরেই ঘর নিস্তব্ধ। জানলার ধারে খানিক-ক্ষণ চুপ করে বসে রইল বণ্ড। সে বেঁচে আছে—এইটাই সর্বশরীর দিয়ে উপভোগ করছিল।

ওয়েটার খাবার দিয়ে গেল, হুইস্কিটা শেষ করে সবে খাবারের দিকে মন দিয়েছে এমন সময় টেলিফোন বাজল।

'আমি মাদমোয়াজেল লিণ্ড বলছি'। নিচু গলা, একটু উদ্বিগ্ন। 'আপনার কিছু হয়নি তো।'

'না, না। কিছু হয়নি।'

'যাক বাবা। সাবধানে থাকবেন।' ফোনটা রেখে দিল সে।

বণ্ড গা ঝাড়া দিয়ে বসল, তারপর ছুরি তুলে খুব মোটা এক স্লাইসরুটি তুলল।

হঠাৎ তার মনে হল দুটো মরেছে, এখনো আর একটা বাকি। মন্দ কি।

ষ্ট্রাসবার্গের পোর্সেলিনের পাত্রের পাশে গরম পানির গ্লাস। তাতে ছুরিটা ডোবাল খণ্ড। ওয়েটরকে আজকের খাবারের জন্য মোটা রকম বকশিস্ দিতে হবে।

॥ ৭ লাল—কালো ॥

হয়ত সারারাত জুয়া চলবে। সেজন্য ভালভাবে তৈরি হওয়া দরকার, মনের প্রস্তুতি চাই। তিনটের সময় বণ্ড একজন ম্যাসিওরকে আসতে বলেছিল। খাওয়ার পর বাসনপত্র সরানো হয়ে গেল। বণ্ড ঐখানেই বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দরজায় টোকা পড়ল। ম্যাসিওর পৌঁছে গেছে। লোকটি সুইডিশ।

আস্তে আস্তে সে পা থেকে ঘাড় অবধি টিপে দিতে লাগল। সমস্ত স্নায়বিক উত্তেজনা কমে গেল। এমনকি বাঁ কাঁধের যন্ত্রণার দবদবানিও সেরে গেল। লোকটি চলে যেতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল বণ্ড।

ঘুম ভাঙল সন্ধেয়। বেশ ঝরঝরে লাগছে তখন।

ঠাণ্ডা পানির শাওয়ার নিয়ে ক্যাসিনোতে গিয়ে হাজির হল সে। গত রাতের পর থেকে সে এখানকার মুড থেকে একটু দূরে চলে গিয়েছিল। আবার সেই ভাবটা ফিরিয়ে আনতে হবে। যে কোন জুয়াড়ীর যেমন ধৈর্য আর আশাবাদী হওয়াটা বিশেষ দরকার, তেমনি দরকার তাস খেলার বোধ, যেটা খানিকটা অঙ্কের ব্যাপার বলা চলে আর খানিকটা স্বাভাবিক প্রবণতা ও আন্দাছ করার ক্ষমতা।

বণ্ড চিরকালের জুয়াড়ী। তাসের খসসখ শব্দ—মোহ জাগায় তার মনে—সবুজ টেবিলটা ঘিরে যে নীরব নাটক চলে তাও তার সমস্ত সত্বা অধিকার করে। ক্যাসিনো আর তাসের ঘরে মোটা

গদীওয়ালা চেয়ার আর আরাম তারবড় মনোমতো। ভাল চাকরেরা হাতের কাছে শ্যাম্পেন কিম্বা হুইস্কি যোগান দেবে, কখন কি দরকার লক্ষ্য করবে। রুলেতে বল আর তাসগুলো পৃথিবীতে কারো তোয়াক্কা করে না, ভাবতেই মজা লাগে তার। নিজের চেয়ার থেকে একাধারে দর্শক ও অভিনেতা হতে মন্দ লাগে না, মন্দ লাগে না অন্যের নাটকে অংশ গ্রহণ করতে, তারপর নিজের পালা আসবে যখন তখন হ্যাঁ অথবা না বলা, যায় উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

যেটা তার সবচেয়ে পছন্দ তা হল এইসব খেলায় কেবল নিজে ছাড়া আর কেউই দোষের ভাগী নয়। ভাগ্য আমাদের চালাচ্ছে না আমরাই তাকে চালাচ্ছি, চাকরের মতো। বরাত ভাল হলেও মাথা ঘুরে না যায়, খারাপ হলেও নির্বিকার থাকতে হবে। আসল কথা হল কোন্‌টা বরাত আর কোন্‌টা খারাপ খেলার ফল এই তফাৎটা বুঝতে পারা। জুয়া ভাল খেলতে হলে এই তফাৎটা জানতেই হবে। ভাগ্য অনেকটা মেয়েদের মতো—সে নানারূপে আসে, তাকে ভয় পেতে নেই, তাকে ভালবাসতে হয়। তাকে আদর কর, উপভোগ কর কিন্তু মাথায় তুলো না কিম্বা পিছু ধাওয়া কোরো না। অবশ্য এখনো পর্যন্ত নারীঘটিত ব্যাপারে অথবা জুয়ায় সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি একথা স্বীকার করতেই হয়। কোন একদিন হয়ত তাকে ভাগ্যের কাছে বা কোন রমণীর কাছে নতজানু হতে হবে। তখন অন্য অনেকের মতো তাকেও সদা-সর্বদা শঙ্কায় অস্থির হতে হবে, কারণ ভুল তারও হয় এটা স্বীকার করার পর এই প্রশ্নটা না উঠেই পারে না।

কিন্তু আজ এই জুনমাসের সন্ধ্যায় বণ্ড যখন জুয়ার আড্ডার ভেতরে ঢুকল তখন তার মনে গভীর আত্মপ্রত্যয় আর আশা। দশ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক বদলে সে পঞ্চাশ হাজার চাকতি করে নিল। তারপর

রুলেতের এক নম্বর টেবিলে বসল, শেফ ছ পার্টির ঠিক পাশে।

শেফের কার্ডটা চেয়ে নিয়ে বণ্ড বিকেল তিনটে থেকে খেলার বিবরণ দেখতে বসল। যদিও আগের খেলার সঙ্গে পরের খেলার বলতে গেলে কোনই সম্পর্ক নেই, এক একবার চাকা ঘোরে, বলটা লাফাতে লাফাতে একটা মার্কামারা গর্তে পড়ে, সমস্ত ব্যাপারটাই আগের সঙ্গে পারম্পর্যহীন। তবু বণ্ড সবসময় আগের খেলাটা দেখে নিত। প্রত্যেকবার খেলাই একটা সম্পূর্ণ নতুন খেলা। ব্যাঙ্কারের পার্টনার ডান হাতে গজদন্তের বলটা তোলে, চাকার চারটে স্পোককে চালিয়ে দেয় ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘোরে সেইভাবে, আর সেই সঙ্গে, ঐ একই হাতে বলগুলো ছুঁড়ে দেয় উল্টোমুখে।

বহু বছরের চেষ্টায় এই চাকতি, সিলিণ্ডার আর মার্কামারা গর্তে বল ফেলার কায়দা এবং যান্ত্রিক কলকৌশল এমন নিখুঁত অবস্থায় পৌঁচেছে যে এখন চাকতির কোন খুঁত বা পার্টনারের ইচ্ছাকৃত চেষ্টা বলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবু রুলেতে খেলুড়েদের মধ্যে আগেকার খেলাগুলোর পর্যালোচনা করে দেখা একটা প্রথা, যাতে চাকতি ঘোরার ধরনে কোন বিশেষত্ব নজরে পড়লে সেই অনুযায়ী খেলা ঠিক করা যায়। বণ্ডও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কোন বিশেষ সংখ্যার ঘরে পর পর দুবার বল পড়ছে কিনা এই জাতীয় জিনিস লক্ষ করত সে।

প্রথমটা ভাল না মন্দ সে নিয়ে মাথা ঘামাত না বণ্ড। তার মতে জুয়া এমনই খেলা যাতে যত বেশী চেষ্ট আর বুদ্ধির প্রয়োগ করা যায় ফলও সেই অনুপাতে পাওয়া যায়।

বণ্ডদের টেবিলের গত তিন ঘণ্টার ইতিহাসে সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছুই চোখে পড়ল না। কেবল একটা জিনিস দেখা গেল, শেষের বারোটা ঘরে তেমন বল পড়েনি। চাকতি যে দিকে ঘুরছে সেদিকে খেলাই বণ্ডের অভ্যাস। একবার জিতে ওঠার পর খেলার কায়দা

বদল করে সে। সে এক লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে প্রথম দু ডজনের উপর বাজি ধরল। এইভাবে সমস্ত সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশই তার কভার করা হয়ে গেল, ফলে পঁচিশের নিচে কিছু উঠলেই সে এক লক্ষ্য ফ্র্যাঙ্ক জিততে লাগল। কারণ ডজনের বাজিতে লাভ ডবল হয়।

সাত বাজির খেলায় ছ বাজি জিতল সে। সাত বারের বার তিরিশ উঠল। তখন ও হেরে গেল। মোট লাভ হল চার লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক। আট বারের বার ও খেলল না। জিরো উঠল। এই দেখে উৎফুল্ল হয়ে সে প্রথম ও শেষ ডজনে বাজি ধরল। দুবার হারল। দশ বার চালা হবার পর মাঝখানের ডজনে উঠল দুবার। ফলে বণ্ডের চার লাখ ফ্র্যাঙ্ক গেল। সে যখন টেবিল ছেড়ে উঠল তখন লাভ লোকসান হিসেব করে সে জিতেছে দশ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক।

অত্যধিক চড়া বাজিতে সে খেলা শুরু করতেই তার প্রতি টেবিলের অন্য সকলের নজর পড়ল। ও জিততে আরম্ভ করল। সেই দেখে অনেকেই তার পন্থা অনুসরণ করল। ঠিক মুখোমুখি বসেছিল একজন, দেখে মনে হল আমেরিকান। সে বণ্ডের প্রত্যেক বার জেতা দেখে বেশ আনন্দ প্রকাশ করছিল। কয়েকবার বণ্ডের দিকে সহাস্যমুখে তাকালও সে। বণ্ড যা যা করছিল ও হুবহু তারই অনুকরণ করছিল। তার ছোট দশ হাজারের চাকতি দুটি বণ্ডের বড় বড় চাকতির ঠিক উল্টোদিকে রাখা। বণ্ড যখন টেবিল ছেড়ে উঠল সেই লোকটিও চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল। ওদিক থেকেই বলল অনেক থ্যাঙ্কস। আপনাকে খাওয়ানো দরকার। চলুন একটা ড্রিংক নিয়ে বসা যাক।'

বণ্ডের কেমন মনে হল এ নিশ্চয়ই সেই সি-আই-এর লোক। দুজনে একসঙ্গে হাঁটতে লাগল বারের দিকে। ততক্ষণে সে বুঝে গেছে তার অনুমানই ঠিক। পার্টনারকে একটা দশ হাজারের চাকতি ছুঁড়ে দিল বণ্ড আর যে পরিচারকটি চেয়ার সরিয়ে দিচ্ছিল

তাকে দিল এক হাজার।

আমেরিকানটি বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল। আমার নাম ফেলিক্স লিটার।'

'আমার নাম, বণ্ড। জেমস বণ্ড।'

'হ্যাঁ, ঠিক। দেখা যাক। কি ড্রিংক করা যায়?'

বণ্ড লিটারকে হেগ অ্যাণ্ড হেগ হুইস্কি অর্ডার দিতে দিল। শুধু বরফের সঙ্গে। তারপর সে বারম্যানের দিকে মনঃসংযোগ করল।

'শোনো। একটা ড্রাই মার্টিনি। শ্যামপেনের পেট মোটা গেলাসে আনবে।'

'ঠিক আছে মেসিয়ো।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। তিন ভাগ গর্ডন, এক ভাগ ভডকা কিনা লিলেট-এর আধ। খুব ভাল করে ঝাঁকাও। যখন বরফের মতো কনকনে হয়ে যাবে তখন এক টুকরো লেবুর খোসা দিয়ে নিয়ে আসবে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, মসিয়ো'। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার। মনে হল ড্রিংকের বর্ণনাটা বেশ মনঃপুত হয়েছে তার।

'বাঃ, দারুন হবে তো।' লিটার মন্তব্য করল।

বণ্ড হাসল। 'আমি যখন, মানে কাজে মন দিচ্ছি তখন ডিনারের আগে একটার বেশি ড্রিংক নিই না। কিন্তু সেই একটাই বেশ ঠাণ্ডা, আর চমৎকারভাবে বানানো হওয়া চাই। আর কড়া। একটু একটু কিছু খেতে আমার ভাল লাগে না, বিশেষ করে যদি সেটা খেতে না ভাল হয়। আমি এই ড্রিংকটা নিজে আবিষ্কার করেছি। একটা নাম বার করি। তারপর পেটেণ্ট নেব।'

ফিকে সোনালি রঙের তরল পানীয়, ঝাঁকানির জন্য মধ্যে থেকে বুদবুদ উঠছে। গ্লাসের গায়ে টাণ্ডায় পানি জমে গেছে। লম্বা

একটা চুমুক দিয়ে বণ্ড বারম্যানকে বলল, 'চমৎকার হয়েছে। তবে ভডকাটা যদি আলুর বদলে শস্য থেকে তৈরি হত তাহলে আরো ভাল হত।'

ফরাসীতে নীচু গলাস সে বারম্যানকে কি যেন বলল।

তারপর ফেলিক্স লিটারকে বলল, 'তার মানে আমরা এই নিয়ে তর্কাতর্কি করতে যাব না।'

লিটার গ্লাস হাতে করে ঘরের কোণের দিকে চলল। যেতে যেতে সে বলল, 'আপনি খুব ভেবেচিন্তে কাজ করেন দেখছি। তবে আজ দুপুরে যা কাণ্ডটা ঘটে গেল তারপর আপনি অনায়াসে এর নাম রাখতে পারেন মলোটভ ককটেল।'

বসল দুজনে। বণ্ড হেসে উঠল।

'দেখলাম জায়গাটা দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলতে হয়েছে। ওখান দিয়ে কোন গাড়ি যেতে দিচ্ছে না। ফুটপাথের উপর দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে। আশাকরি এর ফলে ঘাবড়ে গিয়ে শাঁসালো মক্কেলরা কেউ কেউ কেটে পড়বেন না।'

'কমিউনিষ্টদের ঝগড়ার গর্বটা লোকে বিশ্বাস করেছে দেখছি। কেউ কেউ ভাবছে গ্যাসের শেল ফেটেছে। সব পোড়া গাছগুলো সরিয়ে ফেলছে আজ। মন্টিকার্লোতে যেরকম চটপট কাজ হয় সেরকম যদি এখানেও করে তাহলে কাল সকালের মধ্যে ওখানে আর দুর্ঘটনার এতটুকুও চিহ্ন থাকবে না।'

লিটার প্যাকেট থেকে একটা চেষ্টারফিল্ড বার করল। 'আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারছি বলে আমার ভাল লাগছে। ভাগ্যিস আপনি বোমার ঘায়ে উড়ে যাননি। আমরা এই কেসে ইনটারেষ্টেড। আপনার অফিসের মতো এরাও মনে করে ব্যাপারটা খুব গুরুতর এবং যেভাবে আপনি এগোচ্ছেন তার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। বলব কি, ওয়াশিংটন বেশ একটু বিরক্ত যে আমরা

না করে আপনারা এই কাজটাতে নেমেছেন। জানেনই তো বড় সাহেবদের ব্যাপার। লণ্ডনেও নিশ্চয়ই এই রকমই?'

'হ্যাঁ, হিংসে আছে খুব' বণ্ড স্বীকার করল অভিযোগটা।

'সে যাই হোক আপাতত আমি আপনার আদেশ পালন করার জন্য হাজির। যা দরকার বলবেন। অবশ্য ম্যাথিস আর তার দল-বল যা দেখবার সবই দেখছে। তবু আমিও আছি।'

'ভালই হল। শত্রুপক্ষ আপনাকে, আমাকে এবং ম্যাথিসকে বেশ ভালভাবে যাচাই করে দেখেছে এবং কার্যসিদ্ধির জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করবে না ওরা। ল্য শিফ লোকটা সত্যি মরিয়ে হয়ে উঠেছে। আমরা ভেবেছিলাম তাই আপনাকে বিশেষ কোন কাজের ভার দিতে পারছি না। শুধু আজ রাতে ক্যাসিনোতে আমার কাছাকাছি থাকবেন। আমার একজন সহকারী আছে, মিস লিণ্ড। তাকে আমি খেলা আরম্ভ করার আগে আপনার হাতে সমর্পণ করে দেব। আপনার আপত্তির কোন কারণ নেই। চেহারা ভাল।' একটু হাসল বণ্ড। আর তাছাড়া ল্য শিফের বডিগার্ড দুটোকে নজরে নজরে রাখবেন। যদিও আমার মনে হয় না ক্যাসিনোর মধ্যে বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করবে। তবু সাবধানের মার নেই।

'আমার দ্বারা হয়ত কিছু সাহায্য হলেও হতে পারে, লিটার জানাল। 'এই কর্ম করার আগে আমি মেরিন কোরে ছিলাম। তার মানে কি বোঝেন?'

'বুঝি' বণ্ড বলল।

লিটারের বাড়ি টেক্সাস। নাটোর সংযুক্ত গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করে সে। কাজটা খুব কঠিন কারণ বহু দেশের স্বার্থ জড়িত। সে এই সব কথা বলছিল আর বণ্ড ভাবছিল ভাল আমেরিকানরা

মানুষ হিসেবে চমৎকার। আশ্চর্যের বিষয় বেশির ভাগ ভাল আমেরিকানের বাড়ি টেক্সাস।

. লিটারের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। লম্বা, ছিপছিপে চেহারা ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার কায়দায় তার হালকা বাদামী সুটটা গায়ের থেকে একটু ঢিলে। তার গতিভঙ্গি আর কথা বলার কায়দা খুব ধীর, সংযত কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় সে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এবং দরকার হলে খুবই নির্মম হতে পারে। টেবিলের উপর একটু ঝুঁকে বসে আছে যেন একটা শিকারী, বাজ, যে কোন মুহূর্তে উদ্ধত হয়ে উঠতে পারে। চিবুক আর থুতনীতে আর ঠোঁটে সেই একই সদাজাগ্রত ভাব। চোখ দুটো তেরছা, সিগারেটের ধোঁয়াতে চোখ কুঁচকোবার বদভ্যাস থাকার জন্য অসংখ্য ছোট ছোট দাগ চোখের পাশে। হাসলে সেগুলোতে ভাঁজ পড়ে। হলদে অগোছালো চুলের গোছা হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন ইস্কুলের ছেলে। প্যারিস ওর কাজ-কর্ম কি সেসব সম্বন্ধে কোনরকম রাখঢাক না রেখেই বলে যাচ্ছিল ও। তবে বণ্ড লক্ষ্য করল ও ওর স্বদেশীয় সহকর্মীদের সম্বন্ধে নীরব। মনে হল উত্তর আটলান্টিক মিত্র দেশগুলির স্বার্থের চেয়ে নিজের সংস্থার প্রতিই তার আনুগত্য বেশি। তা তো হবারই কথা।

লিটার আর একটা হুইস্কি খেল। বণ্ড ততক্ষণে ওকে মুনজদের কথা বলেছে আর বলেছে সকালে ওর ল্য শিফের ভিলার দিকটা দেখে আসার কথা। সাড়ে সাতটা বাজল। হোটেল অবধি বেড়াতে বেড়াতে যাবে ঠিক করল ওরা। ক্যাসিনো থেকে বেরোবার আগে বণ্ড ওর সব টাকা, দু কোটি চার লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক ক্যাশিয়ারের কাছে জমা রাখল। কেবল দশ হাজারের কয়েকটা নোট থাকল সঙ্গে।

হোটেলে যাবার পথে তারা দেখল বোমা ফাটার জায়গাটায় জোর কাজ চলেছে। অনেকগুলো গাছ উপড়ে ফেলা হয়ে গেছে।

তিনটে পানির গাড়ি থেকে হোস পাইপ থেকে পানি দিয়ে ধোয়া হচেছ রাস্তাটা। বোমার গর্তটা নেই। লোকজনেরা এখন বিশেষ তাকিয়েও দেখছে না। নিশ্চয় হামিটেজের সামনেও ভাঙা-চোরা মেরামত করা হয়ে গেছে। যেসব দোকানের আর বাড়ির সামনের দিকে ক্ষতি হয়েছিল সেগুলো সারিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলোয় রয়্যাল লেজোতে আবার শান্তি ফিরে এসেছে।

'কেয়ারটেকারটা কাদের লোক?' জিগ্যেস করলে লিটার। বণ্ড ঠিক জানত না।

ম্যাথিস ওকে বলেছিল 'তুমি ধরে নিতে পার যে ও কারো কাছ থেকে টাকা খেয়েছে, যদি না ইতিমধ্যে তোমার কাছ থেকে খেয়ে থাকে। সব কেয়ারটেকারই তাই। একমাত্র মহারাজার ছাড়া আর সব গেষ্টদেরই ওরা চোর জুয়াচোর বলে মনে করে। তোমাদের মঙ্গলের জন্য ওদের তো ভারি মাথাব্যথা। সব ভাণ।'

বণ্ডকে দেখেই তাড়াতাড়ি কেয়ারটেকার ছুটে এসে জিগ্যেস করল তার দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার পর এখন সে ভাল আছে কিনা। ম্যাথিসের কথা মনে পড়ে গেল, তাই সে ইচ্ছে করেই বলল না এখনো ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। খবরটা নিশ্চয় ওদের কাছে পৌঁছে যাবে। ভালই হবে, ল্য শিফ একটু অসাবধান হবে খেলার সময়। কেয়ারটেকার খুব দুঃখ প্রকাশ করল।

লিফটের কাছে দুজনে ছাড়াছাড়ি হল। ঠিক হল সাড়ে দশটা বা এগারোটায় ক্যাসিনোতে দেখা হবে। তখনই চড়া বাজির খেলা আরম্ভ হবার সময়।

॥ ৮ শ্যাম্পেন আর গোলাপী আলো ॥

ঘরে এসে জিনিসপত্র ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল বণ্ড। না কেউ ঢোকেনি। তারপর প্রথমে গরম তারপর ঠাণ্ডা পানির শাওয়ার নিয়ে বিছানায় লম্বা হল। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হবে আর এক ঘণ্টা পরে। এর মধ্যে বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করতে হবে, সব প্ল্যান ছকে নিতে হবে। জিতে গেলে কি করতে হবে এবং হেরে গেলে কি করতে হবে সবই ভেবে রাখা দরকার। ম্যাথিস, লিটার আর মেয়েটি—কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবে এবং সে বিষয়ে শত্রুদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সব স্পষ্টভাবে ছকে নেওয়া দরকার। চোখ বন্ধ করে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিল সে। রঙিন কাঁচের টুকরো দিয়ে যেমন ছবি তৈরি হয় তেমনি ভাবে দৃশ্যগুলো তার মনের পর্দায় ফুটে উঠতে লাগল।

নটা বাজতে কুড়ি। ল্য শিফের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যতরকম সম্ভাবনা আছে সব ভাবা হয়ে গেছে তার। তখন এই সব সমস্যা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে সে পোশাক পরতে উদ্যোগ করল।

কালো সাটিনের টাইটা বাঁধতে বাঁধতে আরনায় ভালো করে নিজেকে নিরীক্ষণ করে দেখল সে। ধূসর নীল তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের আভাস। ডান ভুরুর উপরে একগুচ্ছ অবাধ্য চুল কেবলই গোল হয়ে নেমে আসছে। ডান গালে পাতলা লম্বালম্বি কাটা দাগের জন্য চেহারাটা একটু গুণ্ডা গোছের, হোগি কারমাইকেল বলা চলে কি? ম্যাথিস ওকে মেয়েটির সম্ভব্য জানাতে ভোলেনি। চ্যাপটা গানমেটালের সিগারেট কেসে পঞ্চাশটা মরল্যাণ্ড সিগারেট ঢোকাতে ঢোকাতে বণ্ড এই কথা ভাবছিল।

হিপ পকেটে কেসটা ঢোকাল সে। রনসন লাইটারটা খুলে

দেখে নিল ভর্তি আছে কি না। এক গোছা দশ হাজার ফ্র্যাঙ্কের নোট পকেটে পুরে ড্রয়ারটা খুলল সে। হালকা শ্যাময় লেদারের হলস্টারটা বার করে কাঁধে এমনভাবে ঝোলাল যাতে ওটা বগল থেকে ঠিক তিন ইঞ্চি নিচে ঝোলে। আর একটা ড্রয়ার খুলল। শার্টের গোছার নিচে থেকে বার করল চ্যাপটা ২৫ বোরের অটোম্যাটিক। ব্যারেল থেকে গুলিগুলো বার করে দু-চার বার প্র্যাকটিস করে নিল, ট্রিগার টিপল একবার। তারপর গুলি ভরে, সেফটি ক্যাচ লাগিয়ে কাঁধের হলস্টারের মধ্যে পুরে দিল সেটা। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল কিছু নিতে ভুল হচ্ছে কিনা। তারপর সিল্কের শার্টের উপর সিঙ্গল-ব্রেস্টেড ডিনার জ্যাকেটটি চাপাল। শেষবারের মতো আয়নায় দেখে নিল টাইটা ঠিক আছে কিনা। বেশ ঝরঝরে আর প্রফুল্ল লাগছে। বাঁ বগলে অটোম্যাটি আছে বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। তারপর নিশ্চিন্ত মনে সে বাইরে এসে দরজাটি করল।

বারে যেতে সিঁড়ি উঠতে যাবে এমন সময় লিফটের দরজা খোলার শব্দ। ঠাণ্ডা গলায় কে বলল, 'গুড ইভনিং,।

সেই মেয়েটি। লিফট থেকে বেরিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ছে।

তারূপ বণ্ডের মনের মধ্যে গাঁথাই ছিল। আর একবার তাকে দেখে উত্তেজিত হল সে।

কালো ভেলভটের বাহুল্যবর্জিতঅথচ নিখুত পোশাক। এরকম পোশাক তৈরি করতে পারার মতো দোকান বোধহয় সারা পৃথিবীতে কটা আছে হাতে গুণে বলা যায়। সরু হীরের নেকলেস। বুকের কাছে ভি আকারে কাটা গলার ঠিক আরম্ভের জায়গাটা হীরের ক্লিপ আঁটা। কালো ইভনিং ব্যাগ কোমরের কাছদা ধরা। কুচকুচে কালো সোজা চুল, শেষের দিকটা সামান্য গোল হয়ে এসেছে।

এত চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে যে বণ্ডের বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল।

'বাঃ, সুন্দর দেখাচেছ আপনাকে। রেডিওর ব্যবসা ভালই চলছে দেখছি।'

বণ্ডের হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে দিল মেয়েটি, 'যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে চলুন সোজা খেতেই যাওয়া যাক। সমারোহের সঙ্গে প্রবেশ করা যাকে বলে। আসল কথাটা কি জানেন? কালো ভেলভেটে বসলেই দাগ পড়ে যায়। যদি আজ রাত্রে কোন সময় আমার আর্তনাদ শুনতে পান তাহলে বুঝবেন আমি বেতের চেয়ারে বসে পড়েছি।'

হো হো করে হেসে উঠল বণ্ড। 'চলুন, যাওয়া যাক। যতক্ষণে খাবার এসে পৌঁছচেছ ততক্ষণ আমরা ভডকা খেতে পারি।'

এই কথা শুনে মেয়েটি তার দিকে তাকাল। মনে হল মজা পেয়েছে সে। বণ্ড তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, অবশ্য ককটেলও চলতে পারে আপনি যদি তাই চান। এখানকার খাবার রয়্যালের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা।'

এক হলমার জন্য বণ্ডের মনে হল মেয়েটি তার দৃষ্টি দিয়ে বিদ্রূপ করার ফলে সে যে চট করে পানীয়ের নামটা বদলাল এটা ধরা পড়ে গেছে।

কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্তের জন্য। হোটেলের বাটলার নিচু হয়ে অভিবাদন করে তাদের নিয়ে এলেন। খুব ভিড়। বণ্ড ও তার সঙ্গিনীকে সকলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। সেই দেখে বণ্ডের একটু আগেকার অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে গেল।

রেষ্টুরেন্টের একটা অংশ জাহাজের গলুই-এর মতো এগিয়ে এসেছে বাগানের দিকে। সেখানেই ফ্যাশনেবল লোকদের ভীড়। বণ্ড কিন্তু সেদিকে না গিয়ে পিছনের দিকে একটা জায়গা নিল, আয়না লাগানো বারান্দার মতো অনেকটা, একটু নিভৃত। লাল সিল্কের আলোর ঢাকনা আর রঙের ব্যবহারে গত যুগের সমারোহের

ছাপ। সাদা আর সোনালীতে মেশানো দেওয়াল আর আসবাব, সব মিলিয়ে বেশ ঝকঝকে।

মেনু কার্ডটা দু'ভাজ করা।

বেগনী কালিতে নানা কারুকার্য করা। বণ্ড সোমালীয়েকে ডাকল।

'কি খাবেন?'

'এক গ্লাস ভডকা', বলেই মেয়েটি মেনুর দিকে মনঃসন্নিবেশ করল।

বণ্ড লোকটিকে বললে 'ভডকা খুব ছোট, ঠাণ্ডা হওয়া চাই। তারপর আচমকা সে মেয়েটিকে জিগ্যেস করে বসল, 'আপনার নামটা না জানলে তো আপনার চমৎকার পোশাকের সম্মানে স্বাস্থ্যপান করা যাচ্ছে না।'

'ভেসপার। ভেসপার লিণ্ড।'

বণ্ড একটু তাকাল।

'আমাকে নাম নিয়ে সব সময় বোঝাতে হয় সবাইকে। মহা মুশকিল। আমার জন্ম এক ঝোড়ো সন্ধ্যায়। সেরকমই মা-বাবার কাছে শুনেছি ওঁরা বোধহয় সেই সন্ধ্যাটির স্মরণে আমার নামকরণ করেছেন।' একটু হাসল ভেসপার। 'নমটা কেউ পছন্দ করে, কেউ করে না। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'সুন্দর নাম।' বললে বণ্ড। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। 'আপনার নামটা আমাকে ধার দেবেন?' সে ভেসপারকে বুঝিয়ে বলল তার উদ্ভাবিত মাটিনির ফরমুলাটার কথা। ড্রিংকটার জন্য একটা নাম চাই। 'ভেসপার, দারুণ হবে। আমার ককটেল। সারা পৃথিবীতে খাওয়া হবে যখন তখন সন্ধের বেগনী আলো ঘন হয়ে নেমেছে। সেই সময়টা স্মরণীয় করে রাখবার পক্ষে উপযুক্ত নাম। আপনি কি আমায় নামটা দিতে রাজি আছেন?'

'যদি প্রথম ড্রিংকটা আমাকে চোখে দেখতে অনুমতি দেন। বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে জিনিসটা অপূর্ব।'

'এই সব ঝামেলা চুকে যাক তারপর একসঙ্গে একদিন খাওয়া যাবে। জিতি বা হারি। আচ্ছা তাহলে এবার অর্ডার দেওয়া যাক। কিছু ঠিক করেছেন? খুব দামী কিছু হওয়া চাই।'

একথা শুনে মেয়েটি একটু ইতস্তত করছে দেখে সে যোগ করল, 'তা না হলে আপনার অপূর্ব পোশাকের অমর্যদা হবে।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আমি দুটো জিনিস বেছেছি, দুটোই দারুন। মাঝে মঝে লক্ষপতি সাজতে বেশ ভালই লাগে, বিশেষ করে যদি—প্রথমে ক্যাভিয়ার দিয়ে আরম্ভ করা যাক। তারপর গ্রিলড রোগন দ' ভো, তার সঙ্গে পোম সুফল। তারপরে ফ্রেজ দি বোয়া—ক্রিম দিয়ে। খুব বেহায়ার মতো বলছি না?'

'মোটেই না। দামী খাবার অর্ডার দিতে পারা খুব বড় গুণ, আপনি যা বলছেন এতো অতি স্বাস্থ্যকর খাবার।' বণ্ড বাটলারের দিকে ফিরল। 'আর প্রচুর টোষ্ট আনবেন।'

ভেসপারকে বলল 'ক্যাভিয়ার খেতে হলে সঙ্গে প্রচুর টোষ্ট চাই।'

'আচ্ছা, এবার দেখা যাক। আমি ক্যাভিয়ার পর্যন্ত মাদমোয়াজেলের সঙ্গে আছি, কিন্তু তারপর আমি নেব ছোট একটা টর্নেডো, একটু কাঁচা কাঁচা থাকবে তার সঙ্গে বার্নিস সস। মাদমোয়াজেল যখন ষ্ট্রবেরি খাচেছন আমি তখন খাব একটা আভোকাডো পেয়ার, তাতে ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং। ঠিক আছে?'

বাটলার মাথা নিচু করে আভিবাদন জানালে।

'অতি সুন্দর মসিয়ো ও মাদমোয়াজেল। মসিয়ো জর্জ—'এই বলে পরিচারককে ডেকে তাকে অর্ডারটা বলে দিল সে।

'ঠিক আছে' বলে পরিচারক তার চামড়ায় বাঁধানো পানীয়ের তালিকা বার করল।

'আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে আজ রাতে আমি শ্যাম্পেন খেতে চাই। আজকের উপযোগী, মনে হয়।'

'হ্যাঁ, আমিও শ্যাম্পেন।

বণ্ড আঙুল দিয়ে নামটা দেখাল। পরিচারক বলল, 'মসিয়ো খুব ভাল ওয়াইন বেছেছেন। তবে যদি অনুমতি করেন তাহলে বলি এটা একটু দেখলে পারেন?' পেন্সিল দিয়ে দেখালো সে; ব্লা দ' ব্লা ব্রাট ১৯৫৩। মৃদু হেসে বলল বণ্ড, 'বেশ তাই আনো।' তারপর ভেসপারকে বলল, 'এই ব্র্যাণ্ডটা তত নামকরা না হলেও বোধহয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্যাম্পেন একেই বলা চলে?' বলেই এত গুরুগম্ভীর কথায় নিজেই হেসে ফেলল।

'কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়ই। আমি আসলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু শৌখীন। অবিবাহিত লোকদের যা দোষ। তাছাড়া আমার স্বভাবই এই ছোটখাট জিনিসের বড় বেশি নজর দেওয়া। বুড়ীদের মতো স্বভাব—তাই না? কিন্তু কাজে বেরোলে আমাকে সাধারণতঃ একলাই খেতে হয়। তাই এই সব করে খাওয়ার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনা আর কি।'

ভেসপার তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'সব কিছু খুঁটিয়ে করা আমারও অভ্যাস। এই রকম ভাবে বাঁচলে বাঁচার সমস্ত মজাটা উপভোগ করা যায়। অবশ্য বলতে গেলেই কেমন পাকামি মনে হয়।

বরফ ভর্তি পাত্রে ভডকা এসে গেছে ততক্ষণে। গ্লাস ভর্তি করে বণ্ড বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি একমত ভেসপার, আচ্ছা আজকের জন্য গুড লাক।'

ভেসপার গ্লাস তুলে নিয়ে সোজা তাকাল বণ্ডের চোখের দিকে। 'আশা করি আজ রাতে সব ঠিকঠাক হবে।'

মনে হল কথাটা বলার সময় ঈষৎ কাঁধ ঝাঁকাল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটু ঝুঁকে বলল, 'ভাল কথা। ম্যাথিস একটা খবর পাঠিয়েছে। ঐ বোমাটা সম্বন্ধে। অদ্ভুত গল্প। ও নিজেই বলতে চাইছিল আপনাকে।

॥ ৯ বাকারা ॥

চারপাশে তাকিয়ে দেখল বণ্ড, নাঃ ধারেকাছে কেউ নেই। স্বচ্ছন্দে কথা বলা যায়। এখনো ক্যাভিয়ার আসতে দেরি আছে।

'শোনা যাক' চোখ চকচক করে উঠল তার

'তৃতীয় বুলগেরিয়ানটাকে ধরেছে ওরা। প্যারিস পালাচ্ছিল। সিত্রোঁ চালাচ্ছিল। পথে দুজন ইংরেজকে তুলে নেয়। যাতে ওর ওপর পুলিশের সন্দেহ না পড়ে। একটা মে ড়ে যখন গাড়ি থামাতে হুল ওর বিচ্ছিরি ফরাসী শুনে ওদের সন্দেহ হয়, ওর কাগজপত্র দেখতে চায়। তখন পিস্তল বার করে সে একজন মোটর সাইকেল পুলিশের মাথা উড়িয়ে দেয়। অন্যজন ওকে ধরে ফেলে কি করে জানি না। লোকটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, ওরা আটকেছে। তারপর রুয়েনে নিয়ে গিয়ে ওদের পদ্ধতিতে সব কথা বার করল।

'ওরা একটা দল, ফ্রান্সে এই ধরনের নাশকতামূলক কাজ করে থাকে। ম্যাথিসের বন্ধুরা বাকি দলটাকেও ধরার চেষ্টা করছে। আপনাকে হত্যা করার জন্য কুড়ি লক্ষ ফ্রাঙ্ক ওদের দেওয়া হবে কথা ছিল। যার মাধ্যমে কথাবার্তা হয় সেই এজেন্টটি বলেছিল যদি ঠিক-ঠাক নির্দেশ মতো সব কাজ হয় তাহলে ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।'

এক চুমুক ভডকা খেয়ে নিল ভেসপার। তারপর বলল, 'এইবারেই আসল ব্যাপার। এজেন্ট ওদের দুটো ক্যামেরা কেস দেয়। আপনি দেখেছেন সে দুটো। চড়া রং থাকলে নাকি সুবিধে হবে, বলেছিল এজেন্ট। নীল কেসটার মধ্যে আছে ধোঁয়া বোমা

আর লালটার মধ্যে আসল বোমা। এই কথা বলেছিল ওদের। একজন লাল কেসটা ছুঁড়লেই অন্য জন নীলটার একটা সুইচ টিপবে। চারিদিক ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে, সেই সুযোগে পালাবে ওরা। আসলে ধোঁয়া বোমাটা একটা ধাপ্পা। দুটো কেসেই ছিল একই রকম বিস্ফোরক। লাল আর নীলের মধ্যে কোন তফাতই ছিল না। ওরা ভেবেছিল একসঙ্গে আপনাকে আর দুই ভাড়াটে হত্যাকারীকে খতম করা যাবে। তৃতীয় লোকটি সম্বন্ধেও নিশ্চয় ওরা মনস্থির করে ফেলেছিল।'

বণ্ড মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। সে বলল, 'তারপর'?

'বুলগেরিয়ানরা বোধহয় ভাবল এ সত্ত্বেও তারা কোন চান্স নেবে না। আগেই ধোঁয়া বোমাটা ছোঁড়া যাক। তারপর ধোঁয়ার আড়ালে আসল বোমাটা ছুঁড়বে। আপনি দেখেছিলেন সহকারী লোকটি নীল কেসের সুইচ টিপছে। ওরা জানত ওরা ধোঁয়া-বোমা, কিন্তু না ছিল তা কাজেই দু'জনে একসঙ্গে উড়ে গেল।'

'তিন নম্বর লোকটা হোটেলের পিছনে সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ব্যাপার-স্যাপার দেখেই ও বুঝল সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পরে পুলিশ না-ফাটা লাল বোমাটা যখন ওর সামনে হাজির করে তখন ও সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ওদের সঙ্গেও বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হয়েছে জানতে পেরে সে সব কথা বলে দেয়। এখনও হয়ত ওকে জেরা করা চলেছে। কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে ল্য শিফকে জড়ানো যাচ্ছে না। লোকটা ল্য শিফের নাম জীবনেও শোনেনি। ওদের সঙ্গে কথা বলেছিল একজন তৃতীয় ব্যক্তি, সম্ভবত ল্য শিফের দেহরক্ষীদের কেউ।'

কাহিনী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাভিয়ার এসে পৌঁছল। তার সঙ্গে পর্বতপ্রমাণ টোস্ট, কুচি পেঁয়াজ, সেদ্ধ ডিমকোরা-সাদাটা একটা ডিশে, হলদেটা আর একটায়।

অনেকখানি করে ক্যাভিয়ার নিয়ে দুজনে খেতে লাগল। খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

একটু পরে বণ্ড বলল, 'যাক আমি খুন হওয়ার বদলে খুনেরাই মারা পড়ল। ভাবতে বেশ লাগছে। ওরা তো নিজেদের ঘায়েই নিজেরা অক্কা পেল। আজ ম্যাথিসের কি আনন্দের দিন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শত্রুপক্ষের পাঁচজন ঘায়েল—'এই বলে সে ভেসপারকে মুনজ দম্পতির আড়িপাতার বৃত্তান্ত বলল।

'একটা কথা। তুমি এই কাজে কি করে ঢুকল বল তো? কোন সেকশনে আছো তুমি?'

'আমি হেড অফ এস-এর পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট। সমস্ত প্ল্যানটা তাঁরই। তাই তিনি এম কে জিগ্যেস করলেন আমাকে পাঠানো যায় কিনা। কাজটা কেবল যোগাযোগ রাখার। তাই এম বললেন বেশ, যদিও উনি আমার কর্তাকে এও বলেছিলেন যে আপনি একটি মেয়েকে দেখলে ভীষণ রেগে যাবেন।, বণ্ডের কাছ থেকে কোন উত্তর আশা করেছিল ভেসপার। কিন্তু সে যখন কিছু বলল না তখন সে বলে চলল, 'ম্যাথিসের সঙ্গে প্যারিসে দেখা করে আমরা একসঙ্গে এখানে এলাম। ডিওর-এর পোষাকের দোকানে আমার এক বন্ধু আছে। তার কাছ থেকে এই জামাটা যোগাড় করেছি, আর সকালে যেটা পরেছিলাম সেটাও। তা না হলে এদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার সাধ্য নয়।' এই বলে উপস্থিত লোক জনের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'অফিসের সবাই তো হিংসেয় অস্থির। ওরা জানে না কাজটা কি, শুধু শুনেছে একজন ডাবল জিরোর সঙ্গে কাজ। আপনি আমাদের হিরো। আমি তো বর্তে গেলাম।'

বণ্ড গম্ভীর হল, ডাবল জিরো নম্বরটা পাওয়ার মধ্যে আর আছেটা কি। খুন করতে প্রস্তুত থাকা। এতে আহামরি কিছু

নেই। নিউ ইয়র্কে এক জাপানী হস্তরেখাবিদ আর ষ্টকহলমে এক নরওয়েজিয়ান ডাবল এজেণ্ট—এই দুজনকে হত্যার পুরস্কার আমার এই খেতাব। লোকগুলো হয়ত ভালোই ছিল। অবস্থার গতিকে এই দশা, টিটো যে যুগোশ্লাভটাকে মেরেছিল তার মতো। গোলমেলে ব্যাপার। চাকরি। যা বলা হয় তাই করতে হবে। সে যাক, এখন ক্যাভিয়ারে সঙ্গে ডিম সেদ্ধ লাগছে কেমন?'

'দুর্দান্ত। খুব ভালো লাগছে আমার, মনে হচ্ছে—' বণ্ডের চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মেয়েটি। বরফের মতো শীতল সেই দৃষ্টি।

'আমরা এখানে এসেছি কাজের খাতিরে।' বণ্ড বলে উঠল। বড় বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছি আমরা, নিজেকে সাবধান করল সে। এত কথার দরকার ছিল না। সহকর্মীর সঙ্গে সহকর্মীর মতো আচরণ করতে হবে মনে ছিল না।

'এখন আমাদের কার্যপদ্ধতিটা বুঝে দেখা যাক,' স্বাভাবিক গলায় আরম্ভ করল সে। 'আমি কি করব ঠিক করেছি সেটা বলছি। তুমি কি করে সাহায্য করবে তাও বলছি, অবশ্য সাহায্য করার তেমনি কিছু নেই।'

'ব্যাপারটা হচ্ছে এই।' সংক্ষেপে বণ্ড তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল নানাবিধ সম্ভাবনার কথা।

দ্বিতীয় দফা খাবার এসে পৌঁছল। চমৎকার সুস্বাদু আহার্য, খেতে খেতে কাজের কথা চলতে লাগল।

একটু দমে গিয়েছিল ভেসপার, কিন্তু মনে দিয়ে বণ্ডের কথা শুনতে লাগল সে। তার রূঢ় ব্যবহারে ক্ষুন্ন হয়েছিল সে। কর্তার সাবধানবাণী মনে রাখা উচিত ছিল।

'কাজ পাগলা' লোক,' বণ্ড সম্বন্ধে ভেসপারকে ওয়াকিব হাল করে বলেছিলেন তিনি, 'এর সঙ্গে কাজ করতে যে খুব মজা হবে

এরকম চিন্তা ভুলেও মনে স্থান দিও না। কাজ ছাড়া আর অন্য কোন দিকে মন নেই ওর। ওর সঙ্গে কাজ করতে গেলে দম বার হয়ে যাবে। তবে খুব নিখুঁত কাজ জানে, এরকম লোক খুব বেশি দেখা যায় না। কাজেই অনেক কিছু শিখতে পারবে। চেহারা সুন্দর, সেই দেখে আবার প্রেমে পোড়ো না যেন। ওর হৃদয় বলে কোন পদার্থ আছে কিনা সন্দেহ। যাক ভালোয় ভালোয় কাজটা করে এসো। গুড লাক।'

ব্যাপারটা ভেসপারের কাছে মনে হয়েছিল চ্যালেঞ্জের মতো। যখন সে বুঝতে পারল বণ্ড তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে তখন সে মনে মনে খুশি না হয়ে পারেনি। দুজনে মিলে একসঙ্গে সময়টা উপভোগ করছে এটা সামান্য একটা কথার মধ্যে ফাঁস হয়ে যেতেই মুহূর্তের মধ্যে বণ্ড বদলে গেল। এমন নিষ্ঠুরভাবে বদলে গেল যেন এতটুকু মিষ্টি কথাও তার কাছে বিষ। আহত হল ভেসপার। বোকা বোকা মনে হল নিজেকে। যাই হোক সে ভেবে নিল এরকম ভুল আর দ্বিতীয়বার করবে না এবং খুব মন দিয়ে বণ্ডের কথা শুনতে লাগল।

'...আসল জিনিসটা হল কপাল। আমার পক্ষে অথবা ওর বিপক্ষে—'

বাকারা কিভাবে খেলে বুঝিয়ে বলে চলল বণ্ড, 'অন্য যে কোন তাসের জুয়ার মতোই এটা। ব্যাঙ্কার অথবা খেলোয়াড় দুজনেরই হার জিতের সম্ভাবনা প্রায় সমান। বরাত খারাপ হলে টাকায় টান পড়বে। হয় ব্যাঙ্কার খতম হবে, নয় খেলোয়াড়।'

'আমরা খবর পেয়েছি আজ রাতের জন্যে ল্যশিফ ইজিপ্সিয়ান সিণ্ডিকেটের কাছ থেকে বাকারা ব্যাঙ্ক কিনে নিয়েছে। এই সিণ্ডিকেটই চড়া বাজির জুয়া চালায়। এর জন্যে তাকে দশ লক্ষ ফ্রাঁ দাম দিতে হয়েছে। তার মূলধন কমে দাঁড়িয়েছে দুকোটি চল্লিশ

লক্ষে। আমার মূলধনও প্রায় তাই। আন্দাজ করছি আজ দশজন খেলবে। আমরা সবাই ব্যাঙ্কারকে ঘিরে একটা কিডনীর আকারের টেবিলে বসব।'

'টেবিলটি সাধারণতঃ দুটি প্যানেলে ভাগ করা হয়। ব্যাঙ্কারের ডান দিকে ও বাঁ দিকে এই দুই প্যানেলের সঙ্গে ব্যাঙ্কার দুটি গেম খেলে। তবে এখনো রয়্যালে বাকারা প্লেয়ারের সংখ্যা তত বেশি নয় তাই ল্য শিফ একটা প্যানেলের খেলোয়াড়দের সঙ্গেই খেলবে। এটা একটু অস্বাভাবিক বলা চলে, কারণ ব্যাঙ্কারের জেতার সম্ভাবনা ততটা ভাল নয়, তবে একটা সুবিধে আছে। বাজির পরিমাণটা সেই ঠিক করবে।'

'টেবিলের মাঝখানে বসে ব্যাঙ্কার, পাশে একজন পার্টনার যে তাসগুলো জড় করে আর ডাক দেয়। আর একজন শেফ দ পার্টি থাকে সে মধ্যস্থতা করে। আমি চেষ্টা করব ল্য শিফের একেবারে মুখোমুখি বসতে। ওর সামনে একটা খোপের মধ্যে দুটা প্যাক তাস, বেশ ভাল করে ফেটানো। ওর মধ্যে কোন কারচুপি হবার উপায় নেই। সকলের সামনে পার্টনার তাসটা শাফ্‌ল করে। একজন প্লেয়ার তাসটা কেটে আবার খোপে রেখে দেয়। আমরা সব কর্মচারীদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছি। ওদের দিয়ে কিছু করানো যাবে না। তাসগুলো মার্কামারা হলে অবশ্য সুবিধে হয়। তবে সেটা একেবারেই অসম্ভব যদি না পার্টনারকে হাত করা থাকে। যাই হোক সে দিকে আমরা লক্ষ্য রাখব।'

শ্যামপেনে একটু চুমুক দিয়ে বণ্ড আবার বলতে লাগল, 'এবারে আসল খেলাটা। ব্যাঙ্কার প্রথমে ঘোষণা করল পাঁচলক্ষ ফ্রাঁ অর্থাৎ এখনকার পাঁচশো পাউণ্ডে খেলা আরম্ভ হচ্ছে। ব্যাঙ্কারের পর থেকে এক দুই হিসেবে খেলোয়াড়রা চিহ্নিত থাকে অর্থাৎ তার ঠিক পাশের জন এক নম্বর, তার পাশের জন দুই এইরকম ভাবে

চলে। এখন এক নম্বর বাজিটা মেনে নিয়ে টাকাটা টেবিলে ফেলতে পারে। আর যদি সে নিতে ইচ্ছুক না থাকে তাহলে পাশ দেবে। এখন দু নম্বরের পালা। সে যদি না নেয় তাহলে তিন নম্বর। এইভাবে সারা টেবিল ঘুরবে। যদি কোন একজন খেলোয়াড় নিতে রাজি না থাকে তাহলে অনেক সময় সকলে মিলে নেয়—এমনকি দর্শকদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ যোগ দিতে পারে। এইভাবে পাঁচ লক্ষ যোগাড় করা হয়।'

'অবশ্য এই টাকাটা অতি অল্প পরিমণের বাজি এবং পেতে কোন অসুবিধেই হওয়ার কথা নয়। ক্রমশঃ বাজি যখন চড়তে চড়তে দশ বা কুড়ি লক্ষে পোঁছয় তখন কোন একজন খেলোয়াড় বা অনেকে মিলেও সেটা নিতে রাজি হয় না। এই রকম অবস্থায় আমি বাজি লড়ব। আমার উদ্দেশ্যই হবে ল্য শিফের ব্যাঙ্ক ফেল করান হয় সে আমাকে ফতুর করবে নয় আমি তাকে ফতুর করব। সময় লাগবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের একজনকে হার স্বীকার করতেই হবে, টেবিলে অন্য খেলোয়াড় আর যেই থাকুক না কেন। অবশ্য তারা ইতিমধ্যে আমাদের টাকা কিছু বাড়াতে বা কমাতে পারে নিশ্চয়।'

'ব্যাঙ্কার হওয়ার জন্য এর একটু অসুবিধে হয়েছে বটে। আবার আমি যে ওর পিছনে লাগছি সেটা জানে বলে ওর পক্ষে স্নায়ু শক্ত রাখা কঠিন হবে। তাছাড়া আমার মূলধন কত সেটাও ও জানে না আশা করি। মনে করছি আমরা আরম্ভ করব সমান সমান টাকা নিয়ে।'

বণ্ড একটু থামল। ততক্ষণে ষ্ট্রবেরী আর আভোকাডো পেয়ার এসে গেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে খাওয়া চলল। কফি এল। তখন অন্য নানা বিষয়ে কথাবার্তা হল। সিগারেট ধরাল দুজনে, ব্রাণ্ডি বা অন্য কোন

লিকার নিল না কেউই। বণ্ড ভাবল এবার খেলার পদ্ধতিটা একটু বুঝিয়ে দেওয়া যাক।

'আসলে খেলাটা খুবই সহজ। আরো সহজ মনে হবে তুমি যদি কখনো তাসের 'ভ্যাঁতে তুন' (অর্থাৎ একুশ) খেলাটা খেলে থাকো। ওটাতে ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে এমন তাস নেবে যাতে সবগুলো যোগ করে একুশের কাছাকাছি হয়। আচ্ছা, এই খেলায় আমি দুটো তাস পাচ্ছি, ব্যাঙ্কারও তাই। প্রথমেই কেউ সরাসরি জিতে না গেলে ও বা আমি আর একটা তাস পেতে পারি। উদ্দেশ্য হল দুটো অথবা তিনটে তাসে ত পয়েন্ট পাওয়া কিংবা নয়ের যত কাছাকাছি যাওয়া যায়। ছবিওলা তাস ও দশগুলোর কোন দামই নেই। টেক্ক এক, অন্য তাসের যা দাম তাই। শেষ সংখ্যাটা সব সময় বলতে হয়। যেমন নহলে আর সাত থাকলে যোলো হবে না, হবে ছয়।'

'যে নয়ের কাছাকাছি আসবে সেই জিতবে। ড্র হলে আবার খেলা হয়।'

মন দিয়ে শুনছিল ভেসপার, বণ্ডের একাগ্র ভাবও সে লক্ষ করতে ভোলেনি।

'ব্যাঙ্কার আমাকে দুটো তাস দিল আমি দেখলাম সে দুটো যোগ করে হচ্ছে আট অথবা নয় তাহলে আমি তাস উল্টে দিলাম। জিতলাম আমি। অবশ্য যদি না ওরও এইরকম তাস এসে থাকে। আমার যদি একেবারে আট বা নয় না হয় তাহলে ছয় বা সাতের উপর আমি তাস চাইতেও পারি, নাও পারি। যদি পাঁচের কম হয় তাহলে নিশ্চয়ই চাইব। পাঁচই হল মোক্ষম সংখ্যা। পাঁচ হাতে এলে হারা বা জেতার চান্স একেবারে সমান।'

'আমি যখন তাস চাইব কিম্বা বলব যা আছে থাক তখন ব্যাঙ্কার তার নিজের হাত দেখবে। যদি ওর আট বা নয় উঠে থাকে

তাহলে তাস ফেলে দেখিয়ে দেবে। ও জিতল, তা না হলে ওরও আমার মতোই সমস্যা। তবে আমার চাল দেখেও খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে, তাতে ওর পক্ষে তৃতীয় তাসটা নেবে কি নেবে না ঠিক করতে সুবিধে। যদি আমি আর তাস না নেই তাহলে ও বুঝবে আমার কাছে আছে পাঁচ, ছয় কিংবা সাত। আর যদি আমি তাস তুলি তাহলে ও বুঝবে আমার কাছে ছয়ের কম আছে। আমাকে ও যে তাসটা দেবে সেটা কিন্তু খোলা তাস। সেটা দেখে আর আমার কার্যকলাপ দেখে ওর নিজের চালটা ভাবতে সুবিধে হয়।'

'সুতরাং এদিক দিয়ে ও আমার থেকে একটু সুবিধেজনক অবস্থায় থাকবে। তবে একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। সেটা হল পাঁচ এলে কি করবে—তাস নেবে, না নেবে না? অপর পক্ষ পাঁচ এলে কি করবে? খেলোয়াড়রা কেউ সবসময় তাস তোলে, কেউ কখনই তোলে না। আমি আন্দাজ অনুযায়ী করি।'

'তবে শেষ অবধি দেখা যায় প্রথম বারের আট আর নয় থেকেই জিত। সুতরাং দেখতে হবে আট আর নয়গুলো আমি যাতে ওর চেয়ে বেশি পাই।' সিগারেটটা ঘষে নিভিয়ে ফেলে বণ্ড গ্লাসটা আনতে বলল।

।। ১০ খেলার টেবিলে ।।

খেলার কথা বলতে বলতে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল বণ্ড। শেষ অবধি। ল্য শিফের সঙ্গে একটা মুখোমুখি বোঝাপড়া হবে ভেবেই তার রক্ত দ্রুততালে বইতে আরম্ভ করছিল, নাড়ির গতি দ্রুত হল। ভেসপারের ব্যবহারে একটু আগেই যে অস্বাচ্ছন্দ্যের সূচনা হয়েছিল সেটা প্রায় ভুলেই গেল সে। ভেসপারও নিশ্চিন্ত হল। বণ্ডের তখন জুয়ার মেজাজ এসে গেছে।

বিল চুকিয়ে মোটা রকম বখশিষ দিল বণ্ড। আগে ভেসপার, তার পিছু পিছু সে রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে মস্ত বেণ্টলেটা দাঁড়িয়ে। ভেসপারকে নিয়ে বণ্ড ক্যাসিনো পৌঁছল। গাড়িটা রাখল প্রবেশপথের যতটা কাছে সম্ভব। সামনের সুসজ্জিত ঘরগুলো নীরবে পেরিয়ে গেল ওরা। ভেসপার দেখল বণ্ডের নাকের পাটা একটু ফুলে উঠেছে। অবশ্য তার ভেতরের উত্তেজনা বাইরে প্রকাশ পাচ্ছিল না। ক্যাসিনোর লোকজনদের অভিবাদন গ্রহণ করার সময় বেশ স্বাভাবিকই দেখাচ্ছিল তাকে। ভিতরে ঢুকবার সময় কেউ তাদের মেম্বারশিপ কার্ড দেখতে চাইল না, কারণ বণ্ড ইতিমধ্যেই চড়াবাজির জুয়া খেলে নাম করেছে। তার সঙ্গে যে থাকবে সে ও ক্যাসিনো কর্তৃপক্ষের সম্মানীয় অতিথি।

মাঝের বড় ঘরটায় তাদের ঢুকতে দেখে একটা রুলেত টেবিল থেকে উঠে এল ফেলিক্স লিটার। যেন কতকালের চেনা এমনভাবে বণ্ডের সঙ্গে কথা বলল সে। ভেসপারের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর

এটা সেটা বলে শেষে ফেলিক্স বললে, 'তুমি তো বাকারা খেলবে। তাহলে যদি তুমি অনুমতি করো আমি মিস লিণ্ডকে একটু রুলেতের আসরে নিয়ে যাই। আমার তিনটে লাকি নাম্বার আছে। ওগুলো নিশ্চয়ই উঠবে এবার। মিস লিণ্ডেরও নিশ্চয় কিছু লাকি নাম্বার আছে। তারপর আমরা এসে তোমাদের খেলা দেখব। ততক্ষণে তোমাদেরটাও জমে উঠবে আশা করি।'

বণ্ড ভেসপারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'নিশ্চয়ই', ভেসপার লিটারের প্রস্তাবে এক কথায় রাজি। 'আপনার লাকি নাম্বার আমাকে একটা দিন না, বণ্ডকে বলল সে।

'আমার কোন লাকি নাম্বার-টাম্বার নেই।' বণ্ডের মুখ গম্ভীর। যেসব ক্ষেত্রে সমান সমান চান্স আমি সেগুলোর উপরই কেবল বাজি ধরি। আচ্ছা তাহলে আমি চলি। আমার বন্ধু ফেলিক্স লিটার আপনার দেখা-শোনা করবেন, এই বলে অল্প করে হেসে সে ধীরে সুস্থে ক্যাশের দিকে চলে গেল।

লিটার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, 'মিস লিণ্ড, উনি বাজির ব্যাপারে অত্যন্ত সিরিয়াস। না হয়ে উপায় নেই। যাই হোক এবার আসুন, দেখুন ১৭ নম্বর কিরকম আমার আন্দাজ অনুযায়ী ওঠে। বেশ কিছু টাকা পেয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা খারাপ নয়, কি বলেন?'

বণ্ড একা হয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। এবার অন্য কিছু ছেড়ে কেবল হাতে যে কাজটা আছে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাবে। ক্যাশে গিয়ে সে রসিদ দেখিয়ে দুকোটি চল্লিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দুভাগে ভাগ করে কোটের দু-পকেটে পুরল। তারপর ধীরেসুস্থে সে চলল ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে যেখানে পেতলের রেলিঙের ওপারে পাতা আছে বাকারার টেবিল।

দু-একজন করে আসতে আরম্ভ করেছে। তাসগুলো উল্টো

করে টেবিলে পাতা। সেগুলো আস্তে আস্তে মিশিয়ে শাফ্‌ল করা হচ্ছে। একে বলা হয় ক্রুপিয়ার্স শাফ্‌ল—এই উপায়ে তাস ফেটিয়ে নিলে নাকি জোচ্চুরির সম্ভাবনা সবচেয়ে কম হয়।

রেলিঙের ওপারে যাবার পথ ভেলভেট মোড়া চেন দিয়ে আটকানো। শেফ দ' পার্টি' চেনটা সরালেন।

'আপনার জন্যে ৬ নম্বরটা আছে মসিয়ো বণ্ড—আপনি যেমন চেয়েছিলেন।'

টেবিলে তখনো তিনটে জায়গা খালি। বণ্ড ভেতরে ঢুকল। একজন পরিচারক তার চেয়ারটা টেনে ধরে দাঁড়িয়েছিল। বণ্ড বসে পড়ে এপাশে ওপাশে সমবেত ব্যাক্তিদের অভিবাদন জানাল। তার চ্যাপটা গানমেটালের সিগারেট-কেস আর কালো লাইটার বার করে পাশে রাখল। পিছানের পরিচারকটি তাড়াতাড়ি মোটা কাঁচের একটা অ্যাশট্রে কাপড়ে মুছে বণ্ডের সামনে রাখল। সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল বণ্ড।

তার ঠিক উল্টোদিকে ব্যাঙ্কারের চেয়ার তখনো খালি। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল বণ্ড। ৭ নম্বরে, তার ডানদিকে আছেন মসিয়ো সিক্সটে—বিত্তশালী বেলজিয়ান ভদ্রলোক, কঙ্গোতে কি সব ধাতুর ব্যবসা আছে। ৯ নম্বরে আছেন লর্ড ড্যানভার্স, চেহারাটা সম্ভ্রান্ত কিন্তু খুব দৃঢ়চিত্ত নয়। সম্ভবত তাঁকে টাকা দিচ্ছেন তাঁর আমেরিকান স্ত্রী। মহিলা প্রচুর অর্থের মালিক, চেহারার সঙ্গে শিকারী ব্যারাকুডার সাদৃশ্য আছে। এই মহিলা বসেছেন ৩ নম্বরে বণ্ড ধরে নিল এরা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এবং নার্ভাসভাবে খেলবে এবং প্রথম চোটেই ধরশায়ী হবে। ব্যাঙ্কারের ডানদিকে, ১ নম্বরে আছেন এক বিখ্যাত গ্রীক জুয়াড়ী। এক জাহাজ কোম্পানীর মালিক তিনি। বণ্ড তার আগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে যারা আসে প্রত্যেকেই

জাহাজ কোম্পানীর মালিক। এই লোকটি মাথা ঠাণ্ডা করে খেলবে এবং চট করে রণে ভঙ্গ দেবে না।

বণ্ড পরিচারকের কাছে একটা কার্ড চাইল। কার্ডে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে তার নীচে লিখল ২, ৪, ৫, ৮, ১০ এবং লুইসিয়ারকে বলল কার্ডটা শেফ দ'পার্টিকে দিতে।

একটু পরেই কার্ড ফেরত এল। তাতে নামগুলো লেখা।

২ নম্বরে আসছেন কারমেল ডিলেনি। ইনি এখনো এসে পেঁছননি। এই মহিলা আমেরিকান চিত্রতারকা, তিনজন পূর্বতন স্বামীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ পেয়েছেন। এখন যিনি তাঁর সঙ্গী তাঁর কাছ থেকেও নিশ্চয় প্রভূত অর্থ পাবার সম্ভাবনা। স্বভাবে আশাবাদী ইনি—সুতরাং মহানন্দে খেলে যাবেন এবং বলা যায় না হয়ত ভাগ্যদেবী এঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হতেও পারেন।

৩ নম্বরে আছেন লেডি ড্যানভার্স। ৪ ও ৫ নম্বরে আছেন মিষ্টার ও মিসেস ডু পণ্ট। চেহারা দেখেই মনে হয় সম্পদশালী। তবে এখানে তাঁরা যে টাকা নিয়ে খেলতে এসেছেন সেটা বৈধ না অবৈধ কে জানে। এঁরা শেষ অবধি টিঁকে থাকবেন মনে হয়। যেরকম স্বচ্ছন্দভাবে তাঁর কথাবার্তা বলছেন তাতে মনে হয় এইসব খেলায় তাঁরা বিলক্ষণ রপ্ত। মিসেস ডু পণ্ট ছিলেন ৫ নম্বরে, অর্থাৎ বণ্ডের পাশে। তাতে বণ্ড খুশীই হল। কারণ প্রয়োজন হলে এদের সঙ্গে টাকা শেয়ার করা যাবে।

৮ নম্বরে এক ভারতীয় রাজ্যের মাহারজা। যুদ্ধের সময়কার ষ্টার্লিং ব্যালেন্সে ধনী। বণ্ড দেখেছে এশিয়ার লোকেরা খুব একটা জুয়াড়ী হয় না। এমনকি চিনারাও অবস্থা খারাপ দেখলে ঘাবড়ে যায়। তবে যদি লোকসান একবারে না হয়ে ধীরে ধীরে হয় তাহলে মহারাজা টিঁকে থাকতেও পারেন।

১০ নম্বরে আছেন একজন কম বয়সী ইতালিয়ান, নাম সিনর তোমেলি। দেখলে মনে হয় প্রচুর টাকাকড়ি আছে। মিলানে হয়ত অনেক বস্তি থেকে ভাড়া আসে। এ খেললেও খুবই বোকার মতো খেলবে এবং ঝোঁকের মাথায় বাজি ফেলবে। হয়ত চটে যাবে চেঁচামেচি করবে।

বণ্ড উপস্থিত সকলের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পেরেছে এমন সময় নিঃশব্দে, মাছের মতো গতিতে এসে ঢুকল ল্য শিফ। অযথা সময় নষ্ট না করে সে সোজা এসে বসে পড়ল বণ্ডের উল্টোদিকে ব্যাঙ্কারের চেয়ারে, অত্যন্ত শীতল হাস্য করে উপস্থিত সকলকে সম্ভাষণ জানাল।

তার গতিবিধি একেবারেই বাহুল্যবর্জিত। মোটা মোটা হাত, টেবিলের উপরে রাখা। তার সামনে ক্রুপিয়ার তাসের মোটা প্যাকটি রাখতেই ল্য শিফ কেটে দিল। ক্রুপিয়ার তখন ছটা প্যাক দ্রুত উঠিয়ে খাপের মধ্যে ভরে দিতেই ল্য শিফ নিচু গলায় তাকে কি যেন বলল।

'সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, খেলা শুরু হল। জমা পড়েছে পাঁচ লক্ষ।'

১ নম্বরের গ্রীক লোকটি তাঁর টকার চাকতিগুলির সামনে টোকা দিতেই, 'জমা নেওয়া শেষ হল'।

ল্য শিফ ঝুঁকে পড়ল খাপটার দিকে। প্রথমে তাস গুলো ঠিক করে নেবার জন্য একটা চাপড় দিল। তারপর একটু চাপ দিয়ে প্রথম তাসটা বার করল ডানদিকের গ্রীকটির জন্য। এর পরের তাসটা নিজের। আর একটি গ্রীক লোকটির, আর একটা নিজের।

নিজের তাসগুলো না ছুঁয়ে চুপ করে বসে রইল ল্য শিফ, গ্রীক লোকটির মুখভাব দেখতে লাগল।

ক্রুপিয়ার একটা চ্যাপটা কাঠের চামচের মতো জিনিস দিয়ে তাস দুটো আলগোছে এগিয়ে দিল গ্রীক লোকটির হাতের কাছে। হাত দুটো এতক্ষণ গোলাপী কাঁকড়ার মতো স্থির হয়ে পড়ে ছিল টেবিলে। হঠাৎ যেন কাঁকড়া দুটো প্রাণ পেয়ে ধড়ফড় করে উঠল। বাঁ হাত দিয়ে তাস দুটো তুলে নিয়ে অন্য হাতটা আড়াল করে সে প্রথমে তলার তাসটা কত দেখে নিল, তারপর তাসটা অল্প একটু সরিয়ে উপরের তাসটাও দেখে নিল।

তার মুখ ভাবলেশহীন। বাঁ হাতটা টেবিলে রেখে সরিয়ে নিল সে। গোলাপী রঙের তাস দুটো উল্টো হয়ে পড়ে রইল। কি তাদের রহস্য কেউ জানতে পারল না।

তারপর মাথা তুলে সে ল্য শিফের দিকে তাকিয়ে বলল—'না,।

গ্রীক লোকটি যখন অন্য তাস চাইল না তার অর্থ সে হয় পঞ্জা, নয় ছক্কা নয় সাতা পেয়েছে। জিততে হলে এখন ব্যাঙ্কারকে আট অথবা নহলা দেখাতে হয়। তা না থাকলে তাকে আর একটা তাস তুলতে হবে। তার ফলে অবশ্য অবস্থার উন্নতি হতেও পারে নাও হতে পারে।

ল্য শিফের মুঠোকরা হাতের কয়েক ইঞ্চি দূরে তাস দুটো। ডান হাত দিয়ে তাস দুটো শব্দ করে উল্টে দিল সে।

চৌকো আর পঞ্জা—অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়। ল্য শিফ জিতল।

'নয়ের ঘরের টাকা জমা হল,' বলল ক্রুপিয়ের। কাঠের হাতা দিয়ে সে গ্রীক লোকটার তাস দুটো উল্টে দিল, গম্ভীরভাবে বলল, 'আর সাত'। মৃত সাতা আর বিবিকে পাচার করা হল একটা ধাতব পাত্রে। যে সব তাসে খেলা হয়ে গেছে সেগুলি ওখানে জমা হয়। ল্য শিফের তাস দুটিও খড়খড় শব্দ করে তার মধ্যে পড়ল।

একটু পরেই যখন অনেক তাস জমা হয়ে যাবে তখন আর পড়বার শব্দ হয়ে না।

গ্রীক লোকটা পাঁচটা চাকতি এগিয়ে দিল—প্রত্যেকটা এক লক্ষের। টেবিলের মাঝখানে ল্য শিফের পাঁচ লক্ষের চাকতি গুলোর সঙ্গে এগুলো যোগ হল। প্রত্যেক বাজির খেলা থেকে একটা শতাংশ যায় ক্যাসিনোর ভগে। সাধারণতঃ চড়া বাজির খেলায় ব্যাঙ্কার নিজেই এটা আলাদা করে রেখে দেয় নয়ত প্রত্যেক হাতের শেষে দেয়। ল্য শিফ এই শেষেরটাই করছিল।

টাকার বাক্সে কয়েকটা গুটি ফেলে দিয়ে ক্রুপিয়ের ঘোষণা করল,

'১০ লক্ষ জমা হল'।

'খেলা চলুক' বলল গ্রীকটি।

সিগারেট ধরিয়ে নড়েচড়ে বসল বণ্ড। এইবার আরম্ভ হয়েছে আসল খেলা। এইরকম মন্ত্রপাঠ চলবে যতক্ষণ না আহত খেলুড়েরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যায়। তারপর এই সবুজ টেবিল রক্তস্নানে পরিতৃপ্ত হয়ে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে।

গ্রীকটি তৃতীয় তাস টানল। কোন লাভ হল না। ব্যাঙ্কের সাতের বিরুদ্ধে তার উঠল চার।

'কুড়ি লক্ষ জমা পড়ল' বলল ক্রুপিয়ের।

বণ্ডের বাঁ দিকের লোকেরা চুপ।

'আছি' বলে উঠল বণ্ড।

।। ১১ সত্যের মুখোমুখি ।।

ল্য শিফ এই শুনে একবার বণ্ডের দিকে তাকাল। তার চোখের মণির চারপাশ দিয়ে সাদাটা বেরিয়ে থাকে। ফলে সব মিলিয়ে চেহারায় কেমন একটা নির্বিকার পুতুল পুতুল ভাব।

আস্তে আস্তে সে টেবিলের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে ডিনার জ্যাকেটের পকেটে পুরল। যখন হাতটা আবার বার করল তখন দেখা গেল ছোট একটা সিলিণ্ডার, স্ক্রু আঁটা। স্ক্রুটা খুলল সে। তারপর খুব ধীরে ধীরে সিলিণ্ডারে নল একবার ডান নাকে একবার বাঁনাকে ঢুকিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিঃশ্বাস নিল। বেনজেড্রিন।

ধীরে সুস্থে আবার নলটা পকেটে পুরে সে তাসের খোপের উপর একটা চাপড় মারল।

যতক্ষণ ল্য শিফ এই অভদ্র আচরণ করছিল বণ্ড স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে—ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখছিল তার চেহারা। চওড়া ফর্সা মুখ, মাথায় খোঁচা খোঁচা লালচে চুল, ভিজে ভিজে গম্ভীর ঠোঁট, চওড়া কাঁধ। ডিনার জ্যাকেটও ততোধিক চওড়া।

কলারের কারুকার্যটা না থাকলে অনায়াসে এই লোকটাকে একটা জন্তু মনে করা যেত—অন্ততপক্ষে আধা মানুষ আধা ষাঁড়। সবুজ টেবিলটা যেন সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন—তার উপর থেকে দেখা যাচ্ছে জন্তুটার মাথা।

না গুনেই এক থাক নোট বণ্ড টেবিলের উপর ফেলল। যদি হারে তাহলে ক্রুপিয়ার তার কাছ থেকে বাকি টাকাটা আদয় করে

নেবে। তবে সাধারণতঃ না শুনে টাকা দেবার অর্থ এই বোঝায় যে বণ্ড হারার জন্য টাকাটা দেয়নি। এবং প্রচুর অর্থ নিয়ে এসেছে—এটা তার সামান্য একটু নমুনা মাত্র।

অন্য প্লেয়াররা আন্দাজ করতে পারছিল যে এই দুজনের মধ্যে একটা রেষারেষি চলছে। সকলে চুপ করে রইল। ল্য শিফ খাপের মধ্যে থেকে চারটে তাস বার করল।

কাঠের হাতা দিয়ে বণ্ডের দিকে দুটো তাস এগিয়ে দিল ক্রুপিয়ের। বণ্ড তখনো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ল্য শিফের দিকে। ডান হাতটা একটু বাড়িয়ে এক নজর তাসগুলো দেখে নিয়েই সে অবহেলাভরে উল্টে দিল তাস দুটো।

চার আর পাঁচ—অর্থাৎ নয়। সবথেকে বড় সংখ্যা।

টেবিলে রুদ্ধশ্বাস হিংসেয় সকলে জর্জরিত হল। বণ্ডের বাঁ দিকে যারা ছিল তাদের আফশোশ সবচেয়ে বেশি। ২০ লক্ষের বাজি ছেড়ে না দিলেই হত।

সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের তাস দুটো দেখল ল্য শিফ, দুটো গোলাম। কোনই মূল্য নেই। তাস দুটো নখ দিয়ে টোকা মেরে সরিয়ে দিল সে।

'বাকারা' বলে নোটের তাড়াটা বণ্ডের দিকে এগিয়ে দিল ক্রুপিয়ের। ডানদিকের পকেটে সেগুলো পুরে ফেলল বণ্ড। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না যে সে খুশি হয়েছে। প্রথম বারেই জয়। তাছাড়া টেবিলের এপারে ওপারে ইচ্ছার লড়াইয়েও জিতেছে সে।

বাঁদিকের আমেরিকান মহিলা, মিসেস ডু পণ্ট করুণ হাসি হেসে বললেন, 'আপনার কাছ অবধি ডাকটা পৌঁছতে দেওয়া উচিত হয়নি আমার। তাস যেই দেওয়া হয়ে গেল তখন আমার আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিল।'

'খেলা তো সবে সুরু। এর পরের বার যখন পাস দেবেন তখন হয়ত আপনিই ঠিক করেছেন দেখা যাবে।'

স্ত্রীর ওপাশ থেকে ঝুঁকে বললেন মিঃ ডু পন্ট 'প্রত্যেক বারই কি আর ঠিক হয়? তাহলে আর এখানে আসা কেন?'

'আমি তাহলেও আসতাম,' 'তাঁর স্ত্রী হাসলেন। 'প্রাণের দায়ে।'

খেলা চলতে লাগল। বণ্ড এবার দর্শকদের দিকে মনঃসংযোগ করল। পেতলের রেলিঙ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ল্য শিফের দুই দেহরক্ষীকে সহজেই চেনা গেল। দেখতে ভদ্রগোছের হলে কি হবে তাদের যে এ খেলায় মন নেই তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

ল্য শিফের ডানপাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে তার পরনে ডিনার জ্যাকেট, লম্বা চেহারা। মনে হচ্ছে কারো শবানুগমন করতে এসেছে। কাঠের মতো মুখে জ্বলজ্বল করছে চোখ। লোকটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, হাতটা রেলিঙের উপর ক্রমাগত এদিক ওদিক করছে। বণ্ডের মনে হল অকারণে খুন করতে পারে লোকটা এবং সম্ভবত গলা টিপে মারাই এর সবথেকে প্রিয়। এর নিষ্ঠুরতার উৎস সম্ভবত মারিহুয়ানা জাতীয় কোন মাদক।

অন্য লোকটাকে দেখতে একটা কসিকান দোকানদারের মতো। বেঁটে, কালো, চ্যাপটা মাথায় তেলতেলে চুল। খোঁড়া বলে মনে হয়, কারণ সঙ্গে রয়েছে একটা মালাক্কা বেতের ছড়ি, মাথাটা রবারের। রেলিঙে ঝোলানো আছে। ক্যাসিনোর ভিতরে সাধারণতঃ লাঠি জাতীয় অস্ত্র ঢোকানো নিষিদ্ধ, লোকটি নিশ্চয় এর জন্য বিশেষ অনুমতি নিয়েছে। ধূর্ত চেহারা। খায়দায় ভালো নির্ঘাত। কালো মোটা গোঁফ, হাতে লোম। সারা দেহে নিশ্চয় লোমের আধিক্য। জামা কাপড় খুলে ফেললে লোকটাকে দেখাবে একটা জন্তুর মতো।

খেলা চলল। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটছিল না, তবে ব্যাঙ্কারের ভাগ্য খুব ভালো যাচ্ছিল না। ক্রমেই ব্যাঙ্কের টাকা চলে যাচ্ছিল, দু ঘণ্টায় এক কেটি ফ্র্যাঙ্ক লোকসান হল। গত দুদিনে ল্য শিফের লাভ কত হয়েছে বণ্ডের জানা ছিল। হয়ত পঞ্চাশ লক্ষ। তা যদি হয় তাহলে এখন এর মুলধন দু-কোটির বেশি হতেই পারে না।

আসলে সেদিন সারা দুপুর ল্য শিফ হেরেছে। এখন তার মাত্র এক কোটি বাকি।

রাত একটা নাগাদ বণ্ড চল্লিশ লক্ষ জিতল, ফলে তার মুলধন দাঁড়াল দুকোটি আশি লক্ষে।

বণ্ড খেলছিল সাবধানে। লাভের পরিমাণে সে সন্তুষ্টই হচ্ছিল। ল্য শিফের মুখে কোন ভাবান্তর নেই, কলের পুতুলের মতো খেলে যাচ্ছে সে। কেবল প্রত্যেকবার নতুন ব্যাঙ্ক আরম্ভ করার সময় নিচু গলায় ক্রুপিয়েরকে কিছু নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছে।

টেবিলের চারিদিকে বিরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিন্তু আশেপাশের অন্য টেবিলগুলি থেকে গুঞ্জন শোনা যায়, ক্রুপিয়েরের ঘোষণা, কখনো উচ্চহাসি, কখনো উত্তেজনাসূচক কলরব।

বণ্ডের ঘড়িতে তখন একটা বেজে দশ, এমন সময় তাদের খেলা একটু নতুন পথে মোড় নিল।

২ নম্বরের গ্রীক লোকটির তখনো অবস্থা খারাপ যাচেছ। তৃতীয়বার পাস দিল সে—কুড়ি লক্ষের ব্যাঙ্ক যাচেছ তখন। ২ নম্বরে কারমেল ডিলেনি পাস দিল ৩ নম্বরে লেডি ডানভার্স ও তাই করলেন।

ডু পণ্ট দম্পতি চোখ চাওয়াচায়ি করলেন। 'আছি,' মিসেস ডু পণ্ট বললেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্যাঙ্কারের আটের কাছে হেরে গেলেন।

'জমা পড়েছে চল্লিশ লক্ষ।'

'আজি' বণ্ড একতাড়া নোট বার করল।

ল্য শিফের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এক নজর তাসটা দেখে নিল সে।

'না'। মাত্র পাঁচ। অবস্থা সঙ্কটজনক।

ল্য শিফের চার আর গোলাম উঠেছে। খাপে আর এক থাবড়া মেরে একটা তিন বার করল সে।

'সাতের ঘরে জমা হল, আর পাঁচ।' বণ্ডের তাসগুলো উল্টে দিতে দিতে বলল ক্রুপিয়ের। বণ্ডের টাকার গোছা থেকে চল্লিশ লক্ষ বার করে নিয়ে সে বাকিটা ফেরত দিল।

'আশি লক্ষ জমা হল।'

'চলুক, বণ্ড বলল।

আবার হারল সে।

গত দুটো খেলায় সে হেরেছে এক কোটি কুড়ি লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক। আর এক কোটি ষাট লক্ষ বাকি আছে—যা দিয়ে কোনমতে পরের খেলাটা হতে পারে।

হঠাৎ বণ্ডের হাতের তালু ঘামতে শুরু করল। তার সমস্ত মূলধন বরফের মতো গলে গেছে। ল্য শিফ পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে টেবিলে টক টক করে তাস ঠুকছে। তার চোখে বিদ্রূপ। 'আরো শিক্ষা দরকার?' যেন সেই চোখ জিগ্যেস করছে। 'চলুক বলল বণ্ড।

ডান দিকের পকেট থেকে কিছু টাকা আর চাকতি বার করল সে, বাঁ দিকের পকেট থেকে বাদবাকি টাকা যা ছিল। কেউ বুঝতে পারল না যে এই তার শেষ বাজি।

হঠাৎ গলাটা শুকিয়ে উঠল তার। তাকিয়ে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে ফেলিক্স লিটার আর ভেসপার। ল্য শিফের ছড়িওয়ালা দেহরক্ষীটা নেই ওখানে। ফেলিক্সকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল, ভেসপার

একটু হেসে বণ্ডকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করল।

পিছনে রেলিঙে শব্দ শুনে পিছনে তাকাল সে। মোটা কালো গোঁফের নিচে বিশ্রী একসারি দাঁত।

'খেলা হল' ক্রুপিয়ের ঘোষণা। বণ্ডের দিকে দুটো তাস এগিয়ে এল। টেবিলের সবুজ কাপড়টাকে এখন মনে হচ্ছে সমাধিক্ষেত্রের ঘাসের মতো সবুজ।

স্যাটিনের শেডের মধ্যে থেকে আলো পড়েছে টেবিলে। সেই আলোতে বণ্ডের হাত মনে হল বিবর্ণ, রক্তশুন্য।

এর থেকে খারাপ হাত আর আসতে পারে না। হরতনের সাহেব আর ইস্কাবনের টেক্কা। ঠিক যেন একটা কালো মাকড়সা।

'তাস।' যথাসম্ভব স্থির গলায় বলল সে।

ল্য শিফ পেয়েছে বিবি আর একটা কালো পাঁচ। বণ্ডের দিকে তাকিয়ে সে আর একটা তাস ওঠাল, সকলে নির্বাক বসে। ক্রুপিয়ের কাঠের হাতা দিয়ে সেটা আলগোছে বণ্ডের দিকে চালিয়ে দিল। তাস হিসেবে খারাপ নয়, হরতনের পাঁচ। কিন্তু বণ্ডের কাছে যেন একটা রক্তমাখা আঙুলের ছাপ। তার এখন ছয়, ল্য শিফের পাঁচ। এখন ব্যাঙ্কারকে আর একটা তাস তুলতে হবে— এক দুই তিন অথবা চার। অন্য তাস উঠলেই সে হারবে।

সুতরাং জেতার সম্ভাবনা বণ্ডেরই বেশি। এক দৃষ্টিতে বণ্ডের দিকে তাকিয়ে তাস তুলল ল্য শিফ এবং প্রায় না দেখেই উল্টে দিল সেটা।

সবথেকে ভাল তাসই পেয়েছে সে, চার। সুতরাং তার হল নয়।

বণ্ড শুধু যে হারল তাই নয় একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল।

॥ ১২ প্রাণঘাতী টিউব ॥

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল বণ্ড। কালো সিগারেট কেসটা খুলে একটা সিগারেট বার করল সে। রনসন লাইটারটা জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা আবার রেখে দিল টেবিলে। লম্বা টান মেরে দাঁতের ভেতর দিয়ে শব্দ করে ধোঁয়া ছাড়ল।

এবার? হোটেলে ফিরে সোজা বিছানায়। ম্যাথিস, লিটার আর ভেসপারের সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি এড়িয়ে পালাতে হবে। লণ্ডনে ফোন। পরের দিন প্লেন ধরা। ট্যাক্সি করে রিজেন্ট পার্ক। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, বারান্দা পার হয়ে এম-এর মুখোমুখি। কি আর করা যাবে। আশা করা যায় পরের বার এর চেয়ে ভালো হবে'—ইত্যাদি কৃত্রিম সহানুভূতি। কিন্তু আর এরকম চান্স পাওয়া যাবে না, বণ্ড ভালো করেই জানে সে কথা।

দর্শকদের দিকে তাকাল সে। কেউই এখন আর তাকে দেখছে না। ওরা দেখছে টাকা গোনা হচ্ছে, থাক থাক করে রাখা হচ্ছে ব্যাঙ্কারের সামনে। আর কেউ চ্যালেঞ্জ করবে কিনা জানতে উৎসুক দর্শকরা। তিন কোটি কুড়ি লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ আছে কি?

লিটার নেই। খুব সম্ভব বণ্ডের পরাজয়ের পর তার মুখোমুখি হবার বাসনা নেই বলে। কিন্তু ভেসপার এখনো হাসিমুখে তাকিয়ে উৎসাহ দেবার ভঙ্গীতে। ও খেলার কিছুই বোঝে না, বোধহয় ধরতেই পারেনি কি শোচনীয়ভাবে বণ্ডকে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

এমন সময় দেখা গেল পরিচারকটি বণ্ডের দিকে আসছে। সে নিচু হয়ে একটা মোটা খাম বণ্ডের সামনে রেখে চলে গেল। টাকা না কি যেন একটা কথা বলল। খামটা বেজায় পুরু, অভিধানের মতো।

বণ্ডের মন মুহূর্তের মধ্যে নেচে উঠল। টেবিলের নিচে নখ দিয়ে খামটা চিরে ফেলল সে। এখনো খামের আঠা ভিজে রায়েছ।

কে পাঠিয়েছে এই টাকা? নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না বণ্ড। টাকাগুলো সে পকেটের মধ্যে পুরে দিল। এক টুকরো কাগজে লেখা 'মার্শাল এড। তিনকোটি কুড়ি লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক। যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে শুভেচ্ছা।'

অভিভূত বোধ করল বণ্ড। তাকিয়ে দেখে ভেসপারের পাশে আবার ফেলিক্স এসে গেছে। খুব সামান্য হাসি তার ঠোঁটে লেগে আছে। বণ্ডও উত্তরে হেসে হাতটা সামান্য উচু করল। তারপর সে মন থেকে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে নতুন করে খেলার জন্য প্রস্তুত হল। একটু সুযোগ পাওয়া গেছে। এবার জিততে হবেই। আশা করা যায় ল্য শিফ ইতিমধ্যে পাঁচ কোটি লাভ করে ফেলেনি।

ক্রুপিয়ের ইতি মধ্যেই ক্যাসিনোর প্রাপ্য টাকা আলাদা করেছে বণ্ডের টাকার বদলে চাকতি বার করেছে এবং টেবিলের মধ্যে বাজির টাকা জমা করতে সুরু করেছে।

টেবিলের উপরে পড়েছে তিন কোটি কুড়ি লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক। বণ্ড ভাবল হয়ত ল্য শিফের আর অল্প কিছু হলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। হয়ত আর দশ বিশ লক্ষ হলেই তার পাঁচ কোটি ফ্র্যাঙ্ক হয়ে যায়। তখন সে খেলার টেবিল ছেড়ে অনায়াসে বিদায় নেবে। তার সব আর্থিক ক্ষতি তাহলে পুষিয়ে যায় এবং সম্মান রক্ষাও হয়।

কিন্তু ল্য শিফের ওঠার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বণ্ড দেখে নিশ্চিন্ত হল। তাহলে ল্য শিফের যত টাকা আছে বলে অনুমান করা হচ্ছিল তত নেই।

এখন একমাত্র উপায় সব টাকার উপর বাজি ধরা। টেবিলের অন্য কারো সঙ্গে ফ্রাঙ্ক শেয়ার না করে নিজেই সবটা ধরা। ল্য শিফ নিশ্চয়ই আশা করেনি যে কেউ পুরো টাকার উপর বাজি ধরবে। সে হয়ত জানে না যে বণ্ডের সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল, সে হয়ত ভাবছে বণ্ডের কাছে আর যৎসামান্য টাকা আছে। যদি সে খামটার কথা জানত তাহলে অবশ্যই এত টাকা সরিয়ে রেখে আবার পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্ক থেকে খেলা আরম্ভ করত।

বণ্ডের অনুমানেই ঠিক দেখা গেল। ল্য শিফের দরকার ছিল আর আশি লক্ষ।

'তিন কোটি কুড়ি লক্ষ জমা পড়ল' প্রথমে ক্রুপিয়ের ঘোষণা করল, তারপর আর একটু উঁচু গলায় ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করল শেফ দ' পার্টি। আশেপাশের টেবিল থেকে কাউকে এখানে টেনে আনা যায় এটাই মনোগত বাসনা। তাছাড়া বাকারার ইতিহাসে এত টাকার বাজি কখনো ধরা হয়নি। মাত্র একবার ১৯৫০ সালে দোভিলে এত হয়েছিল। ল্য ত্রোকের ক্যাসিনোতে এর ধারে কাছেও কোন বাজি ওঠেনি।

বণ্ড একটু ঝুঁকে বলল, 'চলুক।'

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। ক্যাসিনোর সর্বত্র এই খবর পৌঁছে গেল। চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে আসতে লাগল। বহু লোকে সারা জীবনে এত টাকা রোজগার করেনি। তিন কোটি কুড়ি লক্ষ ফ্রাঙ্ক! সোজা কথা! এক একটা পরিবারের সমস্ত সম্পদের পরিমাণ একত্র করে এত হয় না।

ক্যাসিনোর একজন ডিরেকটর শেফ দ' পার্টির সঙ্গে কি যেন

আলোচনা করে নিলেন। শেফ দ' পার্টি বণ্ডের দিকে ফিরে একটু লজ্জিতভাবে বললেন 'মাপ করবেন মসিয়ো, কত পড়েছে যেন?'

এর অর্থ আর কিছু নয়, বণ্ডের কাছে অত টাকা আছে কিনা সেটা দেখতে চাওয়া হচ্ছে। অবশ্য বণ্ড যে খুবই বিত্তবান লোক সেটা জানা ছিল কিন্তু তিন কোটি কুড়ি লক্ষ টাকাও তো নেহাত কম নয়। অনেক সময় লোকে ঝোঁকের মাথায় টাকা না থাকলেও বাজি ফেলে বসে, তারপর হেরে গেলে জেলে যেতে বাধ্য হয়।

'কিছু যদি মনে না করেন মসিয়ো' শেফ দ' পার্টি আবার বললেন।

মোটের তাড়াটা তখন বণ্ড টেবিলের উপর বার করল। ক্রুপিয়ের গুনতে বসে গেল টাকাটা। ঠিক সেই সময় ল্য শিফের সঙ্গে বণ্ডের পিছনে দাঁড়ানো রক্ষীর দৃষ্টির বিনিময়ে হল—সেটা বণ্ডের নজর এড়ালো না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সে তার শিরদাঁড়ার ঠিক তলায় শক্তমত একটা অনুভব করল।

একই সময়ে তার ডান কানের পিছনে মোটা গলায় কে যেন বলল 'মসিয়ো। এটা একটা রিভলভার। এতে শব্দ হয় না। নিঃশব্দে আপনার শিরদাঁড়া উড়িয়ে দেওয়া যাবে এই দিয়ে। মনে হবে আপনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আমি দশ গোনার আগে আপনার বাজি ফিরিয়ে নিন। লোক ডাকলে আমি গুলি করব।'

লোকটার ফরাসী উচ্চারণ দক্ষিণ অঞ্চলের। বণ্ডের বুঝতে পারল এর যে কথা সেই কাজ। এরা কোন অসৎ কাজেই পিছ-পা নয়। এতক্ষণে বোঝা গেল ঐ মোটা ছড়ির অর্থ। এই ধরণের রিভলভার সে আগেও দেখেছে। ব্যারেলের মধ্যে এমনভাবে রবারের আস্তরণ দেওয়া আছে যাতে শব্দ হয় না, কিন্তু গুলি স্বচ্ছন্দে চলে যায়।

'এক'।

বণ্ড মাথা ঘুরিয়ে দেখল। কালো গোঁফের নিচে নির্বিকার হাসি হাসছে লোকটা, যেন বণ্ডকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য অন্য দর্শকদের মতো সেও দাঁড়িয়ে আছে।

'দুই। দাঁতগুলো কাছাকাছি এল।

টেবিলের ওপারে তাকাল বণ্ড। ল্য শিফ তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে। চোখ চকচক করছে, মুখ হাঁ করা। সে অপেক্ষা করছে—কতক্ষণে বণ্ড তার বাজি ফিরিয়ে নেয় কিম্বা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

'তিন'।

ভেসপার আর ফেলিক্সের দিকে তাকাল বণ্ড। ওরা হাসিমুখে কথাবার্তা বলছে। উহ্ কি বোকা। ম্যাথিস কোথায়? তার সব সাঙ্গো পঙ্গোরাই বা কোথায়?

'চার'।

অন্য লোকগুলোও তো আচ্ছা বোকা। তারা কি বুঝতে পারছে না কি ঘটছে? শেফ দ' পার্টি, ক্রুপিয়ের, পরিচারক কেউ না?

'পাঁচ'।

ক্রুপিয়ের নোটগুলো গুছিয়ে রাখছে। শেফ দ্য পার্টি বণ্ডের দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানাল। টাকা গোনা হয়ে গেলেই খেলা শুরু ঘোষণা করা হবে। ততক্ষণে রিভলবারের গুলি বণ্ডের দেহ ভেদ করে যাবে।

'ছয়'।

বণ্ড ঠিক করে ফেলল। এই চান্স তাকে নিতেই হবে। আস্তে, সাবধানে সে হাত দুটো টেবিলের ধারে নিয়ে এল। শক্ত করে ধরল টেবিল। পিছনে রিভলভারে নল ফুটছে।

'সাত'?

শেফ দ' পাটি ল্য শিফের দিকে ফিরল। ব্যাঙ্কারের অনুমতি পেলেই খেলা আরম্ভ হবে।

হঠাৎ বণ্ড তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পিছনে এক ঠেলা মারল। চেয়ারটা গিয়ে পড়ল মালাক্কা বেতের ছড়িটার উপর এবং লোকটা ট্রিগার টানার আগেই সেটা ওর হাত থেকে ছিটকে গেল।

বণ্ড দর্শকদের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল মাথা নিচে পা ওপরে—এইভাবে চেয়ারের পিছনটা মটাৎ করে দু টুকরো হয়ে গেল। হৈ হৈ বেধে গেল। দর্শকরা প্রথমে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল, আবার ঘিরে ধরল তারা। বণ্ডকে সকলে মিলে উঠিয়ে দিল। গা-হাত ঝেড়ে দিল তার শেফ দ' পাটি, পরিচারক সকলে সাহায্য করল। যাতে কোন কেলেঙ্কারী না ঘটে।

রেলিংটা ধরে কোনমতে দাঁড়াল বণ্ড। তাকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল। কপালে হাত বুলিয়ে বলল সে 'হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠেছিল। এই গরমে—উত্তেজনায়।'

সকলেই সহানুভূতি জানাল। সত্যিই তো, এরকম মারাত্মক বাজির খেলা যখন। মসিয়ো কি তাহলে একটু শুয়ে পড়বেন? না বাড়ি যাবেন? ডাক্তারকে খবর দেওয়া হবে কি?

বণ্ড বাধা দিয়ে বলল কিছু দরকার নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে। সে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। ব্যাঙ্কারের কাছেও।

নতুন চেয়ার আনা হল। বণ্ড বসে ল্য শিফের দিকে তাকাল। প্রাণ ফিরে পাওয়া আনন্দে আভাস দেখে আরো উল্লসিত হল সে।

টেবিলে সকলে মিলে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেছে। বণ্ডের এপাশ-ওপাশ থেকে সকলেই বলছেন এই গরম তার উপর বদ্ধ বাতাস আর ধোঁয়া—রাতও শেষ হয়ে এল।

বণ্ড সকলের কথারই যথাসম্ভব ভদ্রভাবে উত্তর দিচ্ছিল। দর্শকদের মধ্যে সেই রক্ষীটাকে দেখতে পেল না সে। পরি-

চারক মালাক্কা বেতের ছড়িটা তুলে মালিকের সন্ধান করছে। ছড়িটা ঠিকই আছে কেবল মাথার উপরের রবারটি উধাও হয়েছে।

বণ্ড ফেলিক্সের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ছড়িটা ওঁর এক বন্ধুর। ওঁকে দিয়ে দিলে উনি ফেরত দিয়ে দেবেন।'

ফেলিক্স ছড়িটা পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে বণ্ড এই কাণ্ডটা কেন করল।

এবার টেবিলের উপরের সবুজ কাপড়টার উপর টোকা দিয়ে বণ্ড জানাল যে সে এখন প্রস্তুত।

।। ১৩ ভালোবাসা ও ঘৃণা ।।

শেফ ঘোষণা করলেন জমা পড়ল তিন কোটি কুড়ি লক্ষ।'

দর্শকরা গলা বাড়াল। খাপটার উপর জোরে থাপ্‌পড় কষাল ল্য শিফ। কি ভেবে সে পকেট থেকে টিউবটা বার করে বেনজেড্রিন শুঁকতে বসল।

'অসভ্য বাঁদর বললেন মিসেস ডু পন্ট, বণ্ডের বাঁ দিক থেকে।

বণ্ডের ততক্ষণে মন বেশ চাঙ্গা হয়ে গেছে। প্রায় অলৌকিক ভাবে সে নিশ্চিত হারের হাত থেকে বেঁচে গেছে। এখনো তার হাতের তলা ঘামে ভিজে আছে। কিন্তু চেয়ার উল্টে যেভাবে সে নিজেকে রক্ষা করেছে তাতে হেরে যাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা একেবারে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে।

অবশ্য দশ মিনিটের জন্য খেলায় বিরতি হল। ক্যাসিনোর ইতিহাসে এমন কখনো শোনা যায়নি। নিজেকে একটু বোকা বোকা মনে হচ্ছে। এখন খাপের মধ্যে তাসগুলো তারই জন্য প্রতীক্ষমান। ভালো তাস উঠতেই হবে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে উত্তেজনা বোধ করল বণ্ড।

তখন রাত দুটো। বাকারার টেবিলের চারপাশে সবচেয়ে বেশি ভীড়। তাছাড়া আরো তিনটে টেবিলে চলেছে রুলেত, আর তিনটেতে শেম দ' ফার।

বাকারার টেবিলে সকলে নিঃশব্দ। তারই মধ্যে বণ্ড শুনতে পেল দূরের কোন এক টেবিলে ক্রুপিয়ের বলছে লালেরন' নম্বর

জিতল।' এটা কিসের শুভ সূচনা? তার জয় না ল্যা শিফের? সবুজ টেবিল ঢাকার উপর দিয়ে ভেসে এল দুটো তাস।

টেবিলের ওদিক থেকে ল্যা শিফ তাকিয়ে আছে, যেন পাথরের নিচে ঘাপটি মেরে বসা অক্টোপাস।

ডান হাত দিয়ে তাসগুলো টেনে নিল বণ্ড। হাত কাঁপল না।

একটা হাত আড়াল করে ছড়িয়ে ধরল তাস দুটো। চোয়াল শক্ত, দাঁতে দাঁত চাপল সে। সমস্ত শরীর শক্ত করে রইল সে যেন আক্রমণ প্রতিহত করছে।

দুটো বিবি পেয়েছে সে। দুটো লাল বিবি।

শয়তানের মতো হাসি হাসছে বিবি দুটো। এ খেলায় তাদের কোনই মূল্য নেই।

'তাস,' বলবার সময় বণ্ড চেষ্টা করল গলায় হতাশ ভাব না আনতে। এদিকে ল্যা শিফের মর্মভেদী দৃষ্টি তার উপরে স্থির।

ব্যাঙ্কার আস্তে আস্তে নিজের তাস দুটো ওলটাল। তিন হয়েছে তার। একটা সাহেব আর একটা কালো তিরি।

ধোঁয়া ছাড়ল বণ্ড। এখনো চান্স আছে। এইবার সত্যের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। ল্যা শিফ খাপে চাপড় দিয়ে একটা তাস বার করল। ওরই মধ্যে বণ্ডের ভাগ্য, তাসটা আস্তে আস্তে উল্টে দিল সে।

নয়। চমৎকার একটি হরতনের নহলা। জিপসীদের ম্যাজিক-শাস্ত্রে এই তাস একসঙ্গে ঘৃণা আর ভালোবাসার প্রতীক। এর মানে বণ্ডের জয় অপরিহার্য।

ক্রুপিয়ের চালিয়ে দিল তাসটা। ল্যা শিফের কাছে এটা কোনই অর্থ বহন করল না। বণ্ডের কাছে যদি এক থাকে তাহলে এখন হল দশ অর্থাৎ কিছুই না, বা বাকারা। ওর যদি দুই, তিন, চার অথবা পাঁচ থেকে থাকে তাহলে নয় যোগ করলে চার অবধি হতে

পারে।

হাতে তিন থাকা অবস্থায় নয় পাওয়া খুবই কঠিন পরিস্থিতি। ঘামুক লোকটা। বন্ধু হলে বণ্ড তাকে হাত দেখিয়ে দিত। কিন্তু এখন কোনমতেই তা করবে না।

টেবিলের উপর বণ্ডের তাস। দুটির গেলোপী পিঠ আর একটি হরতনের নহলা। ল্য শিফের কাছে এখন এই নয়ের কি অর্থ?

সব কিছু নির্ভর করছে ঐ ওলটানো বাকি দুটো তাসের ওপর। দুই বিবি, যাঁরা সবুজ কাপড়ে মুখ ঢেকে আছেন।

ব্যাঙ্কারের পাখির ঠোঁটের মতো নাক বেয়ে ঘাম ঝরছে। মোটা জিভ বার করে এক ফোঁটা চেটে নিল সে। বণ্ডের তাসের থেকে চোখ ফিরিয়ে সে নিজের তাসটা দেখল। তারপর আবার বণ্ডের তাসে নজর ফেরাল।

খাপের মধ্যে থেকে এবার সে নিজের জন্য একটা তাস টেনে বার করল।

তাস ওলটাল। টেবিল সুদ্ধ লোক সেদিকে ঝুঁকে পড়ল। দারুণ কার্ড—পাঁচ।

'ব্যাঙ্কের আট হল, ক্রুপিয়ের হাঁকল।

বণ্ড তখনো চুপ করে আছে দেখে ধূর্ত হাসি হাসল ল্য শিফ—বিজয়ীর হাসি।

ক্রুপিয়ের কাঠের হাতা এগিয়ে দিল বণ্ডের কার্ড ওলটাবার জন্য। টেবিলে প্রত্যেকে তখন ধরেই নিয়েছে যে বণ্ড হেরে গেছে।

কাঠের হাতা দিয়ে উল্টে দেওয়া হল তাস দুটো। দুই লাল রানী হেসে উঠলেন।

'নয়'।

টেবিল জুড়ে প্রথমে লম্বা নিঃশ্বাস পড়ল—তারপর সবাই এক

সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

ল্য শিফের দিকে তাকাল বণ্ড। এমন ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে লোকটা যেন কেউ তার বুকে ছোরা মেরেছে। দু-একবার কি যেন কথা বলার জন্য মুখ খুলল সে। গলায় হাত দিল, তারপর ফ্যাকাশে মুখে এলিয়ে পড়ল।

চাকতির পাহাড়টা ঠেলে দেওয়া হল বণ্ডের দিকে। ব্যাঙ্কার তৎক্ষণে জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছে।

ক্রুপিয়ার শুনে নিয়ে হাঁক ছাড়ল 'জমা পড়ল এক কোটি—এই বলে সমপরিমাণ টাকার চাকতি টেবিলে রাখল।

এইবার হয় এসপার নয় ওসপার, ভাবল, বণ্ড। লোকটার আর ফেরার পথ নেই। এর মূলধনের সব শেষ। এক ঘণ্টা আগে আমার যা অবস্থা হয়েছিল এরও ঠিকতাই এখন। কিন্তু এই লোকটা হারলে কোন অলৌকিক উপায়ে এর কাছে টাকা আসবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না একে।

বণ্ড আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল। তার পাশের ছোট টেবিলে ইতিমধ্যে কে যেন এসে একটা বোতল রেখে গেছে। আর একটা গ্লাস। দাতার নামটা জানার চেষ্টা না করে বণ্ড গ্লাসটা ভর্তি করে চোঁ চোঁ করে শেষ করে ফেলল।

তারপর সে টেবিলে হাত রেখে এগিয়ে বসল যেন যুযুৎসু আরম্ভ হবার আগে মল্লবীর মহড়া নেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

তার বাঁ দিকের প্লেয়ারটা চুপ করে বসে। 'আছি' সোজা ল্য শিফের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

দুটো তাস বণ্ডের কাছে এনে দেওয়া হল। এবার বণ্ডের দুই হাতেয় ঠিক মাঝখানে টেবিলের সবুজ কাপড়টার উপরে ফেলা হল তাস দুটো।

ডান হাত দিয়ে টেনে এনে এক নজর দেখে নিয়েই বণ্ড তাস দুটো উল্টে দিল।

'নয়' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুপিয়ের।

ল্য শিফ তার হাতের দুটো কালো সাহেবের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

'আর বাকারা' ক্রুপিয়ের সমস্ত চাকতিগুলো ঠেলে টেবিলের এপাশে নিয়ে এল।

ল্য শিফ তাকিয়ে দেখল সেগুলো বণ্ডের বাঁ হাতের কাছে আরো হাজার হাজার টাকার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, তারপর কোন কথা ন বলে সে উঠে পড়ল। প্লেয়ারদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল যেখানে রেলিং শেষ হচেছ। ভেলভেটে মোড়া চেনটা খুলে ফেলল। শব্দ করে পড়ল সেটা। দর্শকরা সভয়ে সরে গিয়ে পথ করে দিল। তার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল সকলে যেন সে মৃত্যুর স্পর্শ নিয়ে চলেছে। তারপর ল্য শিফ কোথায় চলে গেল বণ্ড আর দেখতে পেল না।

বণ্ডও উঠল এবার। সে একটা এক লক্ষের চাকতি শেফ দ' পাটির দিকে গড়িয়ে দিল। প্রচুর ধন্যবাদে কান দিল না। ক্রুপিয়ের বলল তার টাকাটা যেন ক্যাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্য প্লেয়াররাও ততক্ষণে যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছে। ব্যাঙ্কারই নেই সুতরাং আর খেলা হবে না। আড়াইটে বেজে গেছে। বণ্ড তাদের দু-একজনের সঙ্গে দু-চারটে মামুলি কথাবার্তা বলে রেলিঙের নিচে দিয়ে চলে এল ফেলিক্স আর ভেসপারের কাছে।

তিনজনে ক্যাশে গেল। ক্যাসিনো ডিরেক্টরদের অফিসে আমন্ত্রণ জানানো হল বণ্ডকে। ডেস্কের উপর স্তূপীকৃত টাকা। তার সঙ্গে যোগ হল ওর পকেটে যা ছিল।

সব মিলিয়ে সাত কোটি ফ্র্যাঙ্ক।

ফেলিক্সের টাকাটা বণ্ড নোটে নিল, আর বাকি চার কোটির কাছাকাছি চেকে। তাকে সকলে উচ্ছসিত অভিনন্দন জানালেন। ডিরেক্টররা বললেন আশাকরি আপনি আবার সন্ধেবেলা খেলতে আসছেন।

বণ্ড হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। সে বারে গিয়ে প্রথমে লিটারকে তার টাকাটা ফেরত দিল। এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে তারা খেলার পর্যালোচনা শুরু করল। লিটার পকেট থেকে একটা ৪৫ বুলেট বার করে টেবিলের উপর রাখল।

'রিভলভারটা ম্যাথিসকে দিয়েছি। ও নিয়ে গেছে। তোমার কাণ্ড দেখে আমরা সবাই তো তাজ্জব। ম্যাথিস ওর একজন লোক নিয়ে ভীড়ের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। রিভলভারওয়ালা লোকটা পালিয়েছে—ওকে ধরা যায়নি। বুঝতেই পারছ ওর ছাড়িটা দেখবার পর ম্যাথিসদের কি অবস্থা হল। ম্যাথিস আমাকে এই বুলেটটা দিল তোমাকে দেখাবার জন্য। বুলেটের ডগায় দমদম ক্রশের চিহ্ন। তোমাকে একেবারে টুকরো টুকরো করে দিত। মজা হচ্ছে এই ব্যাপারটার সঙ্গে ল্য শিফকে জড়ানো যাচ্ছে না। লোকটা একা ঢুকেছিল। ঢোকার কার্ড পেতে গেলে যে ফর্ম ভর্তি করতে হয় সেই ফর্মটা এদের কাছে আছে। অবশ্য সবটাই ধাপ্পা। সঙ্গে ছড়ি আনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ওকে। যুদ্ধে আহত বলে পেনসন পাবার সার্টিফিকেট দেখিয়েছে লোকটা। সব খুব ভেবেচিন্তে করা। ধড়িবাজ লোক এরা। অবশ্য ওর হাতের ছাপ এখন প্যারিসে পাঠান হয়েছে। সকালের মধ্যে কিছু খবর পাওয়া যাবে।' ফেলিক্স একটা সিগারেট ঠুকে ধরাল। 'যাক, সব ভালো যার শেষ ভালো। ল্য শিফকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছ বটে। অবশ্য মাঝে একটু ভয় ভয় করছিল আমাদের। তোমারও করেছে নিশ্চয়।'

বণ্ড হাসল। 'খামটা পেয়ে যে কি উপকার হল। ভেবেছিলাম সব শেষ হয়ে গেল। যাক দুঃসময়ে যে বন্ধু সেই প্রকৃত বন্ধু। এর প্রতিদান একদিন দিতে পারব আশা করি।'

উঠে দাঁড়াল সে। পকেট চাপড়ে বলল, 'যাই হোটেলে গিয়ে এটা রেখে আসি। পকেটে করে ল্য শিফের মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে

ঘুরে বেড়ান ঠিক নয়। কি করে বসে লোকটা বলা কি যায়। তারপর একটু খানা পিনা হোক কি বলেন?'

শেষের কথাটা সে বলল ভেসপারকে। খেলা শেষ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ভেসপার একটিও কথা বলেনি।

'শুতে যাবার আগে নাইট ক্লাবে গিয়ে এক গ্লাস শ্যাম্পেন খাওয়া যাক। জায়গাটার নাম রোয়া গালান্ত। বেশ জায়গা।'

'বাঃ বেশ তো। তাহলে আমি ততক্ষণ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসি। আপনিও টাকাটা রেখে আসুন। আমি সামনের হলে থাকব।

'আর তুমি ফেলিক্স?' বণ্ড জিজ্ঞেস করল বটে কিন্তু সে মনে মনে চাইছিল ভেসপারের সঙ্গে একা থাকতে।

ফেলিক্স তার মনের কথা বুঝে ফেলে বলল, 'না, আমি বরং ব্রেকফাস্টের আগে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করি। যা দিনটা গেছে! প্যারিস থেকে কাল সকালে আরো কিছু কাজের হুকুম আনাবে। নানারকম খুঁটিনাটি বাকি আছে। সেগুলো অবশ্য তোমাকে না ভাবলেও চলবে। চল, তোমার সঙ্গে হোটেল অবধি যাই। ধনরত্নবাহী জাহাজ চলেছে, সামলে-সুমলে বন্দর অবধি পৌঁছে দিতে হ ব তো।'

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। দুজনে তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল, দুজনেরই রিভলভারে হাত। তিনটে বেজেছে, এখনো দু চারজন লোক ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। ক্যাসিনোর উঠোনে অজস্র গাড়ি দাঁড়িয়ে।

পথে কিছু ঘটল না।

হোটেলে গিয়ে সিঢ়ার বণ্ডের ঘর অবধি এল। ঘর ছ'ঘণ্টা

আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে।

'যাক অভ্যর্থনা করার জন্যে কেউ নেই। তবে শেষ চেষ্টা ওরা একবার করবেই। আমি কি তোমাদের দুজনের সঙ্গে থাকব?' বলল ফেলিক্স।

'তুমি বরং ঘুমোও। আমাদের জন্য ভেবো না। টাকা সঙ্গে না থাকলে আমাকে নিয়ে ওদের কি লাভ। একটা বুদ্ধি এসেছে। যাই হোক যা করেছ তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আবার কোন জায়গায় অন্য কাজে গিয়ে দেখা হবে আশা করি।'

'বেশ। দরকার মতো নয় টানতে পারলেই হল। যখন ইচ্ছে চলে এসো—আর ভেসপারকেও সঙ্গে এনো। লিটার দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

বণ্ড ঘরের দিকে তাকাল। টেবিলের ভীড় আর এতক্ষণের মানসিক উদ্বেগের পর একা থাকতে বড় ভালো লাগছিল। বিছানায় তার শোবার পোশাক, ড্রেসিং টেবিলে চুলের ব্রাশ। বাথরুমে গিয়ে মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিল, মাউথওয়াশ দিয়ে কুলকুচো করল। মাথার পেছনে আর ডান কাঁধে চোট লেগেছে। দিনে দুবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে—ভাবতেই ভাল লাগল তার। এখন কি বাকি রাতরটা জেগে কাটাবে সে? শত্রুর প্রতীক্ষায়? নাকি ল্য শিফ ইতিমধ্যেই বোর্দো বা ল্য হাভের দিকে পাড়ি দিয়েছে, জাহাজে করে অন্য দেশে পালিয়ে স্মার্শের চোখকে ফাঁকি দেবে বলে?

মরুকগে যাক। আয়নার মধ্যে নিজেকে নিরীক্ষণ করল সে। ভেসপার মেয়েটি কি সহজলভ্য হবে? তার উদ্ধত দেহের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করছিল। তার নীল চোখ বড় আবেগহীন। বণ্ডের ইচ্ছে করছিল সেই চোখে পানি আনাতে, তার কালোচুলের গোছা দুহাতে ধরতে। তীব্র আবেগ নিয়ে চোখ সরু করে নিজের

দিকে আয়নায় তাকাল সে।

তারপর পকেট থেকে চার কোটি ফ্র্যাঙ্কের চেকটা বার করে খুব ছোট করে ভাঁজ করল। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল বারান্দায় কেই আছে কিনা। দরজাটা খোলা রেখে সে একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে কাজে লেগে গেল—কান খাড়া রইল পদশব্দের জন্য।

পাঁচ মিনিট পরে কাজ শেষ হল। আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সে সিগারেট কেসে কিছু সিগারেট ভরে নিল, দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল চাঁদের আলোয়।

॥ ১৪ লাভিঅঁা জোর ॥

একটি সাত ফুট উঁচু সোনালী ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে রোয়া গালান্তের প্রবেশপথ। সম্ভবত কোন হোমরা-চোমরার প্রতিকৃতির ফ্রেম—এখন কেবল ফ্রেমটি আছে! একটু আড়ালে গোটাকতক টেবিলে তখনো রুলেত আর জুয়া চলেছে। দেখে বণ্ডের বসে যেতে লোভ হল। সোনালী ধাপ দিয়ে সে আর ভেসপার এগোচ্ছিল, ভেসপারের হাতের কনুই স্পর্শ করে বণ্ডের হাত। কেশিয়ারের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করার প্রবল ইচ্ছে দমন করল বণ্ড। যে-রকম সৌভাগ্য লাভ করেছে আজ তার পরে আবার বাজি ধরা অত্যন্ত অশোভন এবং অযৌক্তিক হবে।

নাইট ক্লাবটি ছোট। ঝাড়ের মোমবাতির আলোয় সবটা অন্ধকার কাটেনি। দেওয়ালে সোনালী ফ্রেমের আয়নায় আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেওয়াল গাঢ় নীল স্যাটিনে মোড়া, আসবাবপত্রেও সেই রঙ। এক কোণে পিয়ানো, ইলেকট্রিক গিটার আর ড্রামে লা ভি অঁা রোজের মাদক সুর বাজছে। বাতাসে মদিরতা। বণ্ডের মনে হল জোড়া-জোড়া নরনারীরা নিশ্চয় টেবিলের তলা দিয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে।

দরজার কাছে টেবিল পেল ওরা। এক বোতল পানীয় আর ডিম ও বেকন অর্ডার দিল বণ্ড।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে বাজনা শুনতে লাগল। তারপর বণ্ড বলল, 'যাক, কাজটা শেষ। এখন তোমার পাশে বসে আছি—মনে হচ্ছে সারাদিনের পরিশ্রমের পুরস্কার।

বণ্ড ভেবেছিল মেয়েটি হাসবে। সে কেবল শুকনো গলায়

বললে, হ্যাঁ এক রকম তাই।' টেবিলের উপর কনুই রেখে মন দিয়ে বাজনা শুনছিল সে। বণ্ড লক্ষ্য করল তার হাতের গাঠগুলো সাদা হয়ে আছে।

ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে সিগারেট ধরা, যেন তুলি ধরে আছে। পরম নিশ্চিন্তে সিগারেটে টান দিলেও প্রায়ই সে ছাই না থাকা অবস্থায় সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ঝাড়ছিল—সেটাও বণ্ডের নজর এড়ায়নি।

অতি সামান্য জিনিসও তখন বণ্ডের চোখে পড়েছে, কারণ মেয়েটির উপস্থিতি তার সমস্ত সত্তা অধিকার করে আছে। সে চাইছে মেয়েটিও সাড়া দিক, কিন্তু বড় গম্ভীর, বড় টাণ্ডা হয়ে আছে সে। নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা? না কি সন্ধেবেলা বণ্ড যে শীতল ব্যবহার করেছিল তারই প্রতিশোধ?

ঠিক আছে। তাড়া কিসের। শ্যাম্পেন খেতে খেতে বণ্ড গল্প করতে লাগল। সারা দিন যা ঘটেছে সেসব কথা, ম্যাথিস আর লিটারের কথা, ল্য শিফের ভবিষ্যত। লণ্ডনের অফিসের মারফত যে-সব কথা মেয়েটির কাছে অজানা নয় কেবল সেই বিষয়ে কথা বলছিল সে। বাড়তি কিছু নয়।

মেয়েটি উত্তর দিচ্ছিল খুব ছাড়া-ছাড়া ভাবে। হ্যাঁ অস্ত্রধারী লোক দুটোকে বুঝতে পারা গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বণ্ডের পিছনে ছড়ি হাতে লোকটা যখন দাঁড়াল তখন তারা ঘুণাক্ষরেও আসল ব্যাপারটা টের পায়নি। ক্যাসিনোর ভিতরে কিছু ঘটতে পারে, এ তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। বণ্ড আর লিটার যখন হোটেলের দিকে রওনা দিল তখন সে প্যারিসে ফোন করে। এম-এর লোককে খেলার ফলাফলের কথা জানিয়ে দেয়। অবশ্য সাবধানে কথা বলতে হয়েছে এবং কোন মন্তব্য না করেই অপর পক্ষ ফোনটি নামিয়ে রাখে। ওকে বলা হয়েছিল খেলার ফলাফল ভাল মন্দ যা হোক

জানিয়ে দিতে। এম তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন দিনে রাতে যখন হোক ওঁকে যেন খবরটা জানাতে দেরী না করা হয়।

ভেসপার শুধু এইটুকু বলল। শ্যাম্পেনে সে চুমুক দিচ্ছিল বটে কিন্তু বণ্ডের দিকে একবারও তাকায়নি। বণ্ডের রাগ হয়ে যাচ্ছিল। রাগের মাথায় সে অনেকটা শ্যাম্পেন খেয়ে ফেলল। আর একটা অর্ডার দিল। ডিম এল। নীরবে খেতে লাগল দুজনে।

চারটের সময় বণ্ড বিল নিতে যাচ্ছে এমন সময় হোটেলের ষ্টুয়ার্ট এসে জানালে মিস লিণ্ডের একটি চিঠি আছে। তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে দেখল ভেসপার।

'ম্যাথিস লিখেছে। আমাকে সামনের হলে আসতে বলছে। আপনার জন্য খবর আছে। বোধহয় ইভনিং ড্রেস পরে নেই বলে আসতে পারছে না আমি এখনি আসছি। তারপর বাড়ি যাব।'

করুণ হাসি হাসল ভেসপার। 'আজকের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত। বড় মানসিক যন্ত্রণা গেছে সারাদিন।'

না, না তাতে আর কি হয়েছে গোছের অর্থহীন কিছু বলে বণ্ড উঠে পড়ল। ভেসপার চলে গেল। 'আমি বিলটা দিই।' বলে বসে পড়ল বণ্ড।

সিগারেট ধরাল একটা। বিশ্রী লাগছে। এতক্ষণে নিজেকে মনে হল বড় ক্লান্ত। ঘরটা কি ভ্যাপসা। গতকাল ক্যাসিনোতে ভোর-বেলা ঠিক এইরকম লেগেছিল। বিলটা আনতে বলে শ্যাম্পেনে শেষচুমুক দিল সে। কি তোতো, বেশি খেলে অনেক সময় যেমন লাগে। ম্যাথিসের সঙ্গে দেখা হলে মন্দ হত না। খবরাখবর পাওয়া যেত। ম্যাথিস হয়ত ওকে অভিনন্দন জানাত।

কিন্তু চিঠিটা কেন? হঠাৎ তারপর মনে হল এতো ম্যাথিসের মতো কাজ নয় যেমন পোষাকেই থাকুক না কেন ও সোজা চলে আসত। একসঙ্গে কথা বলা, চেঁচামেচি করা যেত। হয়ত ওর

অনেককিছু বলার ছিল। বুলগেরিয়ানটা ধরা পড়েছে কিনা, তার কাছ থেকে আর কিছু বার করা গেল কিনা, ছড়িওয়ালা লোকটাকে পিছু ধাওয়া করে কি হল, ল্য শিফের গতিবিধি—কতরকম খবর।

না, না। বণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বিলটা দিয়ে, টাকা ফেরত না নিয়ে সে বেরোবার হলের দিকে চলল। হোটেলের মেট শুভরাত্রি জানালেন, ডোরম্যান মাথা নোয়াল—কাউকেই গ্রাহ্য করল না সে।

যে ঘরে খেলা চলেছে তার মধ্যে দিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল সে। বাইরের হল। কেউ কোথাও নেই। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে আরো দ্রুত বেরিয়ে এল বাইরে। দু-একজন হোটেলের লোক, তিনচারজন পুরুষ, মহিলা যাবার আগে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন।

ভেসপার কিংবা ম্যাথিসের কোন চিহ্নই নেই।

প্রায় ছুটতে ছুটতে গাড়িগুলোর দিকে দেখতে লাগল সে। খুব বেশি গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই।

একজন ছুটে এসে জিগ্যেস করল ট্যাক্সি ডেকে দেবে কিনা।

হাত নাড়িয়ে তাকে যেতে বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বণ্ড। ঘামতে শুরু করেছে। ভিজে কপালে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে শিরশির করছে। অন্ধকারের মধ্যে দেখতে চেষ্টা করল।

এমন সময় একটা ক্ষীণ চীৎকার, সঙ্গে-সঙ্গে একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। গর্জন করে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা সিত্রোঁ। গাড়িটা অন্ধকারে ছিল, এখন চাঁদের আলোয় দেখা গেল সামনের চাকাগুলো নুড়ির উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মনে হল গাড়িতে একটা যুদ্ধ চলেছে, কারণ পিছনের দিকটা স্প্রিয়ের উপর বার কয়েক নেচে উঠল।

সুরকির ঝড় বইয়ে দিয়ে বেড়িয়ে গেল গাড়িটা। খোলা জানলা

থেকে একটা কালো মতো জিনিস ছিটকে বেরিয়ে এসে ফুলগাছ-গুলোর মধ্যে পড়ল। বাঁ দিকে শব্দ করে বাঁক নিল গাড়িটা—পীচের রাস্তার উপর আর্তনাদ করে উঠল টায়ারগুলো। সেকেণ্ড থেকে টপ গীয়ারে উঠল গাড়ি, একসষ্টের তীক্ষ্ণ গর্জন—তারপর মেন ষ্ট্রিট দিয়ে উপকুলের বড় রাস্তার দিকে চলে গেল গাড়িটা, শব্দটা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল।

কালো জিনিষটা যে ভেসপারের ব্যাগ সেটা বণ্ড আগেই বুঝতে পেরেছিল।

ব্যাগটা কুড়িয়ে সে দৌড়ে এল সিঁড়িতে আলোর কাছে। ভিতরটা হাতড়ে বেরোল দোমড়ানো কাগজে সেই চিঠি—

'সামনের হলে কি একটু আসতে পারো? তোমার সঙ্গীর জন্য খবর আছে।'

—রেনে ম্যাথিস

॥ ১৫ পশ্চাদ্ধাবন ॥

চিঠিটা যে জাল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভাগ্যিস গাড়িটা এনেছিল। বণ্ড লাফিয়ে উঠল বেন্টলেটাতে, চোক টানতেই মুহূর্তে গর্জে উঠল ইঞ্জিন। যে বেয়ারাটি দৌড়ে এসেছিল তার পায়ের উপর ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা, এক লাফে সরে গেল সে। গাড়ির শব্দে তার গলার আওয়াজ ডুবে গেল।

গেটের বাইরে গিয়ে বাঁদিকে লাফিয়ে উঠল গাড়িটা। সিত্রোঁর মতো গাড়ি হলে আর দেখতে হত না। আফশোশ হল বণ্ডের। দ্রুত গিয়ার বদলে স্পীড নিল সে। গাড়ির একজেষ্টর শব্দ দুপাশ দিয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ছোট রাস্তা দিয়ে শব্দ করে ছুটে চলল বেন্টলে, শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে।

উপকূলের দিকে গেছে যে রাস্তাটা—সেখানে পৌঁছতে দেরী হল না, বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়ে সুন্দর চওড়া রাস্তা, মোড়গুলোতে আলো দেওয়া, সকালেই বণ্ড দেখেছিল। স্পীড বাড়াতে বাড়াতে আশি থেকে নব্বই মাইলে উঠল—অন্ধকারের বুক চিরে গাড়ির হেডলাইট যেন আধ মাইল লম্বা আলোর সুড়ঙ্গ কেটে ধেয়ে চলেছে।

সিত্রোঁটা নিশ্চয় এই পথেই গেছে। একজষ্টের আওয়াজ শহর ছেড়ে চলে যাবার শব্দ শুনেছে সে। মোড়গুলোতে এখনো ধোঁয়া আর ধুলো লড়ছে বলে মনে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হেড-লাইটের আলো নজরে পড়বে। আকাশ পরিষ্কার। সমুদ্রে হয়ত

কুয়াশা আছে, কেননা মাঝে-মাঝেই জন্তুর ডাকের মতো উপকূলের দিক থেকে সাবধানতাসূচক ফগ হর্ণের আওয়াজ পাওয়া গেছে।

গাড়ির গতি ক্রমেই বাড়ছিল। রাস্তার দিকে দৃষ্টি রেখে বণ্ড ভাবছিল ভেসপারের বোকামির কথা। এম-এরও যেমন কাণ্ড। আর লোক পেলেন না।

মেয়েদের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এরকম বিপদ হবে। আগেই জানত সে। এর চেয়ে বাবা বাড়ি বসে রান্নাবান্না আর গল্পগুজব করলেই হয়। ছেলেদের কাজে তাদের সঙ্গে টেক্কা দিতে আসা কি জন্যে। কাজটা চমৎকারভাবে হয়ে যাবার পর এ কি উটকো ঝামেলা। এরকম চুরি করে নেওয়া এবং ব্ল্যাকমেল করা এতো নেহাত সেকেলে কায়দা। এবং অত্যন্ত নাটুকে, ভেসপার এতে ভুল গেল। বুদ্ধির অভাব আছে বলতে হয়।

নিজে এই অনর্থক ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে ভেবে বণ্ডের আরো রাগ হতে লাগল।

মতলবটা কি বোঝাই যাচ্ছে। হয় তোমার ঐ চার কোটি টাকার চেক দাও না হলে এই মেয়েটির জীবন বিপন্ন হবে। ওরা যদি ভাবে বণ্ড এই ভাওতায় ভুলবে তাহলে খুব ভুল করেছে। ভেসপার হাজার হোক সিক্রেট সার্ভিসের লোক। সুতরাং এসব চাল তার জানা উচিত। বণ্ড এ বিষয়ে এম-কে কিছু বলতেও যাবে না। কাজটা আগে। ভেসপার নয়। অবশ্য মেয়েটিকে তার ভালোই লেগেছিল, কিন্তু কি আর করা যাবে। এই ছেলেভুলোনো খেলায় বণ্ড খেলতে মোটেই রাজি নয়। ওদের গাড়িটা ধরার চেষ্টা করছে তারপর গুলির জবাবে গুলি। তাতে যদি মেয়েটার ভালোমন্দ কিছু হয় বণ্ড তার জন্য কি করতে পারে। অবশ্য তার যা কর্তব্য তাতে কোন ত্রুটি হবে না—অর্থাৎ ওকে উদ্ধারের যথাসম্ভব চেষ্টা সে করবে, কিন্তু যদি ওদের ধরা একেবারেই না যায় তাহলে

আর কি—হোটেলে ফিরে গিয়ে ঘুম। সকালে উঠে ম্যাথিসকে বলা যাবে, তখন চিঠিটাও দেখাবে। যদি ইতিমধ্যে ল্য শিফ বণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে মেয়েটার বদলে চেকটা চাই তাহলে বণ্ড কিছুই করবে না, কাউকে বলবেও না। মেয়েটার কপালে যা আছে তাই হবে। যদি কমিশনেয়ার এসে যা দেখেছে তার বৃত্তান্ত বলে তাহলে বণ্ড বলবে ও কিছু না। মদ্যপানের মাত্রাটা একটু বেশি হওয়ার ফলে ওর সঙ্গে একটু তর্কাতর্কি হয়েছিল মাত্র।

এই সব চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরছে ততক্ষণে বণ্ডের বেন্টলে উপকূলের রাস্তা দিয়ে সশব্দে ধেয়ে চলেছে, যান্ত্রিকভাবে বাঁক নিচ্ছে, লক্ষ্য করছে কোন গাড়ি বা সাইকেল আরোহী ক্যাসিনোর দিকে চলেছে কিনা। স্পীডোমিটারের কাঁটা ঘণ্টায় ১১০ মাইল ছাড়িয়ে ১২০ মাইলের দিকে এগোতে লাগল।

বণ্ড হিসেব করে দেখল ওদের সিত্রোঁতে ভার বেশি, সুতরাং ওরা আশি মাইলের বেশি এই রাস্তায় যেতে পারবে না। সে গতি কমিয়ে নিয়ে এল সত্তরে। হেডলাইট কমিয়ে দিয়ে কুয়াশার জন্য ফগলাইট জ্বালল। ঠিক। ঐ তো। মাইল দুয়েক আগে আরেকটা গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ নিজের গাড়ির চোখ ধাঁধানো হেড লাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছিল না।

ড্যাশবোর্ডের তলায় লুকোনো হলার থেকে সে ৪৫ লঙব্যারেল কল্ট আর্মি স্পেশালটা বার করে নিজের পাশে রাখল। এটা নিয়ে অন্তত একশো গজ দূর থেকে ওদের টায়ার কিম্বা পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফুটো করতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

আবার হেডলাইট জ্বেলে স্পীড বাড়াল সে। শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে এখন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছিল সে। এখন আর ভেসপারের প্রাণের আশঙ্কা নেই। ড্যাশবোর্ডের নীল আলো তার কঠিন মুখে পড়ছিল, কিন্তু সে মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই।

সামনের সিত্রোঁ গাড়িটায় তিনটি লোক আর একটি মেয়ে। গাড়ি চালাচ্ছে ল্য শিফ নিজে। বিশাল দেহ নিয়ে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, হালকা হাতে ষ্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে। পাশে বেঁটে লোকটা, যার হাতে লাঠিটা ছিল। গাড়ির মেঝের প্রায় লেগে থাকা একটা লেভার—বাঁ হাত দিয়ে ধরে আছে লোকটা। সামনের সিটটা এগোনো পিছোনোর জন্য যেরকম লেভার থাকে জিনিসটা অনেকটা সেই রকম।

পিছনের সিটে লম্বা রোগা লোকটা—যার হাতে অস্ত্র ছিল। সে নিশ্চিন্তভাবে হেলান দিয়ে বসে উপর দিকে তাকিয়ে। হাবভাব সম্পূর্ণ উৎসাহহীন। ভেসপারের বাঁ উরুর উপর তার হাত।

ভেসপারের কালো ভেলভেটের স্কার্টটি উপর দিকে টেনে তাকে একটি বস্তার মতো করে বাঁধা হয়েছে। পা নগ্ন। মুখের জায়গায় একটুখানি ফুটো করা নিঃশ্বাস নেবার জন্য। এ ছাড়া তার শরীরে আর কোন বন্ধন নেই। চুপ করে পড়ে আছে সে, গাড়ির তালে তার শরীর ঈষৎ দুলছে।

ল্য শিফ একই সঙ্গে রাস্তার দিকে দৃষ্টি রেখেছে আর আয়নায় বণ্ডের গাড়ির আলোর দিকেও তার আধখানা নজর। দুটো গাড়ির মধ্যে দূরত্ব যখন কমতে কমতে এক মাইলে দাঁড়াল তখনও সে মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। বরং আশি মাইল থেকে সে স্পীড কমাল ষাট মাইলে। এবার একটা বাঁক ঘুরে আরো কমাল সে। কয়েক শো গজ দূরে একটা কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে গেছে।

পাশের লোকটিকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'শোনো।'

লোকটার হাতটা লেভারের উপর চেপে বসল।

কাঁচা রাস্তায় পৌঁছতে একশো গজ। ল্য শিফ গাড়ির গতি তিরিশ মাইলে নামাল। আয়নায় দেখা গেল বণ্ডের গাড়ির হেড লাইটে মোড় আলোকিত হয়ে উঠছে।

ল্য শিফ মনস্থির করে আদেশ দিল, 'এইবার।'

লোকটা লেভার ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিল। গাড়ির পিছনের মাল রাখার জাগয়া খুলে গেল। হাঙ্গরের হাঁ করার মতো। ঝন ঝন করে কি যেন পড়ল রাস্তায়। যেন গাড়ি থেকে অনেকগুলো লোহার চেন পড়ে গেল।

'নারো'।

লোকটা লেভারটা এক হ্যাঁচকায় নামিয়ে কিল। ঝনঝন শব্দটা থেমে গেল।

আয়নায় তাকাল ল্য শিফ। বণ্ডের গাড়ি মোড় নিয়েছে। আলোটা কমিয়ে দ্রুত মোড় নিল ল্য শিফ। তারপর এক ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি থামল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোকই গাড়ি থেকে নেমে নিচু হয়ে একটা ঝোপের দিকে দৌড় দিল। বণ্ডের হেড লাইটে আলো হয়ে আছে সমস্ত জায়গাটা। তিনজনের হাতেব রিভলভার, একজনের হাতে একটা কালো গোলার মতো কি যেন।

ততক্ষণে বেন্টলো তাদের দিকে ছুটন্ত ট্রেনের মতো এগিয়ে আসছে।

।। ১৬ গা শিউরে ওঠে ।।

প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে গাড়ি। রাস্তার ঈষৎ বক্র পিঠের উপর দিয়ে বিরাট যান্ত্রিক বাহনকে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে চলেছে বণ্ড আর মনে মনে ভাবছে অতঃপর কি কর্তব্য এমন সময় ছুটো গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব কমে গেল। নির্ঘাৎ ওদের ড্রাইভার পাশের কোন ছোট রাস্তায় নেমে পালাবার চেষ্টা করছে। মোড়ের কাছে এসে যখন ওদের গাড়ির আলোর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না তখন আরো বদ্ধমূল হল সে, অ্যাকসেলারেটর থেকে চাপ কমাল, তারপর সিগনাল দেখতে পেয়ে নিজে থেকেই ব্রেকে পা পড়ল তার।

বেগ কমে যখন ষাট মাইল, চোখে পড়ল রাস্তার ডানদিকে কিসের যেন ছায়া। বোধহয় গাছের। কিন্তু বাচবার কোন উপায় ছিল না। হঠাৎ ষ্টিয়ারিঙের অন্য দিকের চাকার তলায় ষ্টিলের কাঁটা ঝলসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা তার উপর চলে এল।

প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেকের উপর চাপ দিল সে। বাঁ দিকে কাত হচ্ছিল গাড়িটা, ষ্টিয়ারিং সোজা রাখতে সমস্ত শিরা উপশিরা টান টান হয়ে উঠল, কিন্তু কেবল এক সেকেণ্ডের জন্য গাড়িটা রইল। তারপরেই ওপাশের চাকা থেকে রবার বেরিয়ে গিয়ে চাকার ধারটা ঘষে গেল রাস্তায়, আর গাড়িটা ছিটকে গিয়ে পড়ল বাঁ পাশে। বণ্ড চালকের আসন থেকে এক ধাক্কায় পড়ে গেল মেঝেয়। তারপর গাড়িটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গেল সামনেই চাকাগুলো শূন্যে ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে, হেডলাইট আকাশের দিকে উঠে গেল। পেট্রোল ট্যাঙ্কের উপর ভর করে বিশাল একটা দাঁড়া বার করা পোকার মতো আকাশ আঁচড়াবার চেষ্টা করে আস্তে আস্তে উল্টে গেল গাড়িটা। চুরমার হয়ে গেল ভিতরের যা কিছু ছিল। কাঁচা

ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল।

তারপর সব নিস্তব্ধ। চারিদিক এত চুপচাপ যে কানে ঝিমঝিম করতে থাকে। বণ্ডের দিকের সামনের চাকাটা অল্প শব্দ করে ক্যাঁচ করেই থেকে গেল।

আড়াল থেকে ল্য শিফ বেরিয়ে এল, সঙ্গে দুজন লোক। ওরা কয়েক গজ দূরেই লুকিয়ে ছিল।

'পিস্তল সরিয়ে আগে ওকে বার কর,' রুক্ষভাবে হুকুম দিল ল্য শিফ। 'আমি পাহারা দিচ্ছি। সাবধান। মরে না যায়। তাড়াতাড়ি কর। ভোর হয়ে এল।'

লোক দুটো হাঁটু গেড়ে বসে গেল। একজন ছুরি বার করে গাড়ির ক্যানভাসের ছাদটা কেটে বণ্ডের কাঁধটা টেনে তুলল। বণ্ড তখন অজ্ঞান, অচৈতন্য। অন্যজন ওল্টানো গাড়ি আর ঘাসের ফাঁক দিয়ে গলে ভাঙা জানলা দিয়ে ঢুকল। ষ্টিয়ারিং আর গাড়ির ছাদের মধ্যে আটকে থাকা বণ্ডের পা দুটো উদ্ধার করল সে। তারপর দুজনে মিলে গাড়ির মাথার ফুটোটা দিয়ে আস্তে আস্তে বার করল ওকে।

বণ্ডকে রাস্তায় শুইয়ে দিল ওরা। দুজনেরই ঘাম, তেল আর ময়লায় করুণ অবস্থা। রোগা লোকটা ওর হৃদপিণ্ড সবল আছে কিনা অনুভব করে দেখল। তারপর দু-গালে কষে দুই থাপ্পড় লাগাল। বণ্ড একটু শব্দ করে উঠল। একটা হাত নড়ে উঠল। রোগা লোকটা আবার এক চড় কষাল।

'যথেষ্ট, যথেষ্ট', ল্য শিফ থামতে বলল ওদের। 'হাত বেঁধে ওকে গাড়িতে তোল। এই নাও—'একটা তাদের গোলা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'আগে ওর পকেটগুলো দেখ। ওর রিভলভারটা আমাকে দাও দেখি। হয়ত অন্য কোথাও অস্ত্র লুকোনো থাকতে পারে, তবে সেটা পরে দেখলেও চলবে।'

রোগা লোকটা বণ্ডের পকেট হাতড়ে যা যা দিল না দেখেই নিজের চওড়া পকেটের মধ্যে চালান করে দিল ল্যা ফিশ। তার মধ্যে বেরেটা অটোম্যাটিকটাও ছিল। তারপর নির্বিকার মুখে গাড়ির দিকে চলে এল।

তারের শক্ত আঁটন হাতের মধ্যে কেটে বসতেই বণ্ডের জ্ঞান ফিরল। সারা দেহে এমন যন্ত্রণা যেন কেউ গদা দিয়ে পিটিয়েছে। ওকে টেনে হিঁচড়ে যখন সিত্রোঁ গাড়িটার কাছে নিয়ে যাওয়া হল তখন ও বুঝতে পারল যে হাড় টাড় কিছু ভাঙেনি কিন্তু পালাবার চেষ্টাও করল না সে। ওদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করল ও, বিনা বাধায় গাড়ির পিছনের সিটে গিয়ে ঢুকল।

অত্যন্ত দুর্বল লাগছে, আর মানসিক ক্লান্তি আর অবসাদে আচ্ছন্ন। গত চব্বিশ ঘণ্টার ধাক্কা সামলাতে না-সামলাতেই এই ব্যাপার। এটা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। এবারে আর দৈব সহায় হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ ও যে এখানে আছে সেটা কারো জানার কথা নয়। সকালে বেশ বেলা হওয়ার আগে কেউ ওর খোঁজ করবে না। যদিও ভঙা গাড়িটা কারো না কারো নজরে পড়বে ঠিক, তবু গাড়িটা কার সেটা বার করাই তো কয়েক ঘণ্টার ধাক্কা।

ভেসপারের কি হল? ডানদিকে রোগা লোকটা, তার ওপাশে ভেসপার, রোগা লোকটা চোখ বুঁজে পড়ে আছে। প্রথমে ভেসপারকে পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় দেখে বণ্ডের রাগই হল। এ কি ন্যাকামি পেয়েছে নাকি? স্কার্টটা মাথার উপর দিয়ে বাঁধা—বোকামির একটা মাত্রা আছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার নগ্ন, অসহায় পা দুটির দিকে তাকিয়ে মায়া হল তার।

আস্তে আস্তে ডাকলে সে, 'ভেসপার!'

পুঁটলির মধ্যে থেকে কোন শব্দ নেই। বণ্ডের মনটা দমে গেল, কিন্তু না একটু নড়ে হঠল মনে হচ্ছে।

রোগা লোকটা ততক্ষণে তাকে বুকের উপর এক প্রচণ্ড চড় কষিয়েছে। 'চুপ করে থাক।'

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল বণ্ড। দ্বিতীয় মারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যও নিজেকে গুটিয়ে নিল সে—ফলে এবারকার ঘুঁষিটা পড়ল ঘাড়ে। আর একবার কুঁকড়ে গেল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।

রোগা লোকটা যেরকম অবলীলাক্রমে হাতের পাশ দিয়ে মারাত্মক মারটা দিল তাতে বোঝাই গেল এ পেশাদার না হয়ে যায় না। আবার হেলান দিয়ে শুয়ে চোখ বুঁজেছে লোকটা। কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক। ওকে খুন করতে পারলে ভাল হয়, ভাবল বণ্ড।

হঠাৎ পিছনে গাড়ির বুট খোলার শব্দ। ঝনঝনাৎ করে ধাতব কিছু পড়ল। সম্ভবত অন্য লোকটা ঐ লোহার শিক আর শেকলটা কুড়িয়ে এনে রাখল। জার্মানদের গাড়ির বিরুদ্ধে এরকম ব্যবস্থা অবলম্ব কর হত।

লোকগুলো ভয়ানক ওস্তাদ। এদের কলাকৌশল দেখলেও অবাক হতে হয়। এম কি সব কিছুই জানতেন না নাকি? সব দোষ লণ্ডন অফিসের—একথা একবার মনে হতেই বণ্ড ভাবল তা ঠিক নয়। দোষটা তারই। আগেই বোঝা উচিত ছিল। ছোটখাট চিহ্ন থেকেই ধরা উচিত ছিল কোনদিকে হাওয়া বইছে। সেই বুঝে আরো অনেক সাবধান হওয়া উচিত ছিল। রোয়া গালান্তে বসে সে যখন মনের আনন্দে শ্যামপেন খাচ্ছে তখন শত্রুপক্ষ পালটা চাল চেলে বসে আছে। বড্ড বেশি আত্মবিশ্বাসের ফল ভুগতে হচ্ছে এখন। সে ভেবেছিল কেল্লা ফতে হয়ে গেছে আর শত্রুপক্ষও ল্যাজ গুটিয়ে পশ্চাদপসরণ করেছে।

এতক্ষণ ল্য শিফ একটা কথাও বলেনি। অন্য লোকটা এসে সামনে বসল। তাকে দেখেই চিনতে পারল বণ্ড। সে বসামাত্র

ল্য 'শফ গাড়ি ব্যাক করে রাস্তার উপর তুলে প্রচণ্ড বেগে চালিয়ে দিল। এক মুহূর্তের মধ্যে তারা উপকূলের রাস্তায় পৌঁছ গেল। সত্তর মাইলে ছুটছে গাড়ি।

ততক্ষণে প্রায় পাঁচটা—আলো দেখা দিয়েছে। বণ্ড অনুমান করল ওরা যাচ্ছে ল্য শিফের ভিলার দিকে। আর দু-এক মাইল পরেই সে দিকে যাবার বাঁকটা দিতে হবে। ভেসপারকে ওরা ওখানে নিয়ে যাবে সে ভাবেনি। এখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। আসলে ভেসপারকে টোপ হিসেবে কাজে লাগান হয়েছে।

ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এই প্রথম বণ্ড একটু ঘাবড়ে গেল। শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে কনকনে স্রোত বয়ে গেল যেন।

মিনিট দশেক পরে গাড়িটা বাঁ দিকে মোড় নিল। ঘাস আর আগাছায় ঢাকা কাঁচা রাস্তা। একশো গজ পেরিয়ে দুই প্লাস্টার-খসা ভাঙা থামের মধ্যে পাঁচিল ঘেরা এক বাড়ি। রংচটা সাদা একটা দরজার সামনে গাড়ি থামল। ঘণ্টার বোতামে মর্চে পড়েছে। তার উপরে জিংকের অক্ষরে লেখা নিশাচর।'

যতটা দেখা গেল তা থেকে বণ্ডের মনে হল সিমেন্টের এই বাড়িটার স্থাপত্যে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই। ফ্রান্সের উপকূল অঞ্চলের বাড়িগুলো যে ধরনের হয় একেবারে তাই। বাড়ি নিশ্চয় সারা বছর বন্ধ থাকে। গরমের সময় ভাড়া দেবার জন্য ঝাড়পোঁছ করা হয়। এজেন্ট থাকে রয়্যালে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর চুনকাম, তাও কেবল বাইরের দিকটা আর ঘরের দেওয়ালে। মোটামুটি ভদ্রগোছের যাতে চেহারটা হয়, অন্তত কয়েক সপ্তাহের জন্য। তারপর যেই শীত পড়বে আবার বৃষ্টি শুরু হবে, রঙ চটে যাবে, মাছিতে ভরে যাবে, আবার পোড়ো বাড়ির দশা হবে।

কিন্তু ল্য শিফের যা মতলব তার পক্ষে এই বাড়িটা আদর্শ, মনে মনে ভাবল বণ্ড। ধরা পড়ার পর থেকে আর কোন বাড়ি নজরে

পড়েনি। কাল যখন এসে এই অঞ্চলটা ঘুরে গেছে তখন ধারেকাছে কয়েক মাইলের মধ্যে কোন খামার দেখতে পায়নি।

রোগা লোকটা কমুইয়ের এক গুঁতোয় বণ্ডকে গাড়ি থেকে নামাল। বণ্ড ভাবল এখন নিশ্চিন্ত ল্য শিফ তাদের দুজনের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাবে। ভাবতেই গা শিউরে উঠল তার।

চাবি খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল ল্য শিফ। ভেসপারকে ভোরের আলোয় এই বেশে অত্যন্ত অশোভন দেখাচ্ছিল। কর্সিকান লোকটা ফরাসী ভাষায় একগাদা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে ভেসপারকে ঠেলে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। বণ্ড কোন রকম দ্বিরুক্তি না করে রোগা লোকটার সঙ্গে চলল।

দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ডানদিকে একটা দরজা। সেখানে দাঁড়িয়ে ল্য শিফ। মাকড়সার মতো আঙুল বেঁকিয়ে বণ্ডকে কাছে যেতে ইঙ্গিত করল সে।

ভেসপারকে বারান্দা দিয়ে বাড়ির পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ বণ্ড মনস্থির করে ফেলল।

পিছন দিকে উন্মত্তের মতো এক লাথি ছুঁড়ল সে। লাথিটা গিয়ে লাগল লোকটার হাঁটুর নিচে। আর্তনাদ করে উঠল সে। বণ্ড ততক্ষণে বারান্দা দিয়ে দৌড়েছে ভেসপারকে যেদিকে ওরা নিয়ে গেছে সেই দিকে। কেবল পা দুটো মাত্র সম্বল তার। কি করবে কিছুই ঠিক নেই, কেবল লোকগুলোকে যতটা সম্ভব জখম করা যায় তার চেষ্টা, যদি এইভাবে ভেসপারের সঙ্গে একটু কথা বলা যায়। তাকে বলতে হবে কিছুতেই ওদের কাছে আত্মসমর্পণ কোরো না।

গোলমালের শব্দে কর্সিকানটা পিছন ফিরে তাকাতেই বণ্ড ডান পা দিয়ে এক লাথি ঝেড়েছে তার দিকে।

লোকটা বিদ্যুতের মতো দেওয়ালের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বাঁচালো নিজেকে। বণ্ডের পা যখন ওর উরু ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আলতো করে সে কেবল বাঁ হাত দিয়ে বণ্ডের জুতোটা একটু ঘুরিয়েদিল।

ব্যালান্স হারিয়ে বণ্ডের অন্য পা-টাও মাটি ছেড়ে উঠে গেল। তারপর নিজের ভারে আর ঝোঁকে সপাটে মেঝের উপর পড়ল সে।

কয়েক মুহূর্ত সেইভাবেই পড়ে রইল। ওঠার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গেছে তার। তারপর রোগা লোকটা এসে কলার ধরে টেনে তুলল। তার হাতে পিস্তল। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে বণ্ডের দিকে তাকাল সে। তারপর নির্বিকারভাবে নিচু হয়ে পিস্তলের মুখটা দিয়ে মারল পায়ে। বণ্ড শিউরে উঠে কুঁকড়ে গেল।

ভাঙা ফরাসীতে বলল লোকটা 'আবার যদি এরকম করেছ তাহলে দাঁত ভেঙে দেব।'

দম করে দরজা বন্ধ হল। ভেসপারকে নিয়ে কর্সিকানটা ওদিকে চলে গেছে। ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বণ্ড দেখতে পেল ল্য শিফ কয়েক পা এগিয়ে এসেছে। আবার আঙুল নাচিয়ে বণ্ডকে কাছে ডাকল সে। এতক্ষণে প্রথম তার মুখে কথা শোনা গেল।

'এস হে বন্ধু। কেন বৃথা সময় নষ্ট করছ।'

লোকটার ইংরিজী উচ্চারণে কোন টান নেই। নিচু গলা। কোন আবেগ উত্তেজনা বা তাড়াহুড়ার লেশমাত্র নেই। যেন ডাক্তার রোগীকে ডাকছেন, যে রোগী ভয় পেয়ে নার্সের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়েছে।

নিজেকে কেমন ছোট আর দুর্বল মনে হল বণ্ডের। কর্সিকানটা যেরকম অনায়াসে তাকে উল্টে দিল যেটা খুব ভালরকম যুযুৎসু জানা না থাকলে সম্ভব নয়। রোগা লোকটার মার যেরমক নিখুঁত তাতে তাকেও মারের-শিল্পী বললে বেশি বলা হয় না।

বাধ্য ছেলের মতো তাদের অনুসরণ করল বণ্ড। এদের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে লাভ তো কিছু হয়ই নি, উল্টে গায়ে কিছু আঁচড় লাভ করল।

রোগা লোকটা পিছনে, বণ্ড আগে আগে ঘরে ঢুকল। বণ্ড বুঝল এবারে সে সম্পূর্ণরূপে এদের হাতের মুঠোয়।

॥ ১৭ প্রিয় বন্ধু ॥

মস্ত বড় ঘর। জিনিসপত্র খুব বেশি নেই, যা আছে সস্তার আধুনিক ধরনের। এটা বসার ঘর না খাবার ঘর বোঝা মুশকিল। কারণ দরজার উল্টো দিকের দেওয়ালটা জুড়ে আয়না লাগানো বাজে সাইড বোর্ড। তার উপর কমলারঙের পাত্র, দুটো রংকরা মোমবাতি, দান। ঘরের অন্য দিকে গোলাপী রঙওঠা সোফা। দুটা দিক মোটেই মিশ খাচ্ছে না।

মাঝখানে কোন টেবিল নেই। কেবল একটা দাগধরা চৌকো কার্পেট। তার মধ্যে বাদামী রঙের জ্যামিতিক নক্সা। ছাদে সাদা আলো।

জানলার কাছে ওকে কাঠের কারুকার্যখচিত এক অদ্ভুতদর্শন। চেয়ার। তার বসার জায়গায় লাল ভেলভেট। নিচু টেবিলে খালি পার্নীর বোতল আর দুটো গ্লাস। আর একটা হাতলওয়ালা বেতের চেয়ার আছে, তাতে কোন গদী নেই।

ঝিলিমিলিগুলো অর্ধেক বন্ধ। বাইরে থেকে কেউ ঘরের ভিতরে কি হচ্ছে দেখতে পাবে না, যদিও তার মধ্যে দিয়ে রোদ ঢুকছে। ভোরের রোদ এসে পড়েছে ময়লা মেঝেতে, দেওয়ালে আর ফার্নিচারের ওপর।

বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে ল্য শিফ রোগাকে বলল, 'ওতেই হবে। ওকে চটপট তৈরি করে নিয়ে এসো। বাধা দিতে গেলে অল্প করে জখম করে দিতে পার।'

বণ্ডের দিকে ফিরল ল্য শিফ। মস্ত মুখে, গোল চোখে কোন

ভাবের বিকার নেই। নিরুৎসুকভাবে তাকিয়ে সে বললে 'জামা-কাপড় খুলে ফেল। বাড়াবাড়ি করতে গেলে এক-এক বারে এক-একটা আঙুল ভেঙে দেবে বেসিল। আমরা কাজের লোক। তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তুমি বাঁচবে কি মরবে সেটা নির্ভর করছে আমাদের কি কথাবার্তা হয় তার ওপর।'

রোগাকে কি যেন ইঙ্গিত করে সে ঘর থেকে চলে গেল।

রোগাটা একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল। যে ছুরিটা দিয়ে বণ্ডের গাড়ির চাকাটা কেটেছিল সেটা খুলে ধাঁ করে বেতের চেয়ারের সিটটা কেটে ফেলল।

তারপর কোটের পকেটে কলমের মতো ছুরিটা গুঁজে সে বণ্ডের কাছে এল। আলোর দিকে ফিরিয়ে দিল ওকে। হাতের বাঁধনটা খুলে ছুরি ডান হাতে নিয়ে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'নাও চটপট কর।

কব্জি ফুলে উঠেছিল। সেখানটা ঘষতে ঘষতে বণ্ড চট করে ভেবে নিল বাধা দিতে গেলে কতটা সময় পাওয়া যাবে। এক মুহূর্ত দেরি হয়েছে কি হয়নি রোগা লোকটা এক ঝটকায় তার কোটের কলার ধরে নিচের দিকে টান দিয়েছে, বণ্ডের হাত দুটো পিছন দিকে আটকে গেল। এটা একটা পুরোনো পুলিশি কায়দা। এক্ষেত্রে যা করার বণ্ড তাই করল। হাঁটু মুড়ে বসে গেল। কিন্তু রোগা লোকটাও সেই সঙ্গে বসে পড়ল আর ছুরি দিয়ে কোটের পিছন দিকটা ফ্যাস করে কেটে দিল। বণ্ড শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে ছুরির ফলাটা বেশ ভালোকরেই অনুভব করল। হঠাৎ হাত দুটো আলগা হয়ে গেল, কারণ কোটটা ততক্ষণে দু টুকরো হয়ে গেছে।

একটা গালাগাল দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। রোগা লোকটা আবার ছুরি হাতে আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে। বণ্ডের গা থেকে ডিনার জ্যাকেটের দুটো অংশ খসে পড়ল।

একটু বিরক্তি প্রকাশ করল লোকটা। 'কই জলদি কর।'

তার চোখের দিকে তাকিয়ে বণ্ড আর সময় নষ্ট না করে শার্টটা আস্তে আস্তে খুলতে লাগল।

ল্য শিফ ঘরে এল। তার হাতে একটা পাত্র গন্ধে মনে হল কফি। জানলার কাছে ছোট টেবিলে পাত্রটা রাখল সে। আরো দুটো জিনিস রাখল। অদ্ভুত কিছু নয়—একটা বাঁকানো বেতের তিন ফুট লম্বা কার্পেট-ঝাড়া আর একটা মাংসকাটা ছুরি।

সিংহাসনের মতো চেয়ারটায় জাঁকিয়ে বসে একটা গ্লাসে কফি ঢালল সে। এক পা দিয়ে বেতের চেয়ারটাকে টেনে সামনে নিয়ে এল। চেয়ারটার বসবার জায়গায় একটা ফ্রেম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবারণ দাঁড়িয়ে বণ্ড, মারের দাগগুলো গায়ে দাগড়া দাগড়া হয়ে আছে। মুখ গম্ভীর ক্লান্ত আতঙ্কিত।

বোসো ওখানে, 'সামনের চেয়ারটার দিকে দেখিয়ে হুকুম করল ল্য শিফ।

বণ্ড এগিয়ে এসে বসল। রোগা লোকটা খানিকটা তারের দড়ি বার করে চেয়ারের হাতলের সঙ্গে তার হাত দুটো বাঁধল। সামনের পায়া দুটোর সঙ্গে হাঁটু আটকে দিল। তারপর বুকের উপর দিয়ে দু-গাছা দড়ি বগলের তলা দিয়ে চেয়ারের পিঠের সঙ্গে বাঁধল শক্ত করে গিঁঠ দিল। কোথাও এতটুকু বাড়তি দড়ি রাখল না। বণ্ডের গায়ের মধ্যে যেন গেঁথে যেতে লাগল দড়িগুলো। চেয়ারের পায়াগুলো এত দূরে দূরে যে চেয়ারটা নড়াবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

একেবারে বন্দী, সম্পূর্ণরূপে। অসহায়। চেয়ারের ফুটো দিয়ে তার শরীরের পিছনের অংশটা মেঝের দিকে ঝুলে পড়ল।

ল্য শিফ ইঙ্গিত করতেই রোগা লোকটা দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেবিলের উপরে রাখা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরালো

ল্য শিফ। এক চুমুক কফি খেল। বেতের কার্পেট-ঝাড়াটা কোলের উপর রাখল, তার চওড়া অংশটা এসে পৌঁছল বণ্ডের চেয়ারের ঠিক নিচে। roni060007

পরম স্নেহভরে বণ্ডকে নিরীক্ষণ করল সে। পরমুহূর্তেই হাতটা হাঁটুর উপর উঁচু হয়ে উঠল।

ফল হল মর্মান্তিক। বণ্ডের সমস্ত দেহ যন্ত্রণায় বেঁকে গেল। ঠোঁট বেঁকে গেল, অব্যক্ত আর্তনাদে মুখ গুটিয়ে গেল। ঘাড় পিছনে হেলে পড়ল, মোটা করে শিরা ফুলে উঠল। সারা দেহে পেশিগুলো যেন শক্ত হয়ে উঠল। হাত ও পায়ের আঙুলের গাঁঠ সাদা, রক্তশূন্য। তারপর তার দেহটা ঝুলে পড়ল, ঘামতে শুরু করল সে। মুখ থেকে এতক্ষণে আর্তনাদ বেরোল।

বণ্ডের চোখ খোলবার পর ল্য শিফ এক গাল হেসে বললে 'তাহলে বন্ধু, দেখছো তো। 'অবস্থাটা বুঝতে পেরেছ এখন?'

চিবুক বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম বণ্ডের নগ্ন দেহের উপর ঝরে পড়ল।

পরম আনন্দে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ল্য শিফ একবার আলতো করে বণ্ডের চেয়ারের নিচের বেতটা মাটিতে ঠুকে নিল, 'আচ্ছা তাহলে এবার কাজের কথায় আসা যাক। যা ঝামেলা পাকিয়েছ একখানা।'

'বুঝলে বৎস তোমার খেলার দিন শেষ। তুমি ছেলেমানুষ, ভুল করে বড়দের একটা মারাত্মক খেলার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছ। এখন বুঝতে পারছ যে এ তোমার রেড-ইণ্ডিয়ান রেড ইণ্ডিয়ান খেলা নয়। ফলটাও ভুগছ ভালো করেই। বাছা, তুমি বড়দের সঙ্গে খেলার যোগ্য নও। তোমাকে খেলনার খন্তা আর বালতি নিয়ে এখানে পাঠানো ভুল হয়ে গেছে। লণ্ডনে তোমার যে আয়াটি আছেন তাঁরই বোকামি এটা। তার ফল পাচ্ছ তুমি।'

'ঠাট্টা থাক। গল্পটা শুনতে নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু না।' হঠাৎ গলার সুর বদলে গেল। হিংস্রভাবে তাকিয়ে গর্জে উঠল ল্য শিফ, 'টাকাটা কোথায়?'

লাল চোখ মেলে বণ্ড নিরুত্তর তাকিয়ে রইল।

আবার সেই বেতের ঘা। বণ্ডের সমস্ত দেহ শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

যন্ত্রণার দমক একটু কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ল্য শিফ। বণ্ড যখন কোনমতে চোখ খুলল তখন সে আবার আরম্ভ করল।

'আমার প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিন্তু তোমার শরীরের কোমল অঙ্গগুলোতে ক্রমাগত বেত মেরে যাব। দয়ামায়া কাকে বলে আমি জানি না। তোমার পালাবার কোন রাস্তা খোলা নেই। কেউ তোমাকে শেষ মুহূর্তে বাঁচাতে আসবে না। এটা রূপকথার গল্প নয়, বুঝেছ খোকা? শেষ মুহূর্তে দুষ্টের নিপাত হল, নায়ক পুরস্কার পেলেন, ভালো মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হল—এসব ব্যাপার সত্যিকার জীবনে ঘটে না। তুমি যদি জবাব না দাও তাহলে আমরা তোমার উপর এমন অত্যাচার চালাব যে তুমি পাগল হয়ে যাবে। তারপর ঐ মেয়েটাকে এখানে এনে তোমার সামনে তার উপর অত্যাচার করব। তাতেও যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে দুজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হবে। তোমাদের মৃতদেহ এখানে ফেলে রেখে আমি চলে যাব বিদেশে। সেখানে আমার একটি চমৎকার বাড়ি আছে। সারা জীবন মহাআরামে কাটাব সেখানে বিবি থাওয়া করে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে, তাহলে দেখছো বাছা, আমার কোনই লোকসান নেই। তুমি টাকাটা দাও ভালো, না দাও আমার ভারি বয়েই গেছে।'

একটু থামল লোকটা। হাতটা আবার উঁচু হতেই বণ্ডের সারা শরীর কুকড়ে গেল। কিন্তু বেতের ডগাটা ওকে স্পর্শ

করল মাত্র।

'তোমার পক্ষে কেবল একটাই পথ খোলা আছে। আমি যাতে আর যন্ত্রণা না দিই এবং তোমাকে প্রাণে না মারি সেই চেষ্টা করা। তাছাড়া তোমার আর কিছু করার নেই।'

বণ্ড চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। মারুক যত পারে। অত্যাচারের আরম্ভটাই সবচেয়ে মারাত্মক। আস্তে আস্তে শারীরিক কষ্ট বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছয় যখন অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়—তারপর আস্তে আস্তে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ও পরিশেষে মৃত্যু। সে প্রাণপণে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে লাগল যাতে আঘাতটা চরমে পৌঁছবার আগে সে ভেঙে না পড়ে—তারপর মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী।

জার্মান ও জাপানীদের হাতে তার যে সব সহকর্মীরা পড়েছিল তাদের কাছে শোনা আছে যে কিছুক্ষণ পরে আঘাতকে আর যন্ত্রণাদায়ক বলে মনেই হয় না, বরং বোধশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে এমন একটা অবস্থা হয় যে যন্ত্রণাতেও একরকম বিচিত্র সুখ অনুভব করা যায়। কিন্তু মনের জোর থাকলে এই অবস্থাটা প্রতিহত করা নিশ্চয়ই যায়। কারণ শত্রুপক্ষ তাহলে মার বন্ধ করবে কিম্বা একেবারেই খুন করে ফেলবে। কিংবা তারা তোমাকে একটু সামলে নিতে দেবে, যাতে নতুন উদ্যমে আবার অত্যাচার শুরু করা যায়।

অল্প করে তাকাল সে। এইটুকুর জন্যই ল্য শিফ অপেক্ষা করেছিল। সাপের মতো সড়াৎ করে লাফিয়ে উঠল বেতটা। ক্রমাগত আছড়াতে লাগল বেতটা আর বণ্ডের শরীর যেন সুতোয় টানা পুতুলের মতো লাফাতে থাকল।

যখন তার শরীর অবসন্ন হয়ে আসে তখন ল্য শিফ একটু থামে আর তারিয়ে তারিয়ে কফি খায়। সার্জন যেমন অপারেশনের সময় কার্ডিওগ্রাফে রোগীর হৃৎস্পন্দন লক্ষ্য করেন ঠিক তেমনি

ভাবে বণ্ডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সে—ভুরু ঈষৎ কুঁচকে যায়।

বণ্ডের চোখ খুলল। আবার ল্য শিফ কথা বলল, এখন একটু অধৈর্যভাবে।

'টাকাটা তোমার ঘরে আছে আমরা জানি। চার কাটি ফ্র্যাঙ্কের চেক নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে গিয়েছিলে, কোথাও লুকিয়ে রাখতে ওটা।'

কি করে জানল লোকটা? কি করে এত নিঃসন্দেহ হল?

'তুমি যেই নাইট ক্লাবের দিকে রওনা হলে আমার চারজন লোক তোমার ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে।'

তাহলে মুনজরাও তার মধ্যে ছিল নিশ্চয়—বণ্ড মনে মনে ভাবল।

'আমরা অনেক লুকোবার জায়গা পেলাম। ছেলেমানুষী জায়গা সব। যেমন বাথরুমের বলককের পিছনে একটা সঙ্কেত বই লুকোনো ছিল, একটা ড্রয়ারের পিছনে টেপ দিয়ে আটকানো ছিল আরো কিছু কাগজপত্র। তোমার সমস্ত ফার্নিচার, বিছানা, পর্দা জামাকাপড় কুটি কুটি করে ফেলা হয়েছে। ঘরের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখা হয়েছে। যা কিছু ফিটিং ছিল সব উপরে ফেলা হয়েছে। দুঃখের বিষয় চেকটা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে তোমার পক্ষে ভালোই হত। এতক্ষণে তাহলে তুমি বিছানায়, হয়ত সুন্দরী মিস লিণ্ডের সঙ্গেই। তার বদলে এই সব কাণ্ড হত না।'

আবার বেতের ঘা। সমস্ত আবছা হয়ে এল চোখের সামনে। তারই মধ্যে বণ্ড ভাবল বেচারা ভেসপারের উপর ঐ রক্ষীদুটো না জানি কি অত্যাচারই করছে। ল্য শিফের কাছে পাঠাবার আগে যা পারে করে নেবে। কর্সিকানটার পুরু ঠোঁট আর রোগা লোকটার নির্মম চেহারার কথা মনে হতেই ভেসপারের জন্য দুঃখ হতে লাগল। বেচারি!

ল্য শিফ ততক্ষণে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, 'দেখো হে, অত্যাচার করা অত্যাচারীর পক্ষে কিছুই না। বন্দী যদি হয় পুরুষ তাহলে তো ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে যাচ্ছে। বুঝলে বণ্ড, পুরুষের উপর অন্য অত্যাচার করে দরকার কি। এই যে অস্ত্রটা দেখছ এটা দিয়ে যা যন্ত্রণা দরকার সবই-দেওয়া সম্ভব। অবশ্য অন্য অস্ত্র দিয়েও হতে পারে। যুদ্ধের সম্বন্ধে বইয়ে কি পড়ছ? বিশ্বাস কোরো না। এর থেকে মারাত্মক যন্ত্রণা আর কিছুই হতে পারে না। শুধু যে তখনই যন্ত্রণাটা হবে তা নয় তোমার পৌরুষ হরণ করে নেওয়া হচ্ছে যত ভাববে যন্ত্রণা তত বাড়বে। শেষ অবধি যদি অবাধ্যতা করতেই থাক তাহলে তুমি মানুষ রইলে বটে কিন্তু পুরুষ থাকলে না।

'ভাবতেই কেমন লাগে, তাই না বণ্ড? শারীরিক কষ্ট তো বটেই, সেই সঙ্গে মানসিক কষ্ট, শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে তুমি কাকুতি-মিনতি করবে তোমাকে একেবারেই মেরে ফেলার জন্য। এসব তো হবেই তুমি ধরে নিতে পারো, যদি না আমাকে বলে ফেল টাকটা কোথায় আছে।'

গ্লাসে আরো খানিকটা কফি ঢেলে চুমুক দিল সে। ঠোঁটের দুপাশে কফির কষ লেগে রইল।

বণ্ডের ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল। কি একটা বলতে চাইছিল সে, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছিল না। বহু কষ্টে জিভ নাড়িয়ে মাত্র একটা কথাই উচ্চারণ করতে পারল সে, পানি।

ঠিক। ঠিক। মানেই ছিল না।' ল্য শি অন্য গ্লাসটায় খানিকটা কফি ঢালল। বণ্ডের চেয়ারের চারপাশে টপ টপ করে ঘাম ঝরে একটা ভিজে বৃত্ত হয়ে গেছে।

'মুখে তেল না দিলে জিভ চলবে কি করে? কার্পেট ঝাড়ার হাতলটা কোল থেকে মেঝেতে নামিয়ে রেখে উঠল ল্য শিফ। বণ্ডের

পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘামে ভেজা চুল মুঠো করে ধরে এক ঝটকায় নিচু করে দিল মাথাটা তারপর একটু একটু করে মুখে কফি ঢেলে দিল, যাতে দম না বন্ধ হয়ে যায়। তারপর মাথাটা ছেড়ে দিতেই বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল আবার। নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে কার্পেট ঝাড়টা তুলে নিল সে।

মাথা উঁচু করে জড়িত স্বরে বণ্ড বলল, 'টাকা কি হবে—পুলিশ খোঁজ পেয়ে যাবে।'

একটুকু বলেই সে এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল যে আবার মাথা ঝুঁলে পড়ল। আসলে যতটা না কাহিল হয়ে পড়েছিল সে তার চেয়েও বেশি ভাণ করছিল, যাতে পরের আঘাতটা দেরিতে আসে।

ধূর্ত হাসি হাসল লা শিফ। 'ওহো তোমাকে তো বলাই হয়নি। ক্যাসিনোর খেলার পরে আমাদের মধ্যে কথা হয় যে আর একবার আমরা দুজনে খেলব। তুমি ইংরেজ, ভদ্রতা করে আমার প্রস্তাবে রাজি হলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি হেরে গেলে। তখন তুমি এতই অস্থির হয়ে পড়লে যে রয়্যাল ছেড়ে কোন একটা অজানা জায়গায় চলে গেলে। তবে যাবার আগে একটা চিঠি লিখে গেলে যাতে চেকটা ভাঙাতে আমার কোন অসুবিধে না হয়। তোমার ভদ্রতার কোন তুলনা নেই। তাহলেই দেখছ সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমার জন্য তোমার ঘাবড়াবার কোন প্রয়োজন নেই।' হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল সে।

'তাহলে আবার শুরু করা যাক। আমার কোন তাড়া নেই। এইরকম প্ররোচনা বা উৎসাহ যাই বল, কতক্ষণ একজন সহ্য করতে পারে সেটা একটা দেখার জিনিস বৈকি।' মেঝের উপর সপাং করে নাচাল বেতটা।

বণ্ডের ভরসা করার কিছু ছিল না। এখন ব্যাপারটা একেবারে

পারিষ্কার হয়ে গেল। অজানা জায়গায় পাঠান হচ্ছে তাকে। সেই অজানা জায়গাটি সম্ভবত মটির তলায় বা সমুদ্রের অতলে। আরো ভাল, তার ভাঙা গাড়ির নিচে। মরতে যখন হবেই তখন কঠিন মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। লিটার বা ম্যাথিস যে এর মধ্যে এসে পড়বে সে আশা নেই, তবে যত দেরি করা যায় ল্য শিফের ধরা পড়ার সম্ভাবনা তত বাড়বে। এখন হয়ত সাতটা। হয়ত গাড়িটা চোখে। পড়েছে কারো। আরো অত্যাচার করুক ল্য শিফ, সেটা অসহ্য হলেও তার ফলে যদি সে ধরা পড়ে তাহলে তাই হোক।

মাথা তুলে ল্য শিফের দিকে তাকাল বণ্ড। চোখের সাদা অংশটা লাল দেখাচ্ছে এখন। যেন রক্তের মধ্যে দুটো জাম ভাসছে। হলদে মুখে না-কামানো দাড়ির কালো ছোপ। ঠোঁটের দুপাশে জমে থাকা কফি—মনে হচ্ছে বেঁকে আছে ঠোঁট দুটো। ঝিলিমিলির মধ্যে দিয়ে রোদ এসে আলো ছায়ার ডোরা ফেলেছে মুখের উপর।

'না। তুমি···, স্পষ্ট উচ্চারণে বলল বণ্ড।

রেগে উন্মত্ত হয়ে আবার মার শুরু করল ল্য শিফ। মুখ থেকে ক্রুদ্ধ জান্তব আওয়াজ বেরোতে লাগল।

দশ মিনিটের মধ্যেই বণ্ড অজ্ঞান হয়ে গেল—বেশি যন্ত্রণা সহ্য করতে হল না।

ল্য শিফ তখন ক্ষান্ত দিল। মুখের ঘাম মুছে ফেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে কিছু ঠিক করে নিল।

নিস্পন্দ, ঝুলেপড়া দেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। বণ্ডের মুখ, কোমরের উপর থেকে সমস্ত দেহ রক্তশূন্য। হৃদপিণ্ডের কাছে চামড়াটা অল্প অল্প কাঁপছে। মরেনি তাহলে।

বণ্ডের কান দুটো ধরে নির্দয়ভাবে মোচড়াতে লাগল সে। তারপর গালে প্রচণ্ড জোরে চড় কষাল কয়েকটা। প্রত্যেকটা চড়ের

সঙ্গে মাথা এদিক থেকে ওদিক হতে লাগল। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ঘন হল। তারপর মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ হল একটা।

এক গ্লাস কফি নিয়ে ল্য শিফ বণ্ডের মাথায় আর মুখে ঢেলে দিল। তারপর চেয়ারে বসে দেখতে লাগল কি হয়। একটা সিগারেট ধরাল। বণ্ডের চেয়ারের নিচে রক্ত জমে আছে।

করুণ আর্তনাদ, যেন মানুষের গলা থেকে এরকম স্বর বেরোন সম্ভব নয়। বণ্ড চোখ খুলে তাকাল ওর দিকে।

'আর নয় বণ্ড। এবার আমি তোমাকে শেষ করছি। প্রাণে মারছি না জেনে রেখো। কিন্তু তোমার আর কিছু থাকবে না। তারপর মেয়েটাকে আনাই এখানে। দেখি তাকে কি করা যায়।'

টেবিলের দিকে এগোল সে। 'চিরকালের মতো বিদায় জানাও বণ্ড।'

।। ১৮ পাথুরে মুখ ।।

হঠাৎ একজন তৃতীয় ব্যক্তির গলা শোনা গেল। গত এক ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত মারের শব্দ ছাড়া দুজনের কথা শোনা গেছে। বণ্ডের আচ্ছন্ন চেতনায় তার সবটা ঢুকছিল না। আচমকা তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এল। বাঃ, এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, শুনতেও পাচ্ছে। দরজার কাছ থেকে অন্য একজনের গলা। তারপর সারা ঘর জুড়ে নীরবতা। ল্য শিফ আশ্চর্য হয়ে মাথা ঘোরাল, তার মুখে কৌতূহল আর স্তম্ভিত ভাব। ক্রমে মুখের ভাব বদলে গেল। ভয় দেখা দিল।

'থাম।' বিদেশী উচ্চারণে কে বলল।

বণ্ডের চেয়ারের পিছনে পায়ের শব্দ।

'ফেলে দাও'—আবার সেই গলা।

ল্য শিফের হাত থেকে বাধ্য ছেলের মতো ছুরি পড়ে গেল। শব্দ হল মেঝেয়।

ল্য শিফের মুখ দেখে বণ্ড প্রাণপণে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল কি ঘটছে পিছনে, কিন্তু সে মুখে আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, কিন্তু ইঁক করে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরোল শুধু। গাল নড়তে লাগল, মনে হল গলা শুকিয়ে গেছে, কিছু জিগ্যেস করতে চাইছে, পারছে না। হাত দুটো নাড়াবার চেষ্টা করল, একটা হাত পকেটে দিতে গেল, কিন্তু ঝুলে পড়ল। চোখ বেরিয়ে আসছে। বণ্ড আন্দাজ করল যে কেউ ওর দিকে রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এক মুহূর্ত কোন কথা নেই। তারপর ফিসফিস করে ভেসে

এল, 'স্মার্শ।' যেন এর পরে আর কোন বক্তব্য নেই, থাকতে পারে না।

'না, না, আমি, আমি—' ল্য শিফের কথা জড়িয়ে গেল। বোধ-হয় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু অপর লোকটির মুখ দেখে বুঝতে পেরেছে যে সে চেষ্টা বৃথা।

'তোমার দুটো লোকই খতম। তুমি চোর, গর্দভ, বিশ্বাস-ঘাতক। আমাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে সাবাড় করতে। বেশি সময় নেই আমার, তাই গুলি করছি। তোমার ভাগ্য ভাল। আমাকে বলা হয়েছিল তোমার মৃত্যু যেন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়কভাবে হয়। তুমি যা ক্ষতি করেছ তার তুলনা নেই।'

মোটা গলা চুপ করল। ঘরে আর কোন শব্দ নেই, কেবল ল্য শিফের ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়া।

বাইরে কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠল। গ্রামের সকাল। নানারকম শব্দ ভেসে আসছিল। রোদ কড়া হয়ে পড়েছে ল্য শিফের মুখের ঘাম চকচক করছে।

'তুমি দোষ স্বীকার করছ?'

চেতনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ করছে বণ্ড। চোখ কুঁচকে, মাথা ঝাঁকিয়ে সে সচেতন হবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী অসাড়—পেশীতে বোধ নেই। কেবল কোন মতে ল্য শিফের প্রকাণ্ড মুখের উপর সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারছিল। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

মুখ হাঁ হয়ে আছে। লালা গড়িয়ে পড়ছে।

'হ্যাঁ।'

টুথপেষ্টের টিউব থেকে হাওয়া বেরোবার মতো ফট করে একটা শব্দ। আর কোন আওয়াজ নেই। হঠাৎ মনে হল ল্য শিফের মুখের

মধ্যে আর একটা চোখ গজিয়েছে, যেখানে থেকে নাকটা আরম্ভ। ছোট্ট কালো মতো গর্ত, সে চোখে পাতা নেই।

এক মুহূর্তের জন্য তিনটে চোখই তাকিয়ে রইল, তারপর মুখটা ভেঙে পড়ার মতো হল। বাইরের চোখ দুটো উল্টে গেল, প্রথমে ভারি মাথাটা হেলে পড়ল, তারপর ডান কাঁধ, তারপর সমস্ত শরীরটা চেয়ারের হাতলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ল্যা শিফ বমি করছে নাকি? পা মাটিতে ঠুকে গেল। তারপর আর কোন শব্দ নেই।

চেয়ারের উঁচু পিঠটা তেমনই খাড়া, তার হাতলের উপর একটি মৃতদেহ।

বণ্ডের পিছনে কে যেন নড়ে উঠল। একটা হাত রুক্ষভাবে ওর থুতনি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

কালো মুখোসের পিছনে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। হ্যাট আর বর্ষাতির মধ্যে পাথরের মতো ঢাকা মুখ। আর কিছু দেখতে পাওয়ার আগেই তার মাথাটা সামনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল।

'কপাল ভাল তোমার। তোমাকে খুন করার হুকুম নেই। একদিনে দু-দুবার প্রাণে বেচেছো। তোমার দলকে বোলো স্মার্শ কাউকে খাতির করে না। প্রথমবার তুমি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছ, দ্বিতীয়বার ভুল করে। বিদেশী যেসব গুপ্তচরগুলো এইরকম বিশ্বাস-ঘাতকদের আশেপাশে ঘুরঘুর করে তাদের সবকটাকে মারার হুকুম থাকলে ভালো হত।

'যাই হোক আমার পরিচয় রেখে গেলাম। তুমি তো জুয়াড়ি। হয়ত কোনদিন আমাদের বিরুদ্ধে খেলায় নামতে পার। সুতরাং তোমাকে গুপ্তচর বলে মার্কামারা করে দিচ্ছি।'

বণ্ডের ডান কাঁধের পিছনে ছুরি খোলার শব্দ। একটা হাত, ছাই রঙের পোশাক পরা। ময়লা সাদা শার্টের কাফ। হাতে ধরা

আছে কলমের মতো করে একটা সরু ছুরি। বণ্ডের বাঁধা ডান হাতটার উপর ছুরিটা এল। দ্রুত তিন আঁচড়ে উল্টো করে এম-এর মতো লেখা হল, সব শেষে চতুর্থ আঁচড় একটা। রক্ত বেরিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়তে লাগল।

এতক্ষণ বণ্ড যে যন্ত্রণা সহ্য করেছে তার কাছে অবশ্য এটা কিছুই নয়, কিন্তু সে এই আঘাতে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

পদশব্দ মিলিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ঘর নিস্তব্ধ। কেবল বাইরে থেকে গ্রীষ্ম দিনের নানারকম কলকূজন। মেঝেতে রোদ পড়েছে—দু জায়গায় গোল হয়ে রক্ত পড়েছে, সেই রক্তের ওপর রোদ পড়ে দেওয়ালে দুটো গোলাপী আলোর বৃত্ত ফেলেছে।

বেলা বাড়তে লাগল। আস্তে আস্তে আলোর ছোপ দুটোও আকারে বড় হতে লাগল।

।। ১৯ সাদা তাঁবু ।।

যখন স্বপ্নের মধ্যে মনে হয় এটা স্বপ্ন, তখনই জাগার সময়।

তার পরের দুদিন জেমস বণ্ডের কেটেছে জাগা আর স্বপ্নের মাঝামাঝি এইরকম একটা অবস্থায়। আচ্ছন্ন চেতনার মধ্য দিয়ে অসংখ্য স্বপ্নের শোভাযাত্রা চলেছে, সবগুলিই অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও ভয়ের। সে বুঝতে পারছিল যে একটা বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে সে, নড়াচাড়ার ক্ষমতা নেই। এক একসময় মনে হয়েছিল তার আশেপাশে লোকজনের চলাফেরা, কিন্তু কষ্ট করে চোখ খুলে সে জাগ্রতজগতে প্রবেশ করার আর চেষ্টা করেনি।

অন্ধকারই ভাল। তাই সে অন্ধকারেই ফিরে যেতে চায়।

তৃতীয় দিন সকালে মারাত্মক দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল সে। সর্ব শরীর কাঁপছে ঘাম ঝরছে দরদরিয়ে। কপালে কার হাত। স্বপ্নের মধ্যেও এই হাতের ছোঁয়া পেয়েছে সে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে হাতটা, কিন্তু পারেনি কারণ তার নিজের হাত বিছানার সঙ্গে আটকানো। সমস্ত দেহটাই তার ষ্ট্র্যাপ দিয়ে বিছানার সঙ্গে আঁটা। সাদা কফিনের মতো কি একটা দিয়ে তার বুক থেকে পা অবধি ঢাকা। রাগের চোটে অশ্রাব্য গালাগাল করতে লাগল সে, কিন্তু ঐটুকু কথা বলেই হাঁপিয়ে পড়ল সে। নিজের অসহায় অবস্থায় তার চোখ থেকে পানী পড়তে লাগল।

একটি মেয়ের গলা। আস্তে আস্তে কথাগুলো বোধগম্য হতে লাগল। গলা শুনে মনে হয় বন্ধু সান্ত্বনা দিচ্ছে। শত্রু নয়। কি আশ্চর্য। বিশ্বাস হতে চায় না, তার বদ্ধমূলধারণা ছিল সে এখনো বন্দী এবং এখনি আবার অত্যাচার আরম্ভ হবে। কে যেন ঠাণ্ডা

ল্যাভেণ্ডারের গন্ধমাখা কাপড় দিয়ে সস্নেহে তার মুখ মুছিয়ে দিল। আবার ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নের রাজ্যে ডুব দিল সে।

কয়েক ঘণ্টা বাদে ঘুম ভাঙল। তখন ভয়ের ভাব কেটে গিয়ে একটা আরামের বোধ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরে রোদ এসে পড়েছে। বাইরে বাগানে নানারকম শব্দ। সমুদ্র নিশ্চয় কাছেই, কারণ দূর থেকে তটে পানী আছড়ানোর আওয়াজ। একটু মাথা নাড়তেই কাপড়ের খসখস শব্দ তুলে নার্স তার সামনে এসে দাঁড়াল। পাশেই বসে ছিল সে। বেশ সুন্দরী নার্সটি। হাসি হাসি মুখ করে সে বণ্ডের নাড়ি দেখল।

'বাব্বাঃ উঠেছেন শেষ অবধি। এমন গালাগালি তো জন্মে কখনো শুনিনি।'

বণ্ড তার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি কোথায়?' বেশ পরিষ্কার বলতে পারল সে। নিজেই অবাক হল।

'আপনি রয়্যালের একটা নার্সিং হোমে। আপনার দেখাশোনা করার জন্য আমাকে খবর দিয়ে ইংলণ্ড থেকে আনা হয়েছে। আমরা দুজন এসেছি। আমার নাম নার্স গিবসন। এখন লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে থাকুন তো। আমি ডাক্তার সাহেবকে বলে আসি আপনার ঘুম ভেঙেছে। আপনি সেই যে অজ্ঞান অবস্থায় এসেছিলেন তার পরে আর জ্ঞান ফেরেনি। খুব ভাবিয়েছেন আমাদের।

চোখ বন্ধ করে ফেলল বণ্ড। শরীরের অবস্থাটা কেমন বুঝে দেখার চেষ্টা করল। সবচেয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে হাঁটুতে, হাতের কব্জিতে, আর হাতের যেখানটা রাশিয়ানটা ছুরি চালিয়েছিল। দেহের মাঝখানটা অসাড়। নিশ্চয় অ্যানাসথেটিক দিয়েছে। সর্বাঙ্গে ব্যাথা, যেন কেউ সমস্তটা পিটিয়েছে। সব জায়গায় ব্যাণ্ডেজ, গালে দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। তিনদিন দাড়ি কামান হয়নি। তার মানে সেদিন সকালের ঘটনার পর আজ তৃতীয় দিন।

মনে অনেক প্রশ্ন জমা হয়ে উঠল। এমন সময় দরজা খুলে ঢুকলেন ডাক্তার সঙ্গে নার্স আর পিছনে ম্যাথিস। ম্যাথিসকে দেখেই মনটা ভাল হয়ে গেল তার। ম্যাথিসের মুখ উদ্বিগ্ন, বণ্ডকে দেখেই এক গাল হেসে সে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ করে থাকতে বলল, তারপর পা টিপে টিপে জানলার কাছে গিয়ে বসে পড়ল।

ডাক্তারটি ফরাসী, বেশ চালাক-চতুর চেহারা। তিনি দোয়াজিমের বুরোতে আছেন, আপাতত বণ্ডের চিকিৎসার জন্য তাঁকে এখানে আনা হয়েছে। তিনি বণ্ডের কপালে হাত রেখে টেম্পারেচার চার্টটার দিকে তাকালেন।

বেশ স্পষ্ট কথার লোক ডাক্তারটি। 'দেখুন মিঃ বণ্ড, আপনি নিশ্চয় অনেক-কিছু প্রশ্নের উত্তর চান। আমি মোটামুটিভাবে সবই আপনাকে বলছি। আপনি কথা বলে শক্তি ক্ষয় করবেন না। আমি সংক্ষেপে যা ঘটেছে বলার পর আপনি মঁসিয়ো ম্যাথিসের সঙ্গে দু-এক মিনিট কথা বলতে পারেন। উনি দু-একটা বিষয়ে আপনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে চান। এখনো কথা বলার সময় হয়নি, কেবল আপনাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যই আমি এলাম। যাতে আপনার শারীরিক সুস্থতা তাড়াতাড়ি আসে।'

নার্স গিবসন একটা চেয়ার এনে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

'আপনি এখানে আছেন দুদিন।' ডাক্তার বলতে লাগলেন। 'রয়্যালে যাবার পথে এক চাষা আপনার গাড়িটা দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। মাসিয়ো ম্যাথিস খবর পেতে পেতে একটু দেরি হয়ে যায়। যাই হোক ওটা আপনার গাড়ি শোনামাত্র উনি ঐ ভিলাতে লোকজন নিয়ে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে আপনাকে আর ল্য শিফকে পায় ওরা। আপনার বান্ধবী মিস্ লিণ্ডও ছিলেন। উনি অবশ্য সুস্থ দেহেই ছিলেন। উনি বলেছেন ওরা নাকি ওঁর গায়ে হাত দেয়নি। অবশ্য শক পেয়ে খুব মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন প্রথমটা। এখন সেরে উঠেছেন। ওঁর হোটেলেই আছেন। লণ্ডনে

ওঁর ওপরওলাদের কাছ থেকে হুকুম এসেছে যে আপনি ভাল করে সেরে ওঠা পর্যন্ত যেন উনি আপনার কাছেই থাকেন।

'ল্য শিফের রক্ষী দুটোই মরেছে। ৩৫ বুলেট মাথার পেছনে গেঁথে গেছে। তাদের মুখ দেখে মনে হয় হত্যাকারীকে দেখবার সুযোগও তারা পায়নি। মিস লিণ্ড যে ঘরে ছিলেন ওরাও সেই ঘরেই ছিল। ঐ একই রকম বুলেটে ল্য শিফকেও মারা হয়েছে। ওকে হত্যা করাটা আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।' বলল বণ্ড।

'আপনার আঘাত খুব গুরুতর হলেও প্রাণের আশংকা নেই। রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। মনে হয় আপনি সেরে উঠবেন এবং শরীরের সব রকম ক্ষমতাই ফিরে পাবেন। তবে এখনো কয়েকদিন ব্যথা থাকবে। আমি যথাসাধ্য আপনাকে আরামে রাখবার চেষ্টা করব। এখন জ্ঞান ফিরেছে বলে আমরা আপনার হাত দুটো খুলে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, একেবারে নড়াচড়া করবেন না। আপনি ঘুমোলে নার্স আবার আপনার হাত বেঁধে দেবে। আসল কথা হল বিশ্রাম। প্রচুর বিশ্রাম। আপাতত আপনি শারীরিক ও মানসিক শকে ভুগছেন।' একটু থেমে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, 'ওরা কতক্ষণ আপনার উপর অত্যাচার করেছিল?'

'এক ঘণ্টা হবে।'

'আপনি যে বেঁচে আছেন এটাই আশ্চর্য। আপনি যা সহ্য করেছেন সেটা অনেকেই পারত না, এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারেন। মসিয়ো ম্যাথিস জানেন আপনার মতো অবস্থা থেকে উদ্ধারপাওয়া বেশ-কিছু লোকের চিকিৎসা করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু তাদের সকলেরই অবস্থা ছিল শোচনীয়। আপনি সে তুলনায় ভালোই আছেন বলতে হবে।'

এই বলে ডাক্তার বণ্ডকে একটু নিরীক্ষণ করলেন। তারপর ম্যাথিসের দিকে ফিরে বললেন—

'নিন, আপনাকে দশ মিনিট সময় দিলাম। তারপর আপনাকে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হবে। যদি দেখি আপনার সঙ্গে কথা বলার পর পেশেন্টের জ্বর বেড়েছে সে দায়িত্ব কিন্তু আপনার।

দুজনের দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার।

ম্যথিস এগিয়ে এসে ডাক্তারের চেয়ারটা দখল করল।

'ভালো লোক,' বণ্ড মন্তব্য প্রকাশ করল। 'বেশ পছন্দ হল আমার।'

'দোয়াজিয়েম বুরোর লোক। দারুণ লোক। একদিন ওর সব কাহিনী বলব। উনি মনে করেন তুমি একজন অসাধারণ লোক, আমিও তাই মনে করি।'

'যাক গে। ওসব প্রশংসা পরে হবে। আপাতত কাজের কথা। বুঝতেই পারছ অনেক কিছু জট পাকিয়ে আছে। প্যারিস আর লণ্ডন থেকে আমাকে সব খবরের জন্য বিরক্ত করে মারছে। এমনকি ওয়াশিংটনও বসে নেই। লিটারের মারফত ওরাও সব ব্যাপারটা জানতে চাইছে। মনে পড়েছে, এম একটা ব্যক্তিগত বাণী পাঠিয়েছেন। নিজেই ফোনে কথা বললেন আমার সঙ্গে। তোমাকে বলতে বলেছেন যে উনি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আমি বললাম আর-কিছু বলতে হবে? উনি বললেন বোলো যে ট্রেজারি বিভাগ খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এই বলে উনি ফোনটা রেখে দিলেন।'

বণ্ড অত্যন্ত পুলকিত হল। এম নিজে ফোন করেছেন। এরকম তো সচরাচর শোনা যায় না। এম বলে যে কেউ আছেন সেটাই তো স্বীকার করা হয় না। লণ্ডনের ঐ গোপন প্রতিষ্ঠানে যেখানে সতর্কতার অন্ত নেই এই খবরে যে কিরকম হৈ-চৈ পড়ে গেছে অনুমান করতে দেরি হোলো না তার।

'রোগা লম্বামতো একজন লোক লণ্ডন থেকে এল। একটা হাত নেই। যেদিন তোমাকে আমরা পাই, সেই দিনই'। ম্যাথিস জানত এইসব অফিসের খুঁটিনাটি খবর পেলে বণ্ড যেমন খুশী হবে আর কিছুতে তেমন নয়। 'সে নার্সের ব্যবস্থা করল, সব কিছু দেখাশোনা করল। তোমার গাড়ি মেরামত করা হচ্ছে। মনে হল ভেসপারের বড়কর্তা হবে। ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিল। তোমার দেখাশোনা করার জন্য ভেসপারকে বলে গেছে।'

'হেড অফ এস,' বণ্ড ভাবল মনে মনে। 'বাবাঃ, আমার খাতির তো কম নয়।'

'আচ্ছা, এবার গোটা কতক প্রশ্ন। ল্য শিফকে খুন করেছে কে?'

'স্মার্শ'

ম্যাথিস আশ্চর্য হয়ে শিষ দিয়ে উঠল। 'বল কি। তাহলে ওরা পিছনে লেগেছিল? কেমন দেখতে লোকটা?'

ল্য শিফের হত্যার ঘটনাটা বণ্ড সংক্ষেপে বলল। বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু বলে ফেলে একটা বোঝা নেমে গেল। সেই দুঃস্বপ্নের মতো দৃশ্যের কথা ভাবতেই তার দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। আবার যন্ত্রণা আরম্ভ হল শরীরে।

ম্যাথিস নিজের ভুল বুঝতে পারল। বণ্ডের স্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। তাড়াতাড়ি শর্টহ্যাণ্ডের নোট-বইটা বন্ধ করে তার গায়ে হাত রাখল ম্যাথিস।

'মাপ কর ভাই। ওসব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেল। মনে রেখ এখন তুমি বন্ধুদের মধ্যে। সব ভালোভাবে হয়ে গেছে। আমরা প্রচার করেছি যে, ল্য শিফ তার দুই সহকর্মীকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেছে। কারণ ইউ য়ুনের টাকা নষ্ট করে

জবাবদিহি করার মুখ ছিল না।

'ষ্ট্রাসবর্গ আর উত্তর অঞ্চলে খুব হৈ-চৈ। ওকে মস্ত হিরো মনে করা হত তো—কমিউনিষ্ট পার্টির এক বিরাট নেতাও ছিল। ক্যাসিনো আর বেশ্যালয়ের ঘটনাগুলো প্রকাশ পেয়ে যাওয়াতে ওদের আরো অসম্মান হয়েছে—বলতে গেলে ওর সংগঠন একেবারে ভেঙে পড়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বলা হচ্ছে ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে ব্যাপারটা ঢাকা পড়েনি। কিছুদিন আগেই খোরেজ এইভাবে গেছে। ওদের সব বড় বড় নেতারাই পাগল এইরকম দেখাচ্ছে জিনিসটা। কি করে ওরা সামলাবে জানি না।'

ম্যাথিসের কথায় বণ্ডের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যই অবশ্য ম্যাথিস এত কথা বলল।

'একটা রহস্য কিন্তু থেকে যাচ্ছে। তার উত্তরটা শুনেই আমি পালাব। ডাক্তার এখনি এসে আমাকে ঘাড়ধরে বার করে দেবেন। টাকাটা কোথায়? আমরাও তোমার ঘরে কম খোঁজাখুঁজি করিনি। লুকোলে কোথায়? ওটা তো নেই।'

বণ্ড হাসল। 'নেই বটে আবার আছেও। দরজার বাইরের দিকে কালো প্লাসটিকের একটা নাম্বারপ্লেট আছে। সেদিন লিটার চলে যাওয়ার পর আমি নাম্বারপ্লেটটা স্ক্রু দিয়ে খুলে ফেলে চেকটা পাট করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বন্ধ করে দিয়েছি। এখনো আছে নিশ্চয়ই। তাহলে দেখ বোকা ইংরেজরাও চালাক ফরাসীদের কিছু শেখাতে পারে।'

হো হো করে হেসে উঠল ম্যাথিস। 'হ্যাঁ, শোধবোধ হয়ে গেল। মুনজদের খবরটা আমি দিয়েছিলাম। ভাল কথা, ওরাও ধরা পড়ে গেছে। ভাড়াকরা যদিও। কয়েক বছর হাজত বাস যাতে হয় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ডাক্তার ছুটে ঘরে এসে ঢুকতেই ম্যাথিস তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

'বেরোও, বেরোও', ডাক্তার বললেন, যাও আর এসো না।'

ম্যাথিস হাত নেড়ে কিছু কথা বলে বিদায় জানালে। ডাক্তার তাকে একরকম ঠেলতে ঠেলতেই ঘর থেকে বার করে দিলেন। ফরাসীতে তিনি রেগেমেগে কি সব বলছেন খানিকটা শুনতে পেল বণ্ড। খুব ক্লান্ত লাগছিল, তবু সব খবর শোনার পর মনটা ভাল লাগছিল। ঘুম এসে গিয়েছিল। ভেসপারের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আরো অনেক রহস্যের সমাধান বাকি রয়ে গেল। থাক পরে হবে।

॥ ২০ অমঙ্গলের স্বরূপ ॥

বণ্ড ক্রমে সেরে উঠতে লাগাল। তিন দিন বাদে ম্যাথিস ওকে দেখতে এল। তখন উঠে বসানো হয়েছে বণ্ডকে, যদিও দেহের তলার দিকটা ঘেরাটোপের মধ্যে ঢাকা। মাঝে মাঝে খচ করে কোথাও লেগে যাচ্ছে, তখন চোখটা সরু করে নিচ্ছে। তবে মোটামুটি বেশ মেজাজ ভালোই আছে তার।

ম্যাথিস একটু হতাশভাবে বলল, 'এই নাও তোমার চেক। পকেটে করে চার কোটি ফ্র্যাঙ্ক নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি এ কদিন—চালাকি নয়! যাকগে। তুমি সই করে দাও তোমার অ্যাকাউণ্টে জমা করে দিই। আমাদের স্মার্শের বন্ধুটি কিন্তু একেবারে উধাও। টিকিটিরও দেখা নেই। লোকটা ভিলায় গেছে নিশ্চয়—পায়ে হেঁটে কিম্বা সাইকেলে। কেননা তুমি কোন গাড়ির শব্দ পাওনি—ল্য শিফের রক্ষীরাও পায়নি। অদ্ভুত কাণ্ড। এই স্মার্শ নামক সংস্থা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না—লণ্ডনও জানে না। ওয়াশিংটন বলছে ওরা কিছু কিছু জানে, কিন্তু সে রেফিউজিদের কাছ থেকে জিগ্যেস করে পাওয়া কিছু খবর। তার কি কোন মূল্য আছে? একজন সাধারণ ইংরেজকে তাদের সিক্রেট সার্ভিস সম্বন্ধে জিগ্যেস করলে, কিম্বা ফরাসীর কাছে দোয়াজিয়েম সম্বন্ধে খোঁজখবর করলে যেমন ভাসাভাসা উত্তর পাওয়া যাবে, তেমন আর কি।'

বণ্ড বলল, 'লোকটা হয়ত ওয়ারস হয়ে লেনিনগ্রাড থেকে বার্লিন এসেছিল। বার্লিন থেকে সারা ইউরোপ যাবার অনেক পথ খোলা আছে। এতদিনে নিশ্চয় ফিরে গেছে। আমাকে খুন করার হুকুম ছিল না বলল। আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় ওদের একটা ফাইল হয়ে

গেছে। যুদ্ধের পর এম আমাকে যা দু-একটা কাজ দিয়েছিলেন সেটা ওদের সুনজরে পড়েনি নিশ্চয়। আমার হাতে একটা অক্ষর কেটে লিখে দিয়ে ভাবল খুব বাহাদুরি করলাম।'

'অক্ষর?' ম্যাথিস একটু অবাক হল। 'ডাক্তার তো বললেন ওটার কোন মানে হয় না। কাটাটা উল্টো এম-এর মতো, মাথায় একটা ল্যাজ আছে।'

'জ্ঞান হারাবার আগে চোখ পড়েছিল, পরে কাটাটা ড্রেস করার সময়েও নজরে পড়েছে। ওটা রাশিয়ান বর্ণমালার একটা অক্ষর। স্মার্শ কথাটির আদ্যক্ষর। স্মার্শ হল একটা সংক্ষিপ্ত কথা, পুরো কথাটার অর্থ বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক। আমি বিশ্বাসঘাতক বলে মার্কা মারা হয়ে গেলাম। ঝামেলা বাড়ল। কারণ লণ্ডনে গেলেই এম বলবেন ওখানে নতুন চামড়া গ্রাফট করাতে। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। আমি ঠিক করেছি চাকরিতে ইস্তফা দেব।'

ম্যাথিসের মুখ হাঁ হয়ে গেল। 'ইস্তফা দেবে? কেন?'

বণ্ড অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা একটু দেখল।

'জানো, যখন আমাকে মারছিল ও, তখন হঠাৎ আমার মনে হল বেঁচে থাকার কত সুখ। মার শুরু করার আগে ল্য শিফ একটা কথা বলেছিল, সেটা আমার মনে গেঁথে গেছে। ও বলেছিল আমি রেড-ইণ্ডিয়ান, রেড-ইণ্ডিয়ান খেলছি নাকি। কথাটা খুব ভুল বলেনি কিন্তু।

'আসলে কি জানো, যখন বয়স কম থাকে তখন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তফাৎ করা খুব সহজ। যত বয়স বাড়তে থাকে ততই ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হতে থাকে, স্কুলে প্রত্যেকেই চায় নিজে হবে হিরো এবং দুষ্টু লোকদের জব্দ করবে।'

গোঁয়ারের মতো দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে ম্যাথিসকে বলে যেতে লাগল, 'দুটো দুষ্টু লোককে আমি খতম করেছি, এই গত দু বছরে। প্রথমটা নিউ ইয়র্কে। রকফেলার সেন্টারের আর সি এ বিল্ডিং-এর সাঁইত্রিশ তলায় বসে এক জাপানী আমাদের সংকেতগুলো পড়ে ফেলত। আমি ঠিক পাশের উঁচু বাড়িটার চল্লিশ তলায় একটা ঘর নিলাম, যাতে সেখানে থেকে সোজা ওর কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। তারপর আমাদের নিউ ইয়র্ক অফিস থেকে একজনকে আনলাম, আর আনলাম দুটো রেমিংটন থার্টি-থার্টি রিভলভার। সঙ্গে টেলিস্কোপিক সাইট আর সাইলেন্সার। লুকিয়ে সেগুলোকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। তারপর দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের লোকটি আমার ঠিক এক সেকেণ্ড আগে গুলি ছুঁড়ল। প্ল্যান ছিল ও প্রথমে গুলি করে জানালার কাঁচে একটা ফুটো করবে—তারপর সেই ফুটোর মধ্যে দিয়ে আমি গুলি চালিয়ে দেব। রকফেলার সেন্টারের জানলাগুলোর খুব পুরু কাঁচ—শব্দ আটকাবার জন্য প্রথম গুলিতে কাঁচটা ফুটো হল ঠিকই, তবে গুলিটা ছিটকে কোথায় গেল কে জানে। জাপানীটা হাঁ করে দেখতে আসতেই আমার গুলি সোজা তার মুখের মধ্যে ঢুকে গেল।

চুপ করে খানিকক্ষণ সিগারেট টানল বণ্ড। 'চমৎকার হল কাজটা। অতি নিখুঁত। শব্দ নেই, ঝামেলা নেই। তিনশো গজ দূরে, ধরা ছোঁয়ার কোন ব্যাপার নেই। পরের বার খুনটা করলাম ষ্টকহলমে। সেটা এত পরিষ্কারভাবে হয়নি। একজন নরওয়েজিয়ানকে খুন করার হুকুম ছিল। সে আমাদের হয়ে কাজ করবার নাম-করে জার্মানদের সব খবর দিয়ে দিচ্ছিল। ওরই জন্যে আমাদের দুজন লোক ধরা পড়ে, হয়ত মারাই গেছে তারা। নানাকারণে কাজটা নিঃশব্দে হওয়ার কথা। আমি ছুরি নিয়ে ওর শোবার ঘরে ঢুকি। তারপরে? তারপরে আর কি? খুব সহজে মরেনি লোকটা।

'এই দুটি বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য আমি সার্ভিসে ডাবল জিরো নম্বর লাভ করলাম। ভাবলাম কি না করেছি। খুব নাম হল, লোকটা কি কাজের, কি সাহস, কি বীরত্ব। আমাদের চাকরিতে ডাবল জিরো নম্বর থাকা মানে কোন-না-কোন সময় ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা।

'এই পর্যন্ত বেশ শুনতে। হিরো দুজন শয়তানকে খুন করল। কিন্তু যখন হিরো ল্য শিফ শয়তান বণ্ডকে খুন করতে গেল, বণ্ড বলল আমি শয়তান হতে যাব কেন, তখনই শুরু হল গোলমাল। কে হিরো আর কে শয়তান সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।'

ম্যাথিস আপত্তি করে কিছু বলতে গেল। বণ্ড তাকে বাধা দিয়ে বলল, জানি এর মধ্যে দেশপ্রেমের একটা ব্যাপার আছে। আমার দেশ যা করছে তাই ভাল, আমি তা নিয়ে প্রশ্ন করব না। এই ধারণাও কিন্তু সেকেলে হয়ে আসছে। আজ আমরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়ছি। ভালো কথা। পঞ্চাশ বছর আগে হলে আমাদের কনজার ভেটিজমকেই বলা হত কমিউনিজম আর তার বিরুদ্ধেই লড়তে বলা হত আমাদের। ইতিহাস বড় দ্রুত এগিয়ে চলেছে হে—আজকের হিরো হয়ে উঠছে কালকের শয়তান।'

ম্যাথিস ওর কথা শুনে হতভম্ব। সে দু-একবার নিজের মাথায় টোকা দিল তারপর বণ্ডকে ঠাণ্ডা করার জন্য তার গায়ে হাত বোলাতে লাগল।

'তাহলে কি তুমি বলতে চাও ল্য শিফ, যিনি তোমাকে আর একটু হলেই চিরকালের মতো অক্ষম করে দিচ্ছিলেন আসলে শয়তান পদবাচ্য নয়? তুমি যা আজেবাজে বকছ—তাতে মনে হয় কেউ ভালো করেই তোমার মগজ ধোলাই করেছে। ফিরে গিয়ে দেখবে এম তোমাকে আর এক ল্য শিফের পিছনে দৌড় করাবেন। তুমি যাবে ঠিকই। স্মার্শ-এর কথা এত শিগগির ভুলে গেলে? ওরা ইচ্ছেমতো সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়াবে আর যাকে-যাকে

মনে হয় ওদের পদ্ধতির শত্রু তাকেই খুন করবে এটাই বা কেমন? তুমি একটা আস্ত অ্যানার্কিষ্ট।'

হতাশভাবে হাত দুটো দুপাশে ছুঁড়ল সে। বণ্ড তার রকম দেখে হাসল। 'বেশ ল্য শিফের কথাই ধর। সে একটা শয়তান বলা খুব সোজা, অন্তত আমার পক্ষে, কেননা সে আমার সঙ্গে চরম নিষ্ঠুরতা করেছে। এখন যদি সামনে পেতাম তাহলে ওকে নির্ঘাৎ খুন করতাম আমি, কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য—কোন নৈতিক কারণে বা দেশের স্বার্থে নয়।'

ম্যাথিসের দিকে তাকিয়ে সে বুঝল ম্যাথিস খুব বিরক্ত হচ্ছে। সে এই সমস্ত ভাবনা চিন্তার ধার ধারে না। ডিউটি যা তাকে তা করতেই হবে।

মৃদু হেসে বললে ম্যাথিস, 'বলে যাও বন্ধু। এ যে দেখছি বণ্ডের নবজন্ম লাভ হয়েছে। সত্যি, ইংরেজদের বুঝে ওঠা ভার। এরকম চাইনিজ গোলকধাঁধা আছে না—অনেকক্ষণ লাগে মাঝখানে পৌঁছতে। একবার পৌঁছে গেলে দেখব এত কষ্ট করে এখানে আসা নিরর্থক, কিন্তু ঐ পথ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটাই মজার। সুতরাং তোমার বক্তব্য যা আছে বলে যাও। পরের বার আমার বড় সাহেব যখন আমাকে কোন কাজে পাঠাবেন, এই সব ছুতো দেখিয়ে আমিও কাটাবার চেষ্টা করব। মন্দ কি।'

বণ্ড ওর বিদ্রূপে কর্ণপাত না করে বলে চলল, 'কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বোঝার উপায় কি—বোঝার জন্য আমরা মন গড়া দুটো মূর্তি বানিয়ে রেখেছি—একটা ধবধবে সাদা, একটা কুচকুচে কালো। একজন আল্লাহ তালা, একজন শয়তান। কিন্তু এর মধ্যে একটু ধাপ্পাবাজি থেকে যাচ্ছে। কেন জানো। খোদাতালার ছবি অবশ্য পরিষ্কার, তাঁর দাড়ির প্রত্যেকটি চুল আলাদা করে গোনা যায়। কিন্তু শয়তান কে? তাকে দেখতে কেমন?' বিজয়দৃপ্ত ভঙ্গীতে ম্যাথিসের দিকে তাকাল সে।

'দেখতে কেমন ? মেয়েদের মতো।'

'এই বিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম। কোন পক্ষে আমার থাকা উচিত সেটাই বুঝতে পারছি না, শয়তান আর দলবলের জন্য সত্যি আমার করুণা হচ্ছে। তার একটা উদাহরণ ল্য শিফ। শয়তান বেচারার কি দুর্দশা। আমি সবসময় নির্যাতিতদের দলে। বেচারা শয়তানকে একটু সুযোগ অবধি দিই না আমরা। কি করে ভালো হওয়া যায়, পুণ্য কি ইত্যাদি বিষয়ে বই পাওয়া যায়, কিন্তু কি করে খারাপ হওয়া যায়, কি করে পাপ করা যায় এ বিষয়ে লিখিত কোন নির্দেশ নেই। বেচারা শয়তানের এমন কোন সাধু স্ত নেই যে টেন কম্যাণ্ডমেণ্টেস লেখে, জীবনিই বা কে লেখে—তার ঠিক নেই। শয়তানের পক্ষ সমর্থন করার জন্য কাউকে পাওয়াই গেল না। আমরা শয়তান সম্বন্ধ যা জানি ছোটবেলায় রূপকথার বই থেকে আর মাষ্টার সাহেবদের মুখে শোনো থেকে কিন্তু বই কোথায় ? খারাপ চরিত্রের লোকদের নিয়ে উপকথা, কাহিনী, গল্প, প্রবাদ-বক্য ? কেবল আছে কি ? কতকগুলো লোকের উদাহরণ আছে চোখের সামনে যারা ততটা ভালো নয়।

'সুতরাং দেখা যাচ্ছে ল্য শিফ আসলে মহৎ উপকার করছিল আমাদের। শয়তানীর মাপকাঠি না থাকলে ভালোত্বের বিচার হবে কি দিয়ে ? ল্য শিফ তার অসৎ জীবনযাপন প্রণালী দিয়ে এই মাপকাঠি তৈরি করতে সাহায্য করছিল আর আমি বোকার মতো সেই লোকটাকে বিনাশের জন্য দায়ী হলাম। আমরা যতটুকু তাকে চিনেছি তারই মধ্যে তার অসৎ আচরণ থেকে শিখলাম—কি করে মহৎ জীবন যাপন করা যায়। সুতরাং তার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে আমাদের লাভই হয়েছে।'

'বাঃ বাঃ' ম্যাথিস বলে উঠল, 'খাসা বলেছ। তোমাকে দেখছি প্রত্যেকদিন বেত মারা দরকার। আর আমি যাই আজই কিছু অসৎ আচরণ করার চেষ্টা করি। একেবারে যে কখনই কিছু খারাপ

কাজ করিনি তা নয়। তবে সেসব নেহাত ছোটখাটো। তুমি পথ দেখিয়ে দেবার পর এখন আমাকে পাপের রাস্তা থেকে কে আটকায় দেখি। ভাবতেই আনন্দ হচ্ছে। দাঁড়াও দেখি কোন্‌দিক থেকে সুরু করা যায়—খুন, রহাজানি ধর্ষণ? নাঃ, এসব তো নেহাত ছেলেখেলা। আমার উচিত একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া। এসব ব্যাপারে আমি এখনো শিশু।'

ম্যাথিস এবারে একটু গম্ভির হল। 'কিন্তু ভাই, বিবেক? বিবেকের কাছে কি বলবে? পাপকাজ করতে তো ভালোই লাগবে। বিবেককে নিয়েই সমস্যা। এই বিবেক লোকটা কি কম ধড়িবাজ? বয়সও হয়েছে অনেক—সেই যখনবাঁদর জাতির মধ্যেপ্রথম বিবেকের জন্ম তার পর থেকে অনেকদিন কেটে গেছে। এ ব্যাপাটার যদি একটা সুরাহা করতে পার তাহলে আর দেখতে হচ্ছে না। তা না হলে পাপ কাজ করে ফেলে মনটা খুঁত খুঁত করবে। বিবেকটাকে অবশ্য খুন করে ফেলা যায়, যদিও সেটা খুব সহজ হবে না। যদি পারি তাহলে আমরা শয়তানিতে ল্য শিফকেও ছাড়িয়ে যাব।'

'তোমার পক্ষে ব্যাপারটা সহজ। তুমি প্রথমেই চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছ। তারপর নতুন জীবন—সে দারুণ হবে। বুদ্ধিটা বার করেছ ভালো। কি সহজ সত্যি। যে কোন লোকই তো যে কোন সময় কাজে ইস্তফা দিতে পারে। পকেটে করে একটা রিভলভার নিয়ে সদাসর্বদা ঘোরার মতো। যে কোন মুহূর্তে ট্রিগার টিপে দিলেই হল, দেশের ক্ষতি এবং বিবেককে হত্যা—এক ঢিলে দুটোই হবে। এক সঙ্গে হত্যা এবং আত্মহত্যা। ভাবা যায় না। কোন তুলনা নেই, আমি এখনই এই দলে ভিরে যাবার চেষ্টা করছি।

ঘড়ির দিকে তাকাল ম্যাথিস। 'বাঃ, এখনই শিক্ষা সুরু করে ফেলেছি। চিফ অফ পুলিশের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। আধ ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছি।'

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল সে। 'নাঃ জেমস, তোমার উচিত

ইউনিভার্সিটিতে ঢোকা। এই প্রবলেমটা নিয়ে কাজ করতে পার—কি করে, পাপপুণ্যের প্রভেদ বোঝা যায়—কে ভালো কে মন্দ বিচার করার উপায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তত্ত্বগতভাবে দেখতে গেল প্রশ্নটা কঠিন—যেটা দরকার সেটা হল অভিজ্ঞতা, সে তুমি ইংরেজই হও আর চাইনিজই হও।'

দরজার কাছে আর একবার দাঁড়াল ম্যাথিস। 'তুমি স্বীকার করছ যে ল্য শিফ তোমার ক্ষতি করেছে, ওকে সামনে পেলে তুমি খুন করতে। বেশ। লণ্ডনে ফিরে গিয়ে দেখব এরকম আরো অনেক ল্য শিফ আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে আছে—তোমাকে, তোমার বন্ধুদের, তোমার দেশকে। তাদের কথা এম-এর কাছেই শুনবে। শয়তান সম্বন্ধে খানিকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে তো। এখন তুমি তাদের নিজে থেকেই বিনষ্ট করতে দৃঢ়সংকল্প হবে, তোমার প্রিয় জনদের নিরাপত্তার জন্য। সে নিয়ে বৃথা তর্ক করবে না। এখন তো তুমি জানো তাদের স্বরূপ কি, কি ভাবে তারা অনিষ্ট করতে পারে। কাজটা হাতে নেবার আগে তুমি বেছে নিতে পারো, ভেবে দেখতে পারো কতখানি অনিষ্টকর এই লোকটা, তবে জেনে রাখো এই জাতীয় লোক চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তোমার অনেক কাজ। তুমি যখন প্রেমে পড়বে বা বিয়ে করবে তখন তোমার প্রেমিকা,স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য এইসব কাজে নেমে পড়তে এতটুকু ইতস্তত করবে না।'

দরজা খুলে বাইরে এক পা রেখে দাঁড়াল ম্যাথিস। 'ধারণা নিয়ে বাস করা চলে না জেমস। মানুষদের সঙ্গে বসবাস করতে হয়। তবে হ্যাঁ তুমি যেরকম চমৎকার মেশিন, তুমি যদি হঠাৎ মানুষ হয়ে যাও তাহলে কিন্তু বড় দুঃখ পাব।'

এই বলে হাত নেড়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

'শুনে যাও—এই' ডাকল বণ্ড।

কিন্তু পায়ের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল।

॥ ২১ ভেসপার ॥

পরের দিন বণ্ড ভেসপারকে দেখতে চাইল।

এর আগে সে ভেসপারকে কাছে আসতে দেয়নি। সে শুনেছিল ভেসপার রোজই নার্সিং হোমে আসছে তার খোঁজ নিতে। তার কাছ থেকে ফুলও এসেছে। ফুল বণ্ডের পছন্দ নয় বলে নার্সকে বলত অন্য কোন রোগীকে দিয়ে দিতে। দুবার এরকম হবার পর ফুল আসা বন্ধ হয়ে গেল। বণ্ড ওকে দুঃখ দিতে চায়নি। আসলে ফুল তার কাছে মেয়েলি জিনিস। ফুল মানেই যে পাঠিয়েছে তার কথা মনে করা, তার প্রতি মনটা নরম করা—এসব সহ্য হত না তার। এসব আদিখ্যেতায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

এজব কথা আবার ভেসপারকে বুঝিয়ে বলতে হবে—কি ঝামেলা! তাছাড়া ওর কয়েকটা অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থও জেনে নেওয়া দরকার, কিন্তু কি করে জিগ্যেস করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। উত্তর থেকে যে ভেসপারের বোকামি প্রমাণ হবে তা সে ভালোভাবেই জানত। এদিকে এম-এর কাছে পুরো রিপোর্টটা পাঠাতে হবে। অবশ্য তাতে ভেসপারের বোকামির উল্লেখ না করাই ভাল। কি হবে বেচারার চাকরিটা খেয়ে।

ভেসপারের সঙ্গে দেখা করতে না চাওয়ার অবশ্য আরো একটা কারণ আছে—অত্যন্ত অপ্রিয় ব্যাপার সেটা।

ডাক্তারের সঙ্গে অনেকবার কথা হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন তার শরীরের উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত গেছে তার কোন দীর্ঘস্থায়ী কুফল হবে না। সে স্বাস্থ্য ফিরে পাবে এবং সেই, সঙ্গে সমস্ত শারীরিক ক্ষমতাও। কিন্তু বণ্ড নিজের চোখকে কি করে

অবিশ্বাস করে। তাছাড়াও স্নায়ু দুর্বল হয়ে আছে, মনের জোরও কমে গেছে। তখনো দেহের আঘাতগুলো ফুলে আছে। যতক্ষণ ইনজেকশনের জের থাকে যন্ত্রণার বোধটা কম থাকে, আবার অসহ্য হয়ে ওঠে। এক ঘণ্টা ধরে সে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে তাকে পুরুষত্বহীন করে দেওয়া হবে, সেই মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে সময় নেবে।

যেদিন হার্মিটেজের বারো ভেসপারের সঙ্গে প্রথম দেখা সেদিন থেকেই সে তার প্রতি শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করেছে। নাইট-ক্লাবে যদি ঘটনাটা অন্যরকম হত, ভেসপার যদি একটু আগ্রহ প্রকাশ করত এবং ওরা যদি তাকে চুরি করে নিয়ে না যেত তাহলে নিশ্চয় সেই রাত্রেই তাদের মিলন হত। এমন কি বন্দী অবস্থায় গাড়িতে, ওদের ভিলাতে, যখন তার মনে অন্য চিন্তা প্রবল হবার কথা তখনও নগ্ন ভেসপারকে দেখে তার চিত্তবিকার ঘটেছে।

ভেসপারের সঙ্গে আবার দেখা হবে ভেবে একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিল সে। যদি সে যেমনভাবে চায় তেমনভাবে সমস্ত স্নায়ুতে সাড়া না জাগে। যদি রক্ত শীতল থাকে, যদি চিত্তচাঞ্চল্য না জাগে? আঘাতের ধাক্কাটা সে সত্যি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে কিনা তার আসল পরীক্ষা আজকেই হবে। তাই বণ্ড ভয় পাচ্ছিল। সময় নিতে চাইছিল। সেইজন্যই সে কিছুতে ভেসপারের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হচ্ছিল না। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হোক—এটাই চাইছিল। আরো দেরি করতে চাইছিল সে, কিন্তু রিপোর্টটা লিখতে হবে। এদিকে আবার লণ্ডন থেকে যে কোন দিন লোক এসে যাবে। আর খারাপ যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে সেটা জেনে নেওয়াই ভাল। দেরি করে লাভ কি।

অষ্টম দিনে সে ভেসপারকে দেখতে চাইল। তখন সকাল। সারারাত ভালো ঘুমিয়ে বেশ চাঙ্গা লাগছে।

তার মনে হচ্ছিল ভেসপারের চেহারার মধ্যে গত অভিজ্ঞতার কিছু-না-কিছু ছাপ থাকবে—তাকে নিশ্চয় বিবর্ণ, অসুস্থ দেখাবে। কিন্তু তার বদলে যে মেয়েটি এসে হাসিমুখে তার সামনে দাঁড়াল তার শরীর স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল, রোদে পুড়ে বাদামী রং, গায়ে ক্রিম রঙের ফ্রক, কালো বেল্ট।

'ভেসপার! তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। বিপদে পড়লেই তোমার স্বাস্থ্য ভালো হয় নাকি? এরকম চমৎকার বাদামী রঙ করলে কি করে?'

বণ্ডের পাশে বসে পড়ল ভেসপার। 'নিজেকে অপরাধী-অপরাধী মনে হচ্ছে। তুমি এখানে যতদিন আছ আমি সারা দিন ধরে রোদ পুইয়েছি আর গোসল করেছি। ডাক্তার বললেন, হেড অফ এস-ও তাই বললেন। আমি ভাবলাম তোমার জন্য ঘরে বসে থেকে মন খারাপ করে আর কি করব। সমুদ্রের ধারে একটা সুন্দর জায়গা আবিষ্কার করেছি। খাবার আর বই নিয়ে সেখানে চলে যাই, ফিরি একেবারে বিকেলে। বাসে করে যাই। বালিয়াড়ির উপর দিয়ে একটু হাঁটতে হয়। ঐ রাস্তা দিয়েই সেই ভিলা। অমি অবশ্য সে কথা মনে না রাখার চেষ্টা করি।'

ভিলার কথাটা উচ্চারণ করেই সে থতমত খেয়ে গেল। বণ্ডের চাউনি বদলে গেল, সেটা লক্ষ্য করেও ভেসপার জোর করে বলে গেল, 'ডাক্তার বলেছেন তুমি শিগগিরই হাঁটাচলা করতে পারবে। তখন একদিন—তখন একদিন তোমাকে ওখানে নিয়ে যাব। ডাক্তার বলছেন সমুদ্রে গোসল তোমার পক্ষেও ভালো।'

ক্ষোভের সঙ্গে বলল বণ্ড 'হ্যাঃ। আমার আর গোসল করা হয়েছে। ডাক্তারের যেমন কথা। আর গোসল করলেও এখন কিছুদিন কারো সামনে গা না খোলাই ভালো। তাছাড়া'—বিছানার তলার

দিকটা ইঙ্গিত করে বলল সে 'আমার সমস্ত দেহ এখন ক্ষত-বিক্ষত। তুমি মজা করে গোসল করো আর রোদ পোয়াও। আমার যা হয় হোক—সেজন্য তুমি রোদ পোয়াবে না কেন?'

বণ্ডের ক্ষুব্ধ গলা শুনে ভেসপার অত্যন্ত আহত হল, 'সরি—আমি তা ভাবিনি—আমি ভাবছিলাম' কথা শেষ করতে পারল না সে। ঢোক গিলে বলল 'তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ তাই চাই-ছিলাম আমি।' আবার গলা ধরে গেল। কাতর ভাবে বণ্ডের দিকে তাকাল সে। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কান্নায় বোজা গলায় সে আবার বললে, 'আমি সত্যি দুঃখিত।' এক হাত দিয়ে ব্যাগের মধ্যে রুমাল খুঁজতে লাগল সে। 'আমি জানি সবই আমার দোষ। আমার জন্যই হল।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল সে।

roni060007

দুঃখ হল বণ্ডের। সে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা নিজের হাতটা ভেসপারের হাঁটুতে রেখে বলল 'সব ঠিক হয়ে যাবে, ভেসপার। আমি মিছি-মিছি রাগ করছিলাম। আসলে হিংসে হচ্ছিল আমার। তুমি রোদ পোয়াচ্ছ আর আমি এখানে আটকে আছি। আমি সেরে উঠলে তোমার আবিষ্কৃত সেই জায়গায় নিয়ে যাবে তো? আর সেরে উঠে ঘুরে বেড়াতে পারলে কি আনন্দ!'

বণ্ডের হাতে একটু চাপ দিয়ে ভেসপার উঠে দাঁড়াল। জানলার কাছে গিয়ে পেছন ফিরে সে মুখের মেক-আপাঠিক করে নিল। তারপর আবার বণ্ডের কাছে এসে দাঁড়াল।

স্নেহভরে তাকাল বণ্ড। এমনিতে শক্ত হলে কি হবে সহজেই তার মন ভিজে যায়। সব শক্ত লোকদের এই এক দুর্বলতা। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ভেসপারকে। বণ্ড ঠিক করল ওকে প্রশ্নগুলো যথা-সম্ভব সহজ করে জিগ্যেস করা যাক।

ভেসপারকে একটা সিগারেট দিল সে, তারপর কিছুক্ষণ দুজনে অন্য নানা কথা কইল, হেড অফ এস-এর আসা এবং ল্য শিফের বিনাশের ফলে লণ্ডনে কিরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে ইত্যাদি।

ভেসপার যা বলল তার থেকে বোঝা গেল তাদের মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ঘটনাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়েছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রায় সমস্ত খবরের কাগজ থেকে সংবাদদাতারা এসে ভীড় করেছে রয়্যালে—কোথায় সেই জামাইকার লক্ষপতি যে ল্য শিফকে জুয়ায় হারিয়েছে। খোঁজ পেয়ে ওরা ভেসপারের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল, ভেসপার ওদের বলেছে সেই লক্ষপতি এখন কান আর মন্টিকার্লোতে গেছে। সুতরাং তারা সবাই দক্ষিণফ্রান্সে সেই লোকটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ম্যাথিস আর পুলিশ অন্য সব সূত্র লুকিয়ে ফেলেছে। ফলে ওরা কেবল ষ্ট্রাসবর্গের খবরটা পেয়েছে আর ফরাসী কমিউনিষ্টরা কিভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে সেই টুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হচেছ।

'আচছা ভেসপার,' খানিকক্ষণ পরে বণ্ড জিগ্যেস করল, 'সেদিন রাত্রে তুমি নাইটক্লাবে যখন বাইরে গেলে তারপার কি হল? আমি তো দেখলাম তোমাকে ওরা নিয়ে পালাচেছ।'

'আমার বোধহয় মাথায় গোলমাল হয়েছিল।' ভেসপার সোজা সুজি না তাকিয়ে বলতে লাগল। 'হলে দেখলাম ম্যাথিসের কোন্ চিহ্ন নেই, তখন বাইরে এলাম। দারোয়ান বলল সিঁড়ির ডানদিকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। যে লোকটি চিঠিটা এনেছে সে ঐ গাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করছে। শুনে আমি খুব একটা অবাক হলাম না। ম্যাথিসের সঙ্গে মাত্র দু-এক দিনের আলাপ। ওর ধরন-ধারণে অভ্যস্ত নই তখনো। আমি গাড়িটার দিকে এগোলাম। ডানদিক দিয়ে চলেছি, জায়গাটা অন্ধকার মতো, হঠাৎ পাশের আর এক গাড়ির পিছন থেকে ল্য শিফের লোক দুটো ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি

কিছু বোঝবার আগেই তারা আমার স্কার্টটা তুলে মাথার উপর দিয়ে জড়িয়ে দিল।'

বলতে গিয়ে একটু লজ্জা পেল ভেসপার। 'খুব ছেলেমানুষী কায়দা, কিন্তুদারুণ কাজের। আমি একেবারে বন্দী। চেঁচিয়েছিলাম কিন্তু কাপড়ের পোঁটলা ভেদ করে শব্দ বোধহয় বাইরে আসেনি। খুবই জোরে লাথি ছুঁড়লাম, কিন্তু কোন ফল হল না। দেখতে পাচ্ছি না কিছু, হাত দিয়ে কিছু করা যাচ্ছে না—একেবারে বাঁধা মুরগীর দশা।

'দুজনে মিলে আমাকে তুলে গাড়ির পিছনের সিটে ঢেকোল। আমি সমস্তক্ষণই বাধা দেবার চেষ্টা করছিলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। ওরা বোধহয় আমার মাথার উপর দিয়ে একটা দড়ি বাঁধবার চেষ্টা করছিল আমি কোনমতে একটা হাত খালি করে জানলা দিয়ে আমার ব্যাগটা বাইরে ফেলে দিলাম। ভাবলাম তাতে যদি কোন কাজ হয়।'

বণ্ড ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল।

'তখনি যা মাথায় এল তাই করলাম। ভাবলাম আমার কি হয়েছে তুমি তো জানতে পারবে না তাই মারাত্মক ভয় পেয়ে গেলাম।

অবশ্য বণ্ড বুঝতেই পেরেছিল যে ভেসপার না ছুঁড়লেও ওরা ঠিকই ব্যাগটা বাইরে ফেলে দিত, কারণ বণ্ডকে হাতে পাওয়াই ওদের উদ্দেশ্য ছিল।

'কাজ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ওরা যখন আমাকে ধরে গাড়িতে তুলল তখন তুমি কোনরকম সাড়া দিলে না কেন? আমি তো ঘাবড়েই গেলাম, ভাবলাম ওরা বোধহয় তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলেছে।'

'বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। একবার তো হওয়ার

অভাবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরল ওরা মুখের সামনে ছোট একটা গর্ত করে দিয়েছিলাম। তাহলে হয়ত আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ভিলায় পৌঁছবার আগে পর্যন্ত কিছুই মনে পড়ছে না। ওরা তোমাকে ধরেছে বুঝতে পারলাম কখন জানো? যখন তুমি বারান্দায় একবার ধস্তাধস্তি করে আমার পিছু পিছু আসবার চেষ্টা করেছিলে।'

'আমার উপর যখন মারধোর চলছিল তখন ওরা তোমাকে কিছু করার চেষ্টা করেনি তো?'

'না। আমাকে একটা আর্মচেয়ারে ফেলে রেখে ওরা মদ খেতে বসে গেল, তাস খেলল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। সেই সময় নিশ্চয় স্মার্শের লোকটা ঢোকে। ওরা আমার হাত পা বেঁধে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, তাই আমি কিছুই দেখতে পাইনি। নানারকম শব্দ শুনেছিলাম। তাই শুনেই বোধহয় জেগে উঠি। চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার শব্দ পেলাম। তারপর হাল্কা পায়ের শব্দ, দরজা বন্ধ হলো। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে ম্যাথিস ঢুকল পুলিশ নিয়ে। সমস্তক্ষণই প্রায় ঘুমিয়েছি। তোমার কি হয়েছে বুঝতেও পারিনি—তবে একটু ইতস্তত করল ভেসপার, 'একবার প্রচণ্ড চীৎকার শুনেছিলাম। অনেক দূর থেকে মনে হল। তখন ভেবেছিলাম দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

'ঠিকই শুনেছিলে। আমার চীৎকার।'

ভেসপার বণ্ডের গায়ে হাত রাখল। তার দু চোখে পানি। 'ছি, ছি, আমার জন্য। তোমাকে কি করেছে ওরা!'

দুহাতে মুখ ঢাকল সে।

আশ্বাস দিয়ে বলল, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন সব চুকেবুকে গেছে। তোমার উপর দিয়ে যে কিছু হয়নি এজন্য খোদার ধন্যবাদ দাও।' ওর হাঁটুতে হাত দিল বণ্ড। 'আমাকে শেষ করেই

ওরা তোমাকে নিয়ে পড়ত। স্মার্শকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমাদের। যাকগে, ওসব মন থেকে ঝেড়ে ফেল। তোমার কোন দোষ নেই। ঐরকম একটা চিঠি পেলে যে কেউ ফাঁদে পা দিত। যেতে দাও যেতে দাও।'

অশ্রুভরা চোখে তাকাল ভেসপার। তার চাউনিতে কৃতজ্ঞতা। আমি ভেবেছিলাম তুমি কোন দিন আমাকে মাপ করবে না। ঠিক বলছ ভুলে যাবে? আমি এর বদলে নিশ্চই প্রতিদান দেব।'

এর বদলে? বণ্ড তার দিকে তাকাল। ভেসপারও তার দিকে তাকিয়ে। তার মুখে হাসি। বণ্ডও হাসল।

'দেখো সাবধান। আদায় করেই ছাড়ব।'

ভেসপার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর হাতের উপর চাপ দিয়ে বলল 'কথা দিলাম।'

কথাটা যে কি সেটা বলার দরকার ছিল না। ব্যাগটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে।

'কালকে আসব?'

'নিশ্চয়ই এসো ভেসপার। তুমি এলে খুব ভালো লাগবে। আর আরো নতুন জায়গা খুঁজে দেখো। সেরে ওঠার পর কি কি করব আমারা সেটাও একটু ভেবে রেখো, কেমন?'

'নিশ্চয়ই। চটপট সেরে ওঠ।'

এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইল তারা। তারপর বাইরে চলে গেল ভেসপার। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তার পায়ের শব্দ শুনতে লাগল বণ্ড যতক্ষণ শোনো যায়।

।। ২২ সেই কালো গাড়ি ।।

সেদিন থেকে বণ্ড খুব দ্রুত সেরে উঠতে লাগল।

বিছানায় বসে বসেই সে এম-এর কাছে রিপোর্টটা লিখে ফেলল। ভেসপারের ব্যবহারে যে সব অপেশাদারী ভাব সে লক্ষ্য করছিল সেগুলো নিয়ে বেশি কিছু লিখল না। ভেসপারকে চুরি করার ব্যাপারটা অনেক ভয়াবহ করে দেখাল। ভেসপার যে কত সহ্যশক্তি ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে সেই কথার উল্লেখ করল সে, কিন্তু তার রহস্যময় আচরণ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করল না।

প্রত্যেক দিনই ভেসপার তাকে দেখতে আসত। তার আসার পথ চেয়ে বসে থাকত বণ্ড। ভেসপার বলত সমুদ্রের ধারে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কোন নতুন জায়গা খুঁজে পেয়েছে, কোন রেষ্টুরেন্টে খেয়েছে। চিফ অফ পুলিশ আর ক্যাসিনোর একজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল তার। তাঁরা মাঝে মাঝে ওকে গাড়ি ধার দিতেন, কখনো সঙ্গে করে বেড়াতেও বেরোতেন। বণ্ডের গাড়িটা সারাবার জন্য রুয়েনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ভেসপার সেখানে গিয়ে দেখে আসত কতদূর মেরামত এগোল। এমনকি লণ্ডনে বণ্ডের ফ্ল্যাট থেকে সে কিছু জামাকাপড়ও আনিয়ে নিয়েছিল। কারণ ল্য শিফের লোকেরা সেই চার কোটি ফ্রাঙ্কের খোঁজে ওর একটি পোশাকও আস্ত রাখেনি।

ওরা কখনোই ল্য শিফের সেই ঘটনার কথা তুলত না। ভেসপার মাঝে মাঝে হেড অফ এস-এর অফিস-সংক্রান্ত নানা মজার মজার ঘটনা বলত। ও আগে ছিল ডাবলিউ আর, এন, এস-এ, সেখান থেকে বদলি হয়েছে হেড অফ এস-এর বিভাগে।

বণ্ড ওর কর্মজীবনের অনেক অ্যাডভেঞ্চারের কথা শোনাত।

আশ্চর্য, ভেসপারের সঙ্গে খুব সহজেই এই সব গল্প করত সে। মেয়েদের সঙ্গে সচরাচর তার ব্যবহার আবেগপ্রবণতা আর কম কথার সমন্বয়। বহুদিন ধরে প্রেম নিবেদন করা তার কুষ্ঠিতে ছিল না। তারপর ছাড়াছাড়ির পর্বের মান-অভিমানও তার কাছে মনে হত অত্যন্ত বিরক্তিকর। প্রত্যেকবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি—ভাবতেই অসহনীয় লাগত তার। প্রথমে দুর্বলতা, তার পর হাত ধরা, চুম্বন, গভীরতর চুম্বন, দেহের সান্নিধ্য, আরো সান্নিধ্য, ক্রমে বিরক্তি, মান অভিমান, অশ্রু-বিসর্জন, ছাড়াছাড়ি—সব মিলিয়ে ব্যাপারটার মধ্যে যে ভাণ আর অসাধুতা আছে—সেটাই তার দু চক্ষের বিষ। এই চিরাচরিত নাটকের পটভূমিও একঘেয়ে ধরনের—প্রথমে পার্টিতে আলাপ, তারপর রেষ্টুরেণ্ট যাওয়া, ট্যাক্সি, একবার এর ফ্ল্যাট, একবার ওর ফ্ল্যাট, সমুদ্রের ধারে ছুটি কাটানো, আবার ফ্ল্যাটে ফেরা, ক্রমে পরস্পরের কাছ থেকে মিথ্যাভাষণ করে পালাবার চেষ্টা, শেষে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধভাবে বিদায়।

ভেসপারের সঙ্গে এই সব মিথ্যাচারের কোন প্রয়োজন নেই।

নার্সিং হোমের একঘেয়ে জীবনে তার উপস্থিতি ছিল এক ঝলক বসন্তের হাওয়ার মতো। তারা কথা বলত বন্ধুর মতো, আবেগের আতিশয্য থাকলেও সেটা কখনো বাইরে প্রকাশ পেত না। দুজনেরই সব সময় মনে থাকত যে ভেসপার যে কথা দিয়েছে সেটা কোন-না-কোনদিন সে রাখাবেই। কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে সেখানে পৌঁছতে—বণ্ডের আঘাত সেরে ওঠা আর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ যতদিনে না হয়।

বণ্ড সেরে উঠতে লাগল। এই সময়টা তার কাছে বড় সুখের। প্রথমে তাকে উঠে দাঁড়াতে দেওয়া হল। তারপর সে বাগানে বসার

অনুমতি পেল। অল্প অল্প হাঁটা থেকে ক্রমে সে গাড়ি চালাবার উপযুক্ত হল। তারপর একদিন বিকেলে ডাক্তার প্যারিস থেকে এসে বললেন এইবার সে সম্পূর্ণ সুস্থ। ভেসপার তার জামাকাপড় নিয়ে এসেছিল। নার্সদের কাছে বিদায় জানিয়ে তারা চলে গেল। গাড়ি ভাড়াকরে আনা হয়েছিল।

তিন সপ্তাহ আগে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে পড়েছিল সে। আজ এই চমৎকার জুলাই-এর গরম দিনে বণ্ড সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে ভাবল এই মুহূর্তটাই চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে থাক।

তারা কোথায় যাচ্ছে ভেসপার গোপন রেখেছিল। রয়্যালের কোন বড় হোটেলে যাবার ইচ্ছে ছিল না বণ্ডের। শহর থেকে দূরে কোথাও থাকতে চেয়েছিল সে। ভেসপার বলেছিল। তাই হবে, কিন্তু জায়গাটা কোথায় সে খুলে বলেনি। বলেছিল বণ্ডের ভালো লাগবে। নিজেকে তার হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল বণ্ড। গ্রামের সুবিধে কত বাথরুমগুলো ঘর থেকে দূরে, বিছানায় ছার পোকা, আর প্রচুর আরেশালা—এই সব নিয়ে কথা বলছিল সে।

পথে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ওরা উপকূলের রাস্তা ধরে চলেছে, যেদিকে ল্য শিফের ভিলা—'নিশাচর'। বণ্ড ওদের গাড়ির পিছনে ছোটার ঘটনাটা বলছিল। ধাক্কা লাগার আগে যেখানে রাস্তাটা বেঁকে গেছে সেই জায়গাটা দেখবার জন্য গাড়ির স্পীড একটু কমাল সে। এইখানে সেই পেরেকওয়ালা চেনটা পড়েছিল, রাস্তার গায়ে আঁচড়ের দাগ, এমনকি গাড়িটা যেখানে উল্টে পড়েছিল সেখানে তেলের দাগ অবধি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

বণ্ড ভেসপারকে এইসব চিহ্নগুলো দেখাতে গিয়ে তাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখল। সংক্ষেপে হুঁ হাঁ ছাড়া উত্তর দিচ্ছে না, বারে বারে গাড়ির আয়নাটায় উকি মারছে। ব্যাপারটা কি দেখার জন্য বণ্ড আয়নায় তাকাল, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি একটা মোড় বেঁকে গেছে, পিছনে কি আছে-না-আছে কিছুই বোঝা গেল না।

ভেসপারের হাতে হাত রাখল সে। 'কি ভাবছ বলত?'

তাড়াতাড়ি মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে ভেসপার বলে উঠল 'কই, কিছু না তো। মনে হচ্ছিল কেউ আমনাদের পিছু নিয়েছে। ভুল দেখেছি। এই রাস্তায় এসে আগেকার কথা মনে আসছিল, তাই বোধহয়।'

অল্প করে হেসে সে আবার একবার পিছন দিকটা দেখে নিল।

'ঐ দেখো আতঙ্কে অধীর হয়ে বলল সে।

তার কথা মতো বণ্ড ও ঘাড় ঘোরাল। প্রায় চারশো গজ দূরে একটা কালো গাড়ি। বণ্ড হেসে উঠল। 'রাস্তাটা তো আমাদের একার নয়। তাছাড়া আমাদের ফলো করে কার কি লাভ? আমরা কি কোনো অন্যায় করেছি?' ভেসপারের হাতে আলতো করে চাপ দিল সে। 'সম্ভবত কোন মাঝ বয়সী কমার্শিয়াল ট্র্যাভলার, গাড়ির পালিশ বিক্রি করতে চলেছে ল্য হাভ। যেতে যেতে ভাবছে প্যারিসে আজ লাঞ্চটা কেমন হবে, আর প্রেমিকার কথা। সত্যি ভেসপার, একজন নির্দোষ লোককে দেখে তুমি এত ভয় পাচ্ছ।'

'তাই হবে। আমরা এসে গেছি।' তখনও কিন্তু ভেসপারের ভয়ার্ত ভাব রয়েছে।

চুপ করে সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে লাগল।

বণ্ড ভাবল বেচারা। এখনো আগের সেই মারাত্মক অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেনি। ঠিক আছে, ওর মন সন্দেহমুক্ত করার জন্য যা করা সম্ভব সবই করবে সে। একটা ছোট রাস্তার মোড়ে পৌঁছতেই বণ্ড ড্রাইভারকে বলল গাড়িটা বড় রাস্তা পেরিয়ে একটু দাঁড় করাতে।

বেড়ার আড়াল থেকে ওরা গাড়ির আয়নায় নজর রাখল।

পাখির কিচমিচ। নানারকম মেঠো শব্দ। তার মধ্যে দিয়ে একটা গাড়ির গোঁ গোঁ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। ভেসপার ভয়

পেয়ে বণ্ডের হাত চেপে ধরল। গাড়িটা যেমন বেগে আসছিল তেমনি ভাবেই শোঁ করে বেরিয়ে গেল। আরোহীর মুখটা পাশ থেকে দেখা গেল কেবল।

তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকটি অবশ্য এপাশে মুখ ফিরিয়েছিল, কিন্তু বণ্ডের মনে হল লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল একটি সাইনবোর্ড। ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ঝোপের গায়ে জ্বলজ্বলে অক্ষরে একটি রেষ্টুরেন্টের নাম লেখা।

গাড়ির শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল। ভেসপারের মুখ বিবর্ণ। সে এলিয়ে পড়ে বললে, আমি বলিনি? দেখলে লোকটা আমাদের দেখে নিল। আমি জানতাম ওরা আমাদের ফলো করছে। ওরা এখন জেনে গেল আমরা কোথায়।'

'কি বাজে বকছ!' অধৈর্য হয়ে উঠল বণ্ড। 'ও ঐ সাইনবোর্ড দেখছিল।'

শুনে যেন আশ্বস্ত হল ভেসপার। তাই মনে হচ্ছে তোমার? তাই হবে তাহলে। চল এগোই আমরা। বোকামির জন্য দুঃখিত। কি হয়েছে আমার।'

পার্টিশনের মধ্যে দিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সে। গাড়ি চলতে লাগল। সিটে হেলান দিয়ে বসে হাসিমুখে তাকাল সে। 'কিছু মনে করো না। আমার কেবলই মনে হয় এখনো ওরা আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই। তুমি আমাকে খুব বোকা ভাবছ, তাই না? বণ্ডের হাতে চাপ দিল সে।

'মোটেই তা ভাবছি না। কিন্তু এখন আমাদের পিছু ধাওয়া করার কারো কোন কারণ নেই। ভুলে যাও। ওসব চুকেবুকে গেছে। এখন আমাদের ছুটি, কোথাও দুশ্চিন্তার বিন্দুবাষ্পও নেই—আছে কি?'

'না, না। আমার মাথা খারাপ হয়েছে। এই যে, এবারে

এসে গেছি মনে হচ্ছে। তোমার ভাল লাগবে কিনা কে জানে।'

দুজনেই আগ্রহে ঝুঁকে বসল। ভেসপারের ভয়ার্তভাব একেবারে কেটে গেছে। কালো গাড়ির ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক—তবে আপাতত সেকথা কেউ আর তুলল না। বালিয়াড়ি পেরিয়ে পাইন গাছের মধ্যে ছোট্ট সাদাসিদে হোটেলটি। সমুদ্র দেখা গেল।

'খুব একটা আহামরি কিছু নয়। তবে পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন—খাবার চমৎকার, ভেসপার ভাবছিল বণ্ড হতাশ না হয়।

আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। প্রথম দেখেই বণ্ডের ভালো লেগে গেল জায়গাটা। জোয়ারের সময় পানী এসে সিঁড়ি অবধি পৌঁছয়। ছোট্ট দোতলা বাড়ি, জানলায় লাল ইটের রঙের ঝালরের মতো। উপসাগরের নীল পানী অর্ধচন্দ্রের মতো ঢুকে এসেছে, তটে সোনালী বাড়ি। আহা এমন একটি জায়গার জন্য যথাসর্বস্ব দিয়ে দেওয়া যায় বটে। সব বড় রাস্তা থেকে নেমে পড়েই যদি সমুদ্রের ধারে এরকম একটি নিরিবিলি বাসস্থান পাওয়া যেত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবন—পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে কে তাঁর খোঁজ রাখে! এক সপ্তাহ এখানে কেবল ভেসপারকে নিয়ে কাটবে। এক একটি দিনের নিটোল মুক্তোয় গাঁথা একটি হারের মতো একটি সপ্তাহ।

বাড়ির পিছনে গাড়ি এসে থামতেই প্রোপ্রাইটার ও তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

মসিয়ো ভারসোয়া মাঝ বয়সী ভদ্রলোক। মাদাগাস্কারের যুদ্ধে একটি হাত খুইয়েছেন। তিনি রয়্যালের চিফ অফ পুলিশের খুব বন্ধু, বন্ধুই এই হোটেলের কথা ভেসপারকে বলেন এবং ফোনে ভারসোয়াকে বলেছেন ব্যবস্থায় যেন কোন ত্রুটি না হয়।

মাদাম ভারসোয়া রান্না করতে করতে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁর

কোমরে অ্যাপ্রণ, হাতে একটা কাঠের হাতা। স্বামীর থেকে তিনি বয়সে বেশ ছোটই। মোটাসোটা, স্নিগ্ধ চেহারা। এদের দেখেই বণ্ডের মনে হল এরা নিঃসন্তান এবং অতিথিদের অপত্যস্নেহে সেবা করে। হয়ত পোষা জীবজন্তু ও আছে। অর্থ উপার্জনের জন্য বেশ পরিশ্রম করতে হয় এদের। শীতকালে এই জনহীন হোটেলে সমুদ্রের গর্জন আর পাইন গাছের মর্মর ছাড়া শোনার কিছুই নেই।

ওদের ঘর দেখানো হল। ভেসপারের ঘরটা ডাবল রুম। পাশের ঘরটা বণ্ডের। বাড়ির একেবারে কোনে ত'দের ঘর দুটো, দুটো জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। দুটো ঘরের মাঝেখানে বাথরুম। ঝকঝকে পরিষ্কার ঘর।

ঘর দেখে ওরা খুশি হওয়াতে প্রোপ্রাইটার খুবই বাধিত বোধ করলেন। ডিনার সাড়ে সাতটায়, তিনি জানালেন। মাদাম চিংড়ি রান্না করছেন। বেশি লোকজন নেই বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। মঙ্গলবার তো। শুক্রবার বিকেল থেকে ভীড় হয়। এ বছর তত লোক হয়নি। সাধারণত ইংরেজরা অনেকে এই সময় ছুটি কাটাতে আসেন। কিন্তু সময়টা খারাপ। যারা আসে তারা শনিবার রয়্যালে কাটায়, তারপর টাকাকড়ি সব হেরে বাড়ি ফিরে যায়। আগেকার মতো কি আর দিন আছে। তবে কি জানেন সব সময়ই মনে হয় সেকালই ভাল।

বণ্ড তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হল।

।। ১৩ আবেগের উচ্ছ্বাস ।।

ভেসপারের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। প্রোপ্রাইটার চলে যেতে বণ্ড ভেসপারকে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর তার কাঁধে হাত রেখে তার দুই গালে চুম্বন করল।

'এই তো স্বর্গসুখ।' বলল বণ্ড।

ভেসপারের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে বণ্ডের বাহুতে তার হাত। আরও একটু এগিয়ে এসে বণ্ড তার কোমর জড়িয়ে ধরল। মুখে মুখ রাখল।

'ডারলিং,' আমার ডারলিং,' ভেসপারের ঠোঁটের মধ্যে জোর করে জিভ ঢুকিয়ে দিল বণ্ড। অনুভব করল ভেসপার প্রথমে সঙ্কুচিতভাবে, পরে বেশ আগ্রহে সাড়া দিল। কোমর থেকে আরো নিচে নামাল হাত, চেপে ধরল তাকে নিজের দেহের সঙ্গে। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছিল ভেসপারের—মুখটা সরিয়ে নিল সে। বণ্ড তার গালে গাল ঘষল। তার উদ্ধত বুক তার দেহের সঙ্গে সংলগ্ন। তারপর তার চুল ধরে মাথাটা নিচু করে আবার চুম্বন করল তাকে। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভেসপার বিছানায় বসে পড়ল। অবশ, পরিশ্রান্ত চেহারা। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'সরি ভেসপার। আমি এখনি চাইনি।'

ভেসপার কিছু না বলে মাথা নাড়ল। আবেগে তার কথা বলার শক্তি অন্তর্হিত।

বণ্ড ওর পাশে এসে বসল। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল—তখনও দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে বাসনার

স্রোত।

ঝুঁকে ঠোঁটের একপাশে চুম্বন করল ভেসপার। বণ্ডের ভিজে কপালের উপর থেকে অবাধ্য চুলের গোছা সরিয়ে দিল।

'ডারলিং, আমাকে একটা সিগারেট দেবে? আমার ব্যাগটা কোথায় যে রাখলাম?' ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ভেসপার।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বণ্ড ওর ঠোঁটে গুঁজে দিল। খুব জোরে একটা টান দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে বার করে দিল ভেসপার।

বণ্ডের হাত ছাড়িয়ে ভেসপার জানলার কাছে উঠে গেল। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

নিজের হাতের দিকে তাকাল বণ্ড—এখনো কাঁপছে।

ভেসপার ওর দিকে না তাকিয়েই বলল, 'আমাকে এখন পোষাক বদলাতে হবে। তুমি ততক্ষণ গোছল করে আসতে পারো। আমি তোমার সুটকেস খুলে সব বার করে রাখব।'

বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে উঠে এল বণ্ড। ভেসপারকে কাছে টেনে তার বুকের উপর হাত রাখল। ভেসপারে ওর হাতের উপর চাপ দিল কিন্তু তার দৃষ্টি বাইরে, জানলার ওপারে।

নিচু গলায় সে বলল 'না, এখন নয়।' বণ্ড তার ঘাড়ে ঠোঁট রাখল। একটুক্ষণ ওকে কাছে টেনে রেখে ছেড়ে দিল।

'বেশ, তাই ভালো।'

দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে একবার ফিরে দাঁড়াল সে। মনে হল ভেসপার কাঁদছে। তার কাছে যেতে গিয়েও থমকে গেল বণ্ড। এখন তাকে কিছুই বলার থাকতে পারে না।

সে আবার আদর করে ডাকল তাকে। তারপর বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার উপর বসে পড়ল সে। প্রবল বাসনার আবেগে অবসন্ন লাগছিল শরীর। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল আবার সমুদ্রস্নানের লোভ সামলানো মুশকিল। শেষ অবধি শেষেরটারই জয় হল। সুটকেস খুলে একটা সাদা লিনেনের সাঁতারের পোষাক বার করল আর একজোড়া গাঢ় নীল পাজামা সুট।

পাজামা পরে শুতে তার বড় অস্বস্তি হয়। সাধারণতঃ কিছু না পরেই শুত সে। যুদ্ধের শেষে হংকঙে একটা মনোমতো ঘুমের পোষাক খুঁজে পেয়েছিল সে। একসঙ্গে পাজামা কোট, হাঁটু অবধি ঝুল। বোতাম নেই, তবে কোমরে একটা বেল্ট আছে। হাতা মস্ত চওড়া, কনুই অবধি। খুব আরামদায়ক। এখন সাঁতারের পোশাকের উপর এই জামাটা চড়িয়ে নিল সে তাতে গায়ের সমস্ত আঘাতের চিহ্নগুলো ঢাকা পড়ে গেল কেবল হাত আর হাঁটুর গোল দাগ আর স্যার্শ-এর ছাপটা বাদে।

নীল চামড়ার চটি পায়ে গলিয়ে সে বাইরে এল, তারপর খোলা চত্বর পেরিয়ে চলল বিচের দিকে। বাড়ির সামনের দিক দিয়ে যাবার সময় ভেসপারের কথা মনে হল, কিন্তু তাকাল না। সুতরাং ভেসপার জানলায় দাঁড়িয়ে আছে কিনা বোঝা গেল না।

পানীর ধার ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল। পায়ের তলায় আগুন রঙ বালি, শক্ত হয়ে আছে। ক্রমে হোটেল থেকে অনেক দূরে এসে পড়ল সে—বাড়িটা আর চোখে পড়ে না। তখন জামাটা খুলে ফেলে এক দৌড়ে পানীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। উপকূল বেশ তাড়াতাড়ি ঢালু হয়ে নেমে গেছে বণ্ড যতক্ষণ পারল পানীর তলায় সাঁতার কাটল। ঠাণ্ডা পানী চারিদিক দিয়ে ঘিরে আছে—কি স্নিগ্ধ মনোরম অনুভূতি। তারপর পানীর উপরে উঠে এসে চোখের উপর থেকে চুল সরাল সে। প্রায় সাতটা বাজে। রোদের তাত নেই

বললেই চলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপসাগরের ঐ কূলে সূর্য অস্ত যাবে। এখন সোজা চোখে আলোটা লাগছে। রোদের দিকে পিছন ফিরে সাঁতার শুরু করল বণ্ড। যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ পানিতে থাকা যাক।

তীরে উঠল বণ্ড। প্রায় মাইল খানেক চলে এসেছে সে। ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে। পাজামা স্যুটটা কোথায় ফেলে এসেছে দেখাও যাচ্ছে না। বালির উপর শুয়ে হাত পা শুকিয়ে নেওয়া যাক। এখনো অন্ধকার হতে দেরি আছে।

সাঁতারের জাঙিয়াটা খুলে ফেলে আঘাতের দাগগুলো ভালো করে দেখতে চেষ্টা করল সে। অল্প কয়েকটা দাগ বোঝা যায়। কি আর করা যাবে। লম্বা হয়ে হাত পা ছড়িয়ে বালির উপর শুয়ে পড়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেসপারের কথা ভাবতে লাগল।

ভেসপারের প্রতি তার মনোভাব যে কি সে তা নিজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। পারছিল না বলে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল সে। ভেবেছিল তার সঙ্গে একত্র রাত্রিবাস করবে, তার মধ্যে জটিলতার কিছু নেই। অবশ্য নিজের কাছে স্বীকার করাই ভাল যে সেই সঙ্গে সে তার নিজের শারীরিক পটুত্ব সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হতে চাইছিল। কয়েক দিন একত্র বাস করা যাবে, তারপরে লণ্ডনে তার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তারপর বিচ্ছেদ তো অবশ্যম্ভাবী। সার্ভিসে যে চাকরি তাদের করতে হয় তাতে ছাড়াছাড়ি হবেই। যদি তা না হয় তবে বণ্ড ইচ্ছে করেই পরের কাজটা নিয়ে বিদেশে চলে যাবে কিম্বা চাকরি একেবারে ছেড়ে দিয়ে দেশভ্রমণ করে বেড়াবে, তার বহুদিনের সাধ।

কিন্তু কি জানি কি করে গত দুসপ্তাহে ভেসপারের সঙ্গে তার সম্পর্ক আশ্চর্যরকম ভাবে বদলে গেছে।

তার সঙ্গে ব্যবহার বন্ধুর মতো হলেও তার মধ্যে কি এক রহস্য

আছে যাতে বণ্ডের আকর্ষণ আরো তীব্রতর হয়েছে। আসলে ভেসপারের মনে যে কি আছে তা সে কখনই বুঝতে দেয় না। তারা যতদিন একসঙ্গে থাকুক না বণ্ড তার মনের গাপন রহস্যদ্বার কখনো খুলতে পারবে না। অথচ মেয়েটি বুদ্ধিমতী, অন্যের সুখসুবিধার প্রতি যথেষ্ট নজর। বণ্ডের প্রতি তার আচরণে অন্ধ আনুগত্য নেই। সেটা তার চরিত্রেই নেই। এখন বণ্ড জানে যে সে তার আহবানে সমস্ত শরীর দিয়ে সাড়া দিতে প্রস্তুত এবং ঐ রহস্যের আড়াল আছে বলেই প্রতি রাত তার সঙ্গে কাটালে সে পরকীয়া প্রেমের গভীর আনন্দ পাবে। প্রতিবারই মনে হবে এক রোমাঞ্চকর যাত্রায় চলেছি, কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পর নিরাশ হতে হবে না। কারণ শারীরিক ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও এই মেয়েটিকে কেউ কখনো অধিকার করতে পারবে না।

নিরাবরণ দেহে শুয়ে শুয়ে বণ্ড আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিল। দূর হোক গে। কি হবে অত ভেবে! সে মাথা তুলে দেখল ছায়া দীর্ঘতর হয়েছে। উপসাগরের মুখ বিরাট ছায়া বিস্তার করে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে তাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে যতটা পারল বালি ঝেড়ে ফেলল। ফিরে গিয়ে গোসল করলেই হবে। অন্যমনস্কভাবে সাঁতারের পোশাকটি তুলে নিয়ে উপকূল ধরে হাঁটতে লাগল সে। পাজামা কোটটা কুড়িয়ে নেবার সময় খেয়াল হল সে কিছুই পরে নেই। সাঁতারের পোশাকটা না পরে শুধু পাজামা কোটটা গায়ে চড়িয়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগল।

ততক্ষণে সে মনস্থির করে ফেলেছে।

॥ ২৪ প্রশ্নের উত্তর ॥

ঘরে ফিরে বণ্ড তো অবাক। তার সমস্ত জিনিসপত্র সুটকেস থেকে বার করে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা। বাথরুমে ওয়াশ বেসিনের উপরের কাঁচের তাকের একদিকে তার টুথ ব্রাশ আর দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, অন্য দিকে ভেসপারের টুথব্রাশ, দু-একটা বোতল আর ফেস ক্রিম।

বোতল গুলোর দিকে তাকাল বণ্ড একটাতে ঘুমের স্লিপিং পিল। খুব আশ্চর্য তো। তার মনে ভিলার সেই ঘটনায় ভেসপার খুব একটা অস্থির বোধ করে এখনো। ওকে দেখে তেমন মনে হয়নি।

বাথটবে তার গোসলের জন্য পানী ভর্তি করা। চেয়ারের উপর তার তোয়ালের পাশে সদ্য খোলা এক বোতল বাথ-এসেন্স।

'ভেসপার ?'

'কি ?'

'এসব কি কাণ্ড। আমি কি কচি খোকা ?'

'বাঃ আমাকে বলা হয়েছিল তোমার দেখাশোনা করতে। আমি কেবল হুকুম তামিল করছি।'

ডার্লিং পানীটা একেবারে ঠিক আমি যা চাই। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে ?'

'আহা। তোমার তো ঝি দরকার, স্ত্রী নয়।'

'আমার তোমাকে দরকার।'

'আর আমার দরকার চিংড়ি আর শ্যাম্পেন। নাও, তাড়াতাড়ি কর।'

'বেশ, বাবা বেশ।'

গোসল সেরে সরীর মুছে বণ্ড একটা সাদা শার্ট আর গাঢ় নীল স্ল্যাকস পরল। ভেসপারও নিশ্চয় খুব বেশি সাজগোজের চেষ্টা করবে না। দরজায় টোকা না মেরেই যখন ভেসপার উদয় হল তখন তাকে দেখে বণ্ড খুশিই হল। সে একটা নীল শার্টের সঙ্গে গাঢ় লাল স্কর্ট পরেছে। শার্টের নীল রঙ তার চোখের নীলের সঙ্গে মিলে গেছে।

'যা খিদে পেয়েছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। রান্না-ঘরের ঠিক পাশেই আমার ঘর। দারুণ সব গন্ধ আসছে।'

এগিয়ে এসে তার হাত ধরল বণ্ড। দুজনে নিচে গেল। চত্বরে তাদের টেবিল পাতা। ডাইনিং রুমে লোক নেই। সেখান থেকে আলো এসে পড়েছে।

টেবিলের পাশে শ্যাম্পেন ঠাণ্ডা করতে দেওয়া আছে। দু গ্লাস ঢালল বণ্ড। ভেসপার খাবারের দিকে মন দিল। মেটে দিয়ে তৈরি একরকম সুস্বাদু জিনিস, মচমচে ফরাসী রুটি আর বরফের টুকরোর উপর বসানো মাখন।

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে শ্যাম্পেন পান করবার পর বণ্ড আবার গ্লাস দুটো কানায় কানায় ভর্তি করল।

খেতে খেতে গল্প করতে লাগল বণ্ড। তার সমুদ্রস্নানের কথা। সকালে কি করা হবে সেই জল্পনা-কল্পনা। মনের কথা মুখ ফুটে বলল না কেউই, তবে দুজনেরই চোখে উদগ্র প্রতীক্ষা—আজ রাত্রের জন্য। মাঝে মাঝে তারা পরস্পরকে ছুঁয়ে নিচ্ছিল।

চিংড়ি এল, যথাসময়ে শেষও হল। শ্যাম্পেনের বোতল তত-ক্ষণে আধেক খালি। ফলের উপর ক্রিম ঢালা হবার পর ভেসপার তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কিরকম গব গব করে খেয়েই চলেছি। আমি যা যা ভালোবাসি সবই তুমি দিলে। এরকম করে আমার অভ্যেস নষ্ট কেউ কখনো করেনি।' চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল

উপসাগরের দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ বলল 'আমি কিন্তু এ সবের যোগ্য নই।'

'তার মানে?' বণ্ড অবাক হয়ে গেল।

'কিজানি। লোকে যা পায় তাদের প্রাপ্য বলেই পায়, তাহলে হয়ত এসবও আমার প্রাপ্য ছিল।'

বণ্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল চোখে। সরু চোখে রহস্যের ছোঁয়া।

'তুমি আমার বিষয়ে কতটুকু জান?' তার গলা শুনে বণ্ড হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় উত্তর দিল, 'যা জানি তাই যথেষ্ট। কাল পরশু আর তরশুর জন্য যথেষ্ট। তুমিই বা আমার বিষয়ে কি জান? আর একটু শ্যাম্পেন ঢালল বণ্ড।

ভেসপার গম্ভীর হয়ে গেল। 'এক একজন লোক এক একটা দ্বীপের মতো, তাই না? পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ট হোক না কেন। পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবন যাপন করেও লোকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা নিয়ে আলাদা আলাদা থাকে।'

এ হল বেশি শ্যাম্পেনের ফল—বণ্ড ভাবল। নেশার ঝোঁকে অনেক সময় লোকে মন খারাপ করা কথাবার্তা বলে। হঠাৎ ভেসপার হেসে উঠে বলল, 'ওরকম করে তাকিও না। আমার একটু সেন্টিমেন্টাল লাগছিল—এই আর কি, আজ রাত্রে আমার দ্বীপ তোমার দ্বীপের খুব কাছাকাছি এসে গেছে।' শ্যাম্পেনের গ্লাসে এক চুমুক দিল সে।

আশ্বস্ত হল বণ্ড, 'যাক তাহলে দুটো দ্বীপ জুড়ে একটা উপদ্বীপ তৈরি হোক। ট্রেবেরিটা আমরা শেষ করে নিয়েই সুরু করা যাক।'

'না না। আগে আমার কফি শেষ হোক।'

'বেশ। কফির সঙ্গে ব্রাণ্ডি।'

তাদের দুজনের মধ্যে যে দ্বিতীয় ছায়াপাত হয়েছিল তাও এই ভাবে হাসিঠাট্টায় কেটে গেল। ছোট্ট একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। কিন্তু পরস্পরের সাহচর্যের উত্তাপে অদৃশ্য হল সেটা।

কফি শেষ করে বণ্ড যখন ব্রাণ্ডিতে চুমুক দিচ্ছে, ভেসপার ব্যাগটা তুলে নিয়ে বণ্ডের পিছনে এসে দাঁড়াল।

'বড় ক্লান্ত লাগছে' বলল সে। বণ্ডের কাঁধে তার হাত।

তার হাতটা ছুঁয়ে রইল বণ্ড। খানিকক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভেসপার নিচু হয়ে বণ্ডের চুলে আলতো করে ঠোঁট বুলিয়ে উধাও হল। একটু পরেই তার ঘরে আলো জ্বলল।

যতক্ষণ আলো জ্বলতে দেখা গেল বণ্ড বসে বসে সিগারেট টানতে লাগল। আলো নিভে যেতেই উঠে পড়ল সে। প্রোপ্রাইটার ও তার স্ত্রীকে খাবারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

তখন সাড়ে-নটা। মাঝখানের বাথরুমের দরজাটা খুলে সে ঢুকল ভেসপারের ঘরে।

জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়, ভেসপারের তুষার-শুভ শরীরের রহস্য আরো গাঢ়তর করে তুলছে।

* * *

ভোরবেলা নিজের ঘরে ঘুম ভাঙল বণ্ডের। গত রাত্রির স্মৃতি নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল সে।

তারপর সে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে পাজামা কোটটি পরা অবস্থায় ভেসপারের ঘরের দরজার সামনে দিয়ে চলে বাইরে, সমুদ্রের ধারে।

সূর্য উঠছে। সমুদ্র শান্ত। ছোট ছোট ঢেউগুলো ভোরের আলোয় গোলাপী দেখাচ্ছে, বালিতে এসে ভেঙে পড়ছে। বেশ ঠাণ্ডা। তবু বণ্ড গায়ের জামাটা খুলে পূর্ণ নগ্ন দেহে হাঁটতে

লাগল। গত দিন যেখানে গোসল করেছিল সেখানে এসে সোজা পানির মধ্যে নেমে গেল। পানি চিবুক স্পর্শ করল। এক হাত দিয়ে নাক টিপে, চোখ বন্ধ করে ডুব দিল সে। ঠাণ্ডা পানী তার সারা গায়ে, চুলে খেলা করতে লাগল।

উপসাগরের পানী আয়নার মতো স্থির। একটা মাছ ঘাই মারল। পানীর নিচে থেকে দৃশ্যটা অনুমান করল বণ্ড। ভেসপার যদি ঠিক এই সময় এখানে আসে। হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে থেকে বণ্ডকে উঠে আসতে দেখে সে কি অবাকই না হবে।

পুরো এক মিনিট পরে পানীর উপরে উঠে এল সে। ভেসপারের চিহ্নমাত্র নেই। খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে, কখনো বা কেবল ভেসে থেকে সময় কাটাল সে। যখন রোদ একটু কড়া হল তখন বালিতে উঠে এসে চিত হয়ে শুয়ে রইল। গত রাত্রে সে আবার তার পুরোনো শরীর ফিরে পেয়েছে।

গত সন্ধ্যার মতো আজও সে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল। পেয়েও গেল উত্তর।

একটু পরে পাজামা কোটটা পরে সে হাঁটতে লাগল।

আজই সে ভেসপারকে বিয়ে করতে চাবে। তার মন ঠিক হয়ে আছে। কেব সময়টা বেছে নেওয়ার যা দেরি।

॥ ২৫ কালো তাপ্পি ॥

বণ্ড যখন ফিরে এল তখনো খাবার ঘরের জানলা খোলা হয়নি। হোটেলের ভিতরে অন্ধকার। এমন সময় দেখা গেল সামনের দরজার পাশের টেলিফোন বুক থেকে ভেসপার বেরিয়ে এসে পা টিপে টিপে ঘরের দিকে চলল।

'ভেসপার!' ডেকে উঠল বণ্ড। সে ভাবল হয়ত কোন জরুরী খবর এসেছে যেটা দুজনেরই জানা দরকার।

ভেসপার পেছন ফিরল। বণ্ডকে দেখেই সে মুখে হাত চাপা দিল।

বেশ কয়েক মুহূর্ত সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল।

বণ্ডের মনে হল বোধহয় কোন বিপদ ঘটেছে। তাই সে বলল 'ব্যাপার কি ডারলিং?'

'ওহ্—এমন চমকে উঠেছিলাম। মানে-মানে আমি ম্যাথিসকে ফোনে করছিলাম। ম্যাথিসকে, অনাবশ্যকভাবে আবার বলল সে। 'বলছিলাম আমাকে আর একটা ফ্রক পাঠিয়ে দিতে। ঐ যে আমার যে বান্ধবীর কথা বলেছিলাম—কাপড়ের দোকানে কাজ করে, সে তাড়াহুড়ো করে বলে চলল। 'আমার পরার মতো একটা ভাল জামা নেই, জানো? ভাবলাম ম্যাথিস অফিসে বেরোবার আগে যদি ওকে বাড়িতে ধরতে পারি। আমার বন্ধুর টেলিফোন নাম্বারটা জানি না। তোমাকে অবাক করে দেব বলে বলিনি। ভাবলাম তোমার যাতে ঘুম না ভাঙে, তাই পা টিপে টিপে যাচ্ছিলাম। তারপর তোমার গোছল কেমন হল? পানীটা কি ঠাণ্ডা? আমার জন্য অপেক্ষা করলে না কেন?'

'পানী খুব সুন্দর ছিল' বণ্ড একটু বিরক্ত হল, এরকম ছেলে-মানুষী দেখে। 'তুমি এখন ভেতরে যাও। আমরা যাইরে ব্রেকফাষ্ট

খাবে। যা খিদে পেয়েছে। চমকে দিয়েছি বলে দুঃখিত। এত ভোরে কাউকে ঘুরে বেড়াতে দেখে আমিও প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম।'

তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল বণ্ড। কিন্তু ভেসপা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

ব্যাপারটা হালকা করার চেষ্টায় সে বলল, 'তোমাকে যা দেখাচ্ছে। ঘাবড়ে দিয়েছিলে। মনে হচ্ছে পানীতে ডোবা একজন লোক সোজা উঠে এসেছে। চুলগুলো সব চোখের উপর এসে পড়েছে'—হাসতে গেল সে। ভাঙা গলায় হাসিটা নিজের কানেই কর্কশ ঠেকল। তাই সে কাশির ভাণ করল।

'আশা করি ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলনি।'

অনর্গল এত মিথ্যাকথা বলে যেতে লাগল সে যে বণ্ড ভাবল ত'কে একটি থাপ্পড় কষিয়ে সত্যি কথাটা বার করে। সে শুধু আস্তে করে তার পিঠে হাত দিয়ে বলল তাড়াতাড়ি গোসল করে তৈরী হয়ে নিতে।

এই বলে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

* * *

তার পর থেকেই আরম্ভ হল তিক্ততা আর প্রবঞ্চনা। তাদের প্রেমের মধ্যে ঢুকল এসে বিষাক্ত কীট। কখনো অশ্রুবর্ষণ কখনো প্রেমহীন আত্মসমর্পণ। যত দিন কাটে পরস্পরের প্রতি প্রেমে ফাটল ধরে। কেবল দৈহিক প্রেম অরুচিকর হয়ে দাড়াল।

বণ্ড চেষ্টা করেছিল এই অবিশ্বাসের বেড়া ভেঙে ফেলতে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। টেলিফোনের প্রসঙ্গটা ও অনেকবার তোলার চেষ্টা করেছে কিন্তু ভেসপার প্রতিবারই এমন সব বানানো কাহিনী খাড়া করতে লাগল। উল্টে সে-ই অনুযোগ করতে লাগল যে বণ্ড তাকে অবিশ্বাস করছে, মনে করছে সে অন্য কোন প্রেমিকের সঙ্গে

যোগাযোগ করছিল। অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে কান্নাকাটির পর এইসব পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

প্রত্যেকদিন ক্রমশঃ অবিশ্বাস বেড়েই চলেছিল। আশ্চর্য, কত সহজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ভেঙে যায়। কিন্তু এরকম হবার কারণ কি? অনেক চেষ্টা করেও বণ্ড কোন সদুত্তর পেল না।

সে বুঝতে পারছিল যে কোন কারণে ভেসপার প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। বণ্ড যা দুঃখ পাচ্ছে ভেসপারের দুঃখ তার থেকে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু সেদিনের টেলিফোনের রহস্যটা কি? ভেসপারকে সেকথা জিগ্যেস করলেই সে চটে যায় কেন? আরো নানারকম ছোটখাট ঘটনা ঘটছিল। কিন্তু সেদিনের সেই টেলিফোনের রহস্যই তাদের সম্পর্কের মধ্যে ক্রমশঃ ফাটল ধরাচ্ছিল।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চের সময় ব্যাপারটা আরো খারাপ দিকে মোড় নিল।

সকালে ব্রেকফাষ্ট এ টা যন্ত্রণা। কোন মতে খাওয়া শেষ করে মাথা ধরার অজুহাতে ভেসপার নিজের ঘরে চলে গেল, বণ্ড একটা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে কয়েক মাইল পায়চারী করতে গেল। ফেরার সময় সে ঠিক করে নিয়েছিল যে আজ দুপুরে সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলবে।

খেতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বণ্ড ঠাট্টার সুরে বলল সেদিন তোমাকে চমকে দেবার জন্য মাপ চাইছি। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলতে লাগল আর সকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াবার সময় কি কি দেখেছে সেই কথা। কিন্তু ভেসপারের কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত হুঁ-হাঁ ছাড়া বিশেষ কোন উত্তর পাওয়া গেল না। খাবার নিয়ে সে নাড়াচাড়া করতে লাগল এবং ইচ্ছে করেই বণ্ডের চোখের দিকে তাকাল না অত্যন্ত অন্যমনস্ক লাগছিল তাকে।

দু-একবার প্রশ্ন করার পর কোন সাড়া না পেয়ে বণ্ডও চুপ করে গেল। সেও নিজের চিন্তায় মগ্ন হল।

হঠাৎ ভেসপার চমকে গেল। তার হাত থেকে কাঁটাটা পড়ে গেল টেবিল থেকে নিচে। শব্দ হল ঝন ঝন করে।

বণ্ড দেখল তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে সে বণ্ডের পিছনে তাকিয়ে আছে।

বণ্ড ফিরে দেখল একটি লোক তাদের ঠিক উল্টোদিকের টেবিলে এসে সবেমাত্র বসেছে। অনেকটা দূরে। লোকটার চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই, পোশাকও চোখে পড়ার মতো নয়। মনে হয় ব্যবসা করে, হয়ত পথে এখানে হঠাৎ থেমেছে।

কি হল ডারলিং? জিগ্যেস করল বণ্ড।

ভেসপারের দৃষ্টি সেই আগন্তুকের দিকে স্থির নিবদ্ধ। 'সেই গাড়ির লোকটা যে আমাদের পিছু ধাওয়া করছিল। আমি জানি।' তার গলা দিয়ে প্রায় আওয়াজ বেরোতে চায় না।

লোকটার দিকে আর একবার তাকাল বণ্ড। প্রোপ্রাইটার তার সঙ্গে মেনু নিয়ে কথাবার্তা বলছে। তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। মেনু দেখিয়ে কোন একটি বিশেষ বস্তুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল লোকটি, দুজনই মৃদু হাসল। তারপর মনে হল সেই খাদ্যবস্তুটি আনবার জন্যই প্রোপ্রাইটার চলে গেল। যাবার আগে ওয়াইন সম্বন্ধেও কিছু কথা হল।

আগন্তুক ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। সে একবার এদিকে নির্বিকারভাবে তাকাল, তারপর পাশের চেয়ারে রাখা ব্রিফকেস থেকে খবরের কাগজ বার করে টেবিলের উপর কনুই রেখে পড়তে আরম্ভ করল।

লোকটা যখন তাদের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল তখন বণ্ড দেখল তার এক চোখের উপর কালো তাপ্পি মারা। টেপ দিয়ে সাঁটা নয়,

মনোকল এর মতো স্ক্রু দিয়ে আটকানো। তাছাড়া তার চেহারায় অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই। মাঝবয়সী লোক, ব্যাকব্রাশ করা বাদামী চুল, দাঁতগুলো বেশ সাদা আর বড় বড়। লোকটা কথা বলার সময় বণ্ড সেটা লক্ষ্য করেছিল।

'ভেসপার এ লোকটি নেহাতই গোবেচারা গোছের। তুমি ঠিক জানো এ-ই সেই লোক? এখানে বাইরের লোক তো আসবেই। সেটা আমরা কি করে আটকাতে পারি বলো।'

ভেসপারের মুখ তখনো রক্তশুন্য। দুহাত দিয়ে টেবিলের ধারটা চেপে আছে সে। মনে হল সে বোধহয় এখনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। বণ্ড তাড়াতাড়ি উঠে তাকে ধরতে গেল, কিন্তু ভেসপার তাকে ইঙ্গিত করে বারণ করল। ওয়াইনের গ্লাসটা তুলে লম্বা চুমুক দিল সে। গ্লাসট দাঁতে লেগে ঠকঠক করে উঠল। অন্য হাতটা দিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁপুনী থামল সে। তারপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল।

নিস্তেজভাবে বণ্ডের দিকে তাকিয়ে সে কেবল বলল, 'আমি জানি এ সে-ই লোক।'

বণ্ড ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভেসপারের কেবল সেই এক কথা। লোকটির দিকে বার কয়েক তাকিয়ে সে উঠে পড়ল। তার দৃষ্টিতে কেমন একটা বিচিত্র সম্ভ্রমের ভাব। সে বলল মাথাধরাটা আবার বেড়েছে, আজ দুপুরটা আমি ঘরেই কাটাব, এই বলে সে চলে গেল, একবারও পিছনে ফিরে দেখল না।

ভেসপারের দুর্ভাবনা দূর করতে কৃতসংকল্প হয়ে বণ্ডও উঠে দাঁড়াল। সে-কফির অর্ডার দিয়ে বাইরে চলে এল। একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত এই গাড়িটাই তারা রাস্তায় দেখেছিল। কিম্বা এরকম অন্য গাড়িও হতে পারে। কত হাজার হাজার গাড়িই তো ফ্রান্সের রাস্তায় ছুটে চলেছে। গাড়ির ভিতরটা একদম খালি। লাগেজ কেরিয়ারটা খুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তালা বন্ধ। নাম্বার

প্লেটটা ভাল করে দেখে নিল। প্যারিসের গাড়ি। তারপর সে বাথরুমে ঢুকে চেনটা টেনেই আবার চত্বরে ফিরে এল।

লোকটা তখন খাচ্ছে। সে তাকিয়েও দেখল না।

বণ্ড ডেসপারের চেয়ারে বসল, যাতে লোকটাকে নজরে নজরে রাখা যায়।

কয়েক মিনিট পরে লোকটা বিল মিটিয়ে দিয়ে বিদায় হল। গাড়ির শব্দ শুনল বণ্ড—ক্রমে রয়্যালের দিকে চলে গেল শব্দটা।

প্রোপ্রাইটার কাছে আসতেই বণ্ড তাকে বলল মাদামের একটু রোদ লেগে গেছে। সত্যি, এই আবহাওয়ায় যখন—তখন রোদে-ঘোরা উচিত নয় এইসব কথা বলে দুঃখ প্রাকাশ করলেন প্রোপ্রাইটার। তখন বণ্ড কথাচ্ছলে তাকে জিগ্যেস করলে নতুন লোকটি কে। 'আমারও এক বন্ধুর একটা চোখ জখম হয়। অনেকটা তার মতো দেখতে লোকটিকে। আমার বন্ধুটিও চোখের উপর কালো তাপ্পি লাগায়।'

প্রোপ্রাইটার জানালো যে লোকটি সম্পূর্ণ অচেনা। খাবার পছন্দ হয়েছে তাই বলে গেছে যে দু-এক দিনের মধ্যে এদিক দিয়ে ফিরবে সে। তখন আবার আসবে। উচ্চারণে মনে হল লোকটি সুইস। ঘড়ি বিক্রি করা পেশা। একটা চোখ থাকা কিরকম বিশ্রী ব্যাপার তাই না? সব সময় তাপ্পিটাকে আটকে রাখা। তবে সবই বোধহয় অভ্যেস হয়ে যায়।

'সত্যি, বড় দুঃখের কথা' সায় দিয়ে বলল বণ্ড। তারপর প্রোপ্রাইটারের কাটা হাতের দিকে ইঙ্গিত করে সে বলল 'আপনারও কপাল খারাপ। তবে ভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে গেছি', যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা হল দুজনে। বণ্ড উঠে পড়ল। 'হ্যাঁ ভালো কথা। মাদার একটা টেলিফোন করেছিলেন ভোরবেলা। তার দামটা মনে করে আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন। প্যারিসে

বোধহয় এলিজের নাম্বার।' ম্যাথিসের এক্সচেঞ্জের নামটা উল্লেখ করল বণ্ড।

ধন্যবাদ মসিয়ো। কিন্তু ওটা ঠিক হয়ে গেছে। আজ সকালে রয়্যালে ফোন করেছিলাম। এক্সচেঞ্জ জানাল যে আমার একজন গেস্ট প্যারিসে একটা ফোন করেছিলেন, কিন্তু নো রিপ্লাই হয়েছিল। ওরা জানতে চাইছিল মাদাম আর একবার নাম্বারটা চান কিনা। আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি যদি মাদামকে একটু জিগোস করেন। কিন্তু এক্সচেঞ্জ বলল ওটা আঁভালিদ—নাম্বার—এলিজে নয়।'

৬৮

॥ ২৬ শুভ রাত্রি ॥

তার পরের দুদিন কাটাল একই ভাবে।

চতুর্থ দিন ভোরবেলা ভেসপার রয়্যাল চলে গেল, আবার ফিরে এল। একটা ট্যাক্সি এসেছিল ওকে নিতে। ওর নাকি কিছু ওষুধের দরকার ছিল।

সেদিন রাতে সে খুব চেষ্টা করল ফুর্তির ভাব দেখাবার। প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করল। খাবার পর বণ্ডকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্যে। বণ্ড দৈহিকভাবে সাড়া দিলেও পরে ভেসপারের আকুল কান্নার কোন অর্থই বুঝতে পারল না। গম্ভীরভাবে নিজের ঘরে চলে গেল সে।

সারা রাত ভাল করে ঘুম হল না। ভোরের দিকে ভেসপারের দরজা খোলার শব্দ পেল, খুব মৃদু শব্দ। নিচের তলা থেকে খুটখাট শুনে বণ্ড বুঝল ও নির্ঘাৎ টেলিফোন করতে গেছে। আবার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। তাহলে বোধহয় এবারেও প্যারিস থেকে নো রিপ্লাই হল।

সেদিন শনিবার। রবিবার দিন সেই কালো তাপ্পি পরা লোকটা আবার এল। খাবার সময় ভেসপারের চেহারা দেখেই বণ্ড বুঝতে পারল তার আগমন হয়েছে। অথচ তার সম্বন্ধে প্রোপ্রাইটার যা জানিয়েছে সবই বণ্ড বলেছিল ভেসপারকে, কেবল লোকটা যে ফিরে আসছে সে খবরটা চেপে গিয়েছিল। অনর্থক দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে লাভ কি।

ইতিমধ্যে প্যারিসে ম্যাথিসকে ফোন করে সে ঐ কালো গাড়িটা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছে। দু সপ্তাহ আগে গাড়িটা ভাড়া করা হয়েছে একটা নামকরা কোম্পানী থেকে। লোকটি সুইস, নাম অ্যাডল্ফ গেটলার। ঠিকানা জুরিখের একটা ব্যাঙ্কের।

ম্যাথিস সুইস পুলিশের কাছেও সন্ধান করেছিল। তারা বলল ঐ নামে ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট আছে ঠিকই। তবে সেটা বড়, একটা ব্যবহার হয় না। হের গেটলার ঘড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করা যেত, কিন্তু যেহেতু সেরকম কিছু ছিল না তাই আর কিছু জানতে পারেনি।

ভেসপারকে খবরটা জানানো হলে সে খুব একটা আশ্বস্ত হয়নি। এবার যেই লোকটাকে দেখা গেল সে সোজা খাওয়া ছেড়ে উঠে চলে গেল নিজের ঘরে।

বণ্ড কি করবে ঠিকই করে ফেলেছিল। খাওয়া শেষ হতেই সে সোজা উঠে গেল। ভেসপারের ঘরের দুটো দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ। বণ্ড তাকে দরজা খুলতে বলল। ভেসপার জানলার ধারে আড়াল থেকে নিচের দিকে লক্ষ্য রেখেছিল।

ঠাণ্ডা পাথরের মতো মুখ ভেসপারের। বণ্ড তাকে জোর করে বিছানায় বসাল। কাঠের পুতুলের মতো বসে রইল সে। বণ্ডও পাশে বসল, যেন ট্রেনের কামরায় দুজন অপরিচিত লোক বসে আছে।

'ভেসপার,' বণ্ড তার কনকনে ঠাণ্ডা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। 'এরকমভাবে চলতে পারে না। একবারে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া ভালো। আমরা দুজনেই দুজনকে কষ্ট দিচ্ছি। লাভ কি? তারচেয়ে আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভাল। অবশ্য আর একটা উপায় আছে। তুমি যদি সব কথা আমাকে খুলে বল। এখনি।'

ভেসপারের হাত তেমনই পড়ে রইল। সে কোন কথা বলল না।

'ডার্লিং, ডার্লিং, তুমি কেন আমাকে বলছ না,' আবার বলতে লাগল বণ্ড। 'জানো, প্রথমদিন সকালে আমি কি বলতে

আসছিলাম? তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। যা হয়েছে ভুলে গিয়ে এসো আবার আমরা গোড়া থেকে সুরু করি। কেন মাঝ থেকে এইসব গণ্ডগোল আরম্ভ হল, আমরা দুজনেই কি এই রহস্যজনক যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে মরছি?'

কিছু বলল না ভেসপার, কেবল চোখ থেকে এক ফোঁটা পানী গড়িয়ে পড়ল।

'তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে?'

ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল বণ্ড।

হায় আল্লা··হায় আল্লা বণ্ডের বুকে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল সে।

বণ্ড তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে আবার বলল, 'কিসের জন্ত তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ বলবে না আমাকে?'

ভেসপারের কান্না থেমে গেল। 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও' শান্তগলায় বললে সে। 'আমি একটু ভেবে দেখতে চাই।' বণ্ডের মুখ চুম্বন করে দুহাতে তার মুখটা ধরে রইল সে। তার চোখের চাউনিতে অধীর কামনা। 'ডার্লিং, আমি একটু ভেবে দেখি আমাদের পক্ষে কোনটা ভালো। তুমি বিশ্বাস কর আমি এমন বিপদে—'বলতে বলতেই ভয়ার্ত শিশুর মতো বণ্ডকে আঁকড়ে ধরে সে আবার কান্না শুরু করল।

তার লম্বা কালো চুলে সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে বণ্ড তাকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করল। চুম্বন করল তাকে।

'তুমি এখন যাও। আমার একটু ভাববার সময় চাই। কিছু একটা করতেই হবে।'

বণ্ডের রুমাল নিয়ে চোখ মুছল ভেসপার।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল সে, দুজনে আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় চুম্বন করল। বণ্ড চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

সেদিন সন্ধেবেলা সে আবার ঠিক আগের মতই হাসিখুশি. প্রথমদিন রাত্রে যেমন ছিল। খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল তাকে, যদিও তার হাসির মধ্যে সচেতন ভাব বণ্ডের চোখ এড়ায়নি তবু সে ভেসপারকে বাধা দেয়নি। কেবল একমাত্র বণ্ডের একটা মন্তব্য শুনে সে একটু গম্ভীর হল। তখন ডিনার খাওয়া প্রায় শেষ।

বণ্ডের হাতের ওপর হাত রেখে সে বলল, 'এখন ওসব কথা থাক। যা হবার তা হয়ে গেছে। কাল সকালে আমি তোমাকে সব বলব।'

বণ্ডের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। দুচোখে পানী ভরে এল তার। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছে নিল সে।

'আমাকে আর একটু শ্যাম্পেন দেবে?' বিচিত্রভাবে হাসল সে। 'তুমি আমার চেয়ে সব সময় বেশি ড্রিংক কর। এটা কিন্তু খুব অন্যায়।'

বোতল শেষ করল দুজনে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চেয়ারে ধাক্কা লেগে হোঁচট খেল ভেসপার।

'আমার নেশা হয়েছে দেখছি। কি লজ্জার কথা। জেমস তুমি কি কিছু মনে করলে? আমি আজ সুখী আর আনন্দিত হতে চাই।'

বণ্ডের পিছনে দাঁড়িয়ে তার চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালাল সে।

'তাড়াতাড়ি এস। তোমাকে চাই।' এই বলে আঙুলে চুম্বন করে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উধাও হল সে।

সেদিন রাত্রে তাদের প্রেম অনেক দীর্ঘস্থায়ী হল। বণ্ড ভাবেনি এত ঘটনার পর আবার আগের মতো স্বচ্ছন্দভাবে মিলিত হতে পারবে। মনে হল মাঝখানের অবিশ্বাসের দেওয়াল অন্তর্হিত হয়েছে। কথাবার্তার মধ্যে ছলনার লেশমাত্র নেই।

একটু পরে বণ্ড তার অলিঙ্গনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। ভেসপার

তাকে তুলে দিয়ে বলল, 'তুমি যাও।'

কিন্তু বণ্ডকে যেতে বললেও সে বন্ধন এতটুকু শিথিল করল না। সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে ধরে রইল।

শেষে বণ্ড যখন বিদায় নেবার আগে শেষবারের মতো তার চুলে হাত বুলিয়ে চুম্বন করল তখন ভেসপার হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বেলে দিল।

'তুমি আমাকে ভালো করে দেখে নাও। আমিও তোমাকে দেখব।'

বণ্ড ওর পাশে নতজানু হয়ে বসল। এমন করে তার মুখের প্রতিটি রেখা দেখতে লাগল ভেসপার যেন এই তাকে প্রথম দেখছে। তারপর হাত জড়িয়ে গলা বাড়িয়ে ধরল তার। আস্তে টেনে নিয়ে তার ঠোঁটের উপর চুম্বন করল সে। তার নীল চোখ পানী টলমল করছে। তারপর বণ্ডকে ছেড়ে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল সে।

'গুড নাইট, প্রিয়তম।'

নিচু হয়ে তাকে চুম্বন করতে গিয়ে বণ্ড তার চোখের পানির স্বাদ পেল।

দরজা অবধি গিয়ে ফিরে তাকাল সে। 'ভালো করে ঘুমোও ডার্লিং। সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। কিছু ভেবো না তুমি।'

আস্তে দরজা বন্ধ করে সে নিজের ঘরে চলে গেল। তার মনটা ভারি হয়ে রইল।

॥ ২৭ রাত্তির হায়দ ॥

সকাল বেলায় চিঠিটা নিয়ে এল প্রোপ্রাইটার। দৌড়তে দৌড়তে বণ্ডের ঘরে ঢুকল সে, হাতে একটা খাম। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন জ্বলন্ত আগুন থেকে তুলে এনেছে।

'ভয়ানক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে—মাদাম—'

বণ্ড এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে গেল। দরজা বন্ধ। তখন সে ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে ফিরে সেখান থেকে বারান্দায় বেরিয়ে দৌড়ল। একটি মেড আতঙ্কে চিৎকার করছে।

ভেসপারের দরজা খোলা। খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে রোদ এসে সারা ঘরে আলো হয়ে আছে। চাদরের উপরে কেবল তার কালো চুল দেখা যাচ্ছে। চাদরের নিচে শয়ান দেহ যেন পাথরের মূর্তির মতো।

নিচু হয়ে বসে বণ্ড চাদরটা সরিয়ে নিল।

ঘুমোচ্ছে ভেসপার। নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে সে। দুচোখ বন্ধ। মুখে প্রশান্ত ভাব। যেমন দেখতে তাকে ঠিক তেমনই আছে, শুধু দেহ নিস্পন্দ নিঃশ্বাস পড়ছে না, নাড়ি স্তব্ধ। নিঃশ্বাস পড়ছে না। ঠিক তো, কোন নিঃশ্বাসই পড়ছে না।

প্রোপ্রাইটার একটু পরে এসে বণ্ডের কাঁধে হাত রাখল। টেবিলে একটা খালি গ্লাসের দিকে দেখাল। নিচে সাদা সাদা গুঁড়ো এখনো লেগে আছে। টেবিলে একটা বই, সিগারেট, দেশলাই, আয়না, লিপষ্টিক, রুমাল এলোমেলোভাবে ছড়ানো। মাটিতে একটা খালি বোতল পড়ে—স্লিপিং পিলের বোতল, এটাই বণ্ড প্রথম দিন বাথরুমে দেখেছিল।

উঠে দাঁড়াল বণ্ড। নিজেকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে সচেতন করল।

প্রোপ্রাইটার চিঠিটা এগিয়ে দিল।

কমিসনারকে খবর দিন। আমি ঘরেই আছি। দরকার হলে ডাকবেন।'

সোজা উঠে চলে গেল সে, ফিরে তাকাল না।

বিছানার ধারে বসে সমুদ্রের দিকে তাকাল সে। নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্র। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল সে খামটার দিকে। বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

খুব সম্ভব ভোরবেলায় ওকে ডেকে দিতে বলেছিল ভেসপার, যাতে তার মৃতদেহ বণ্ডকে সর্বপ্রথম না আবিস্কার করতে হয়।

খামটা উল্টেপাল্টে দেখল সে। কয়েক ঘণ্টা আগেই তার জিভ দিয়ে ভিজিয়ে এই খাম বন্ধ করা হয়েছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খামটা খুলল সে। খুব বড় চিঠি নয়। প্রথম কয়েকটা অক্ষর পড়তে সময় লাগল, তারপর দ্রুত পড়ে গেল সে, নিঃশ্বাস দ্রুততর হল।

তারপর চিঠিটা এমন করে ছুঁড়ে ফেলল সে যেন সেটা একটা বিষাক্ত বিছে।

চিঠিতে লেখা ছিল:

ডার্লিং জেমস।

আমি তোমাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তুমি যখন চিঠিটা পড়বে আশ করি তখনও তুমি আমায় ভালোবাসছ, কারণ এর পরেই তোমার ভালোবাসার আর কোন চিহ্নও থাকবে না। বিদায় প্রিয়। আমাদের ভালোবাসা থাকতে থাকতেই তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি।

আমি এম ডাবলিউ ডির এজেন্ট। হ্যাঁ, আমি একজন ডাবল এজেন্ট, রাশিয়ানদের হয়ে কাজ করছি। যুদ্ধের এক বছর পরে ওরা আমাকে নেয়, তারপর থেকে আমি ওদের হয়েই কাজ করেছি। আর, এ, এফ-এর একজন পোল্যাণ্ডবাসীর সঙ্গে আমার ভালোবাসা

হয়, ভালোবাসা ছিল, তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত। সে কে তুমি ইচ্ছে করলে খুঁজে বার করতে পার। তার দুটো ডি, এস, ও, ছিল। যুদ্ধের পর 'এম' তাকে ট্রেনিং দিয়ে আবার পোল্যাণ্ডে ফেরত পাঠান। ওরা ধরে ফেলে। যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওর সম্বন্ধে এবং আমার সম্বন্ধে নানারকম খবর যোগাড় করে। তখন ওরা আমাকে নিয়ে পড়ে। বলল যদি আমি ওদের হয়ে কাজ করতে রাজি থাকি একমাত্র তাহলেই আমার প্রেমিক তার জীবন পেতে পারে। সে বেচারা এসবের কিছুই জানত না। কেবল আমাকে চিঠি লেখবার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়েছিল। চিঠিটা আসত প্রত্যেক' মাসের পনেরো তারিখে। আমার ফেরার কোন উপায় ছিল না। যদি পনেরো তারিখে তার চিঠি না পৌঁছয় তাহলে বুঝে নিতে হবে আমারই জন্য তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সুতরাং আমাকে ওদের হয়ে কাজ করে যেতেই হত। অবশ্য আমি ওদের যথাসম্ভব কম করে খবর দিতাম। বিশ্বাস কর, আমি সত্যি কথা বলছি। তারপর তুমি এলে। আমি ওদের বললাম তোমাকে রয়্যালে এই কাজটা দেওয়া হয়েছে, কি তোমার ছদ্ম ভূমিকা ইত্যাদি। সেই জন্যই তুমি আসার আগেই ওরা তোমার সম্বন্ধে খোঁজ পেয়ে গিয়ে ছিল। আর আগে থাকতেই মাইক্রোফোন বসিয়েছিল। ল্য শিফকে ওরা সন্দেহ করেছিল, তুমি যে লা শিফের জন্যই এসেছ সেটা ওদের আমি বলেছিলাম, যদিও ঠিক কাজটা কি তা বলিনি।

আমাকে বলা হয় ক্যাসিনোতে তোমার পিছনে যেন না দাঁড়াই। ম্যাথিস অথবা লিটারও যেন না দাঁড়ায় সেটাও আমাকে দেখতে বলা হয়েছিল। সেইজন্যই লোকটা তোমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল। তারপরে আমাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা। সেটাও সাজানো। তুমি সেদিন ভাবছিলে আমি নাইটক্লাবে কেন অত চুপচাপ আছি। অবশ্য ওরা আমাকে কিছু করেনি, কারণ ওরা জানত আমি এম, ডাবলিউ, ডি,-র লোক।

তারপরে আমি যখন দেখলাম তোমার উপর কি অকথ্য অত্যাচার ওরা করেছে তখন আমার সহ্য সীমা ছাড়িয়ে গেল। যদিও অত্যাচার করেছিল ল্য শিফ যে আসলে প্রতারক তবু আমি ঠিক করে ফেললাম যে এভাবে আর চলতে পারে না। ততদিনে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। ওরা আমাকে বলল তোমার কাছ থেকে আরো খবর বার করতে। আমি সোজা অস্বীকার করলাম। আমার হুকুমগুলো আসত প্যারিস থেকে। আঁভালিদের একটা নম্বরে দিনে দুবার ফোন করার কথা ছিল আমার। ওরা প্রথমে আমাকে ভয় দেখাল, তারপর ছেড়ে দিল আমাকে। কিন্তু আমি তখনই জানি পোল্যাণ্ডে আমার প্রেমিককে এবার মরতে হবে। ওরা ভেবেছিল আমি হয়ত সব কথা ফাঁস করে দেব। তাই শেষবারের মতো ভয় দেখিয়ে বলে স্মার্শকে আমার লেলিয়ে দেবে। আমি তারপর কালো তাপপিমারা লোকটাকে হোটেল সপ্লেনডিডে দেখতে পাই। বুঝলাম ও আমার গতিবিধির উপর নজর রাখছে। আমরা এখানে আসার আগের দিন এটা ঘটে ; ভাবলাম লোকটার চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারব। ভাবলাম লা হাভ থেকে আমরা সাউথ আমেরিকা চলে যাব। হয়ত আমার একটি বাচ্চা হবে। নতুন জীবন আরম্ভ করব আমরা। কিন্তু ওদের ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়? ওরা ঠিক পিছু পিছু এসে হাজির।

তোমাকে সব বলে দিলে আমাদের ভালোবাসার সেইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে জানতাম। তাহলে আমার কি হবে? স্মার্শ কবে এসে আমাকে খুন করবে সেজন্য অপেক্ষা করা—আর তোমাকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া—নয়ত আত্মহত্যা।

ডার্লিং, এই হল আমার কাহিনী। আমি এখনো তোমাকে আমার প্রিয় বলেই জানি, আমার সঙ্গে রইল তোমারও তোমার প্রেমের স্মৃতি।

তোমাকে সাহায্য করার মতো বেশি কিছু খবর দিতে পারব না। কেবল এইটুকু বলতে পারি যে প্যারিসের ঐ ফোন নম্বরটা হল অাঁভালিদ ৫৫২০০। ওদের কারো সঙ্গে আমার লণ্ডনে কখনো দেখা হয়নি। ৪৫০ চেয়ারিং ক্রস প্লেসের এক নিউজ এজেন্টের অফিস থেকে সব কিছু হত।

আমরা প্রথম যেদিন একসঙ্গে ডিনার খাই তুমি সেদিন যুগোস্লাভিয়ার সেই লোকটার কথা বলছিলে, যে দোষ স্বীকার করে বলেছিল অবস্থার বিপাকে আমি এই হয়েছি। আমারও স্বপক্ষে এই একটিমাত্রই যুক্তি আছে। আর আমি—যে লোকটিকে ভালোবাসতাম তার জন্য এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

অনেক রাত হয়ে গেল। আমি বড় ক্লান্ত। মাত্র দুটো দরজার ওপারেই তুমি আছ। কিন্তু না, আমাকে মনের জোর করতে হবে। তুমি হয়ত আমার প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তোমার চোখের সে দৃষ্টি আমি সইতে পারব না।

প্রিয় আমার।

চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বণ্ড। যন্ত্রের মতো হাত দুটো ঘষল। তারপর নিজের রগে ঘুঁষি মেরে উঠে দাঁড়াল। শান্ত, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিল।

চোখে পানী এসে গিয়েছিল, রগড়ে রগড়ে মুছে নিল সে।

শার্ট ও ট্রাউজার পরে নিয়ে কঠিনমুখে সে নেমে এল নিচে। তারপর টেলিফোন বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

লণ্ডনে ডায়েল করতে করতেই সে মনে মনে ভেসপারের চিঠিতে যা তথ্য আছে সেগুলো পর্যালোচনা করে নিচ্ছল। ঠিকই তো। এতদিনে সব বোঝা গেল। গত চার সপ্তাহের ছোটখাট অসঙ্গতি যেগুলো সে লক্ষ্য করলেও উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সবই ঠিক-ঠিক মিলে গেল।

ভেসপার এখন তার কাছে গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নয়।

ভালোবাসা আর বেদনা এখন মনের একটা গোপন কুঠরীতে বন্ধ থাক। পরে কোন সময় সে নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে এবং অতীতের নানা হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের মতো ভুলে যাবার চেষ্টা করবে। এখন কেবল তার বিশ্বাসঘাতকতার কথাটাই দেখতে হবে। দেশের এবং সিক্রেট সার্ভিসের কতটা ক্ষতি সে করতে পেরেছে সেটাই বিচার্য। এর কি কি ফলাফল হতে পারে তাই নিয়ে তৎক্ষণাৎ সে চিন্তা আরম্ভ করে দিল—যে সব ছদ্ম ভূমিকার কথা ওপক্ষ আগে থাকতে জেনে গেছে, যে সব সঙ্কেতবাক্য ওরা ধরে ফেলেছে, যে সব গোপন খবর ফাঁস হয়ে গেছে সেগুলো কি? ও পক্ষের গোপন সংবাদ আহরণ করার জন্য যে বিশেষ দপ্তর সেখান থেকেই প্রকাশ হয়েছে তথ্যগুলো।

কি সাংঘাতিক। কি করে এখন এই অবস্থার প্রতিকার করা হবে!

দাঁতে দাঁত ঘষলে সে। হঠাৎ ম্যাথিসের সেই দিনকার কথাগুলো তার মনে ভেসে এল। 'স্মার্শ-এর কথা এত শিগগির ভুলে গেলে? ওর ইচ্ছামতো সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়াবে আর যাকে যাকে মনে হয় ওদের পদ্ধতির শত্রু তাকেই খুন করবে এটাই বা কেমন?'

দেখতে দেখতে ম্যাথিসের কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হল। বণ্ড যে সব বড় বড় কথা সেদিন বলেছিল সেগুলোর অসারতা তার নিজের কাছেই প্রকাশ পেতে দেরি হল না।

রেড ইণ্ডিয়ান রেড ইণ্ডিয়ান খেলায় এত ব্যস্ত ছিল সে (ল্য শিফ কথাটা ঠিকই বলেছিল) যে বুঝতে পারেনি তারই খুব কাছে কোন-রকম ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে অপর পক্ষ নীরবে কাজ করে চলেছে।

সে মানসচক্ষে দেখতে পেল একটা ট্রে হাতে ভেসপার বারান্দা দিয়ে চলেছে। ট্রেতে সব দরকারি কাগজপত্র। অপর পক্ষ বলতে গেলে সমস্ত দরকারি কাগজ সবসুদ্ধ হাতে পেয়ে গেল আর ডাবল ও মার্কা নায়ক ততক্ষণে সারা পৃথিবীতে বাহাদুরী করে বেড়াচ্ছেন।

লজ্জায়, আফশোশে ঘামতে লাগল সে। নখ দিয়ে চাপ দিতে লাগল হাতের তালুতে।

না, এখনো দেরি হয়নি। এই তো পেয়ে গেছে সে, তার আক্রমণের লক্ষ্য। স্মার্শকে শেষ করাই হবে তার একমাত্র লক্ষ্য। স্মার্শ যদি না থাকে তাহলে এম, ডাবলিউ-ডি-খোঁড়া হয়ে যাবে। অন্য সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে তাদের বিশেষ কিছু প্রভেদ থাকবে না।

স্মার্শই এখন লক্ষ্য। কোন প্রশ্ন করবে না। গুপ্তচর বৃত্তি কর। যদি না পেরেছ যেখানেই থাকো না কেন তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করে হত্যা করা হবে। এই হল স্মার্শ। ওদের সমস্ত শাসন যন্ত্রের মূলেই আছে ভয়। মানুষকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করা। শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাও, তাহলে বুলেট হয়ত তোমার গায়ে নাও লাগতে পারে। যদি পিছিয়ে যাও, যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর, যদি পালিয়ে যাও তাহলে আর রক্ষা নেই।

কিন্তু চাবুক আর রিভলভার নয়। যে হাত সেই অস্ত্র চালাচ্ছে তাকেই আক্রমণ করবে সে। গুপ্তচরবৃত্তি করুক তারা যারা টেবিলে বসে কাজ করে। ওরা ধরুক অন্য পক্ষের গুপ্তচরদের। বণ্ড ধরতে চেষ্টা করবে সেই শক্তিকে যা তাদের গুপ্তচর হতে বাধ্য করে।

টেলিফোন বাজল। লণ্ডনে কেবল মাত্র একজনের সঙ্গেই সে নেহাত নিতান্ত প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করতে পারত। সেই লোকটি।

'আমি জিরো জিরো সেভেন বলছি। এটা খোলা লাইন। অত্যন্ত জরুরী খবর। শুনতে পাচ্ছেন? খবরটা চালিয়ে দিন। ৩০৩০ একজন ডাবল এজেন্ট ছিল।'

'হ্যাঁ, শুনতে পাননি নাকি। আমি তো বললাম ছিল। মেয়েটা মরে গেছে।'

— * —